জরুরি অবস্থায় সুরক্ষা, জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের ন্যূনতম মানদন্ড

IFRC
Local action. Global reach.
www.ifrc.org

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (আইএফআরসি) বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবীমূলক মানবাধিকার নেটওয়ার্ক। সমগ্র বিশ্বে আমাদের ১৯০টি ন্যাশনাল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নিয়ে আমরা প্রায় প্রতিটি কমিউনিটিতে কাজ করছি। আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী সেবা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আমরা বছরে প্রায় ১৬০.৭ মিলিয়ন মানুষের কাছে আমাদের সেবা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়াও, বিভিন্ন দুর্যোগে সাড়াপ্রদান (Response) এবং প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি (early recovery) কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে আরো ১১০ মিলিয়ন মানুষকে আমাদের সেবার আওতাভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা দুর্যোগের পুর্ববর্তী, দুর্যোগ চলাকালীন ও দুর্যোগের পরবর্তী সময় এবং যেকোন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থায় (Health Emergency) নাজুক জনগোষ্ঠীর জীবন মানের উন্নয়ন এবং তাদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা এই কাজ গুলো- জাতীয়তা, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, শ্রেণী এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদি অভিন্নতাকে যথাসম্ভব সম্মান প্রদান করে নিরপেক্ষতার সাথে করার চেষ্টা করি।

স্ট্র্যাটেজি-২০২০কে সামনে রেখে- এই দশকের মধ্যে প্রধান প্রধান মানবাধিকার ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা সমূহকে মোকাবেলা করাই আমাদের সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। আমরা জীবন বাঁচাতে এবং দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তনে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমাদের মূল শক্তি হচ্ছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের নেটওয়ার্ক, কমিউনিটিতে কাজ করার দক্ষতা, স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা। আমরা উন্নয়ন কার্যক্রমের এক জন অংশীদার হিসেবে মানবিক আদর্শের মানদন্ডের উন্নয়ন এবং সে অনুযায়ী দুর্যোগে সাড়া প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা সব সময়ই নাজুক/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করতে নীতি-নির্ধারকদের কাছে আমাদের যুক্তি পরামর্শ তুলে ধরি। এই সকল কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে, আমরা সুস্থ এবং নিরাপদ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হই, ঝুঁকি হ্রাস করতে পারি, সহনশীলতাকে আরো শক্তিশালী করতে পারি এবং বিশ্বে শান্তির যে সংস্কৃতি রয়েছে তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হই।

© ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস, জেনেভা, ২০১৮

এই পুস্তকটির সম্পূর্ণ/আংশিক অনুলিপি মুদ্রণ, যথাযথ উৎস উলেখ পূর্বক শুধু মাত্র অবাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা যেতে পারে। আইএফআরসি এরূপ কোন কাজের বিশদ বর্ণনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঠানো উৎসাহিত করে। বাণিজ্যিক পুনঃমুদ্রণ এর আবেদনের জন্য আইএফআরসি বরাবর secretariat@ifrc.org এই ইমেইল ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এই রচনাটিতে উলিখিত মতামত এবং সুপারিশ সমূহ কোনক্রমেই আইএফআরসির দাপ্তরিক নীতি অথবা স্বতন্ত্র ন্যাশনাল রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবেনা।

অন্য কোন নির্দেশনা ব্যতিরেকে এই পুস্তকটিতে ব্যবহৃত সকল আলোকচিত্রের স্বত্বাধিকার আইএফআরসি সংরক্ষণ করে।

পি.ওবক্স - ৩০৩, সিএইচ-১২১১
জেনেভা ১৯, সুইজারল্যান্ড
টেলিফোন: +৪১২২৭৩০৪২২২
টেলিফ্যাক্স: +৪১২২৭৩৩০৩৯৫
ই-মেইল: secretariat@ifrc.org
ওয়েবসাইট: www.ifrc.org

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২
প্রারম্ভিকা	৩
সংজ্ঞা	৯
মর্যাদা, অভিগম্যতা, অংশগ্রহণ এবং নিরাপত্তা (DAPS)	১৪
সুরক্ষা, জেন্ডার, অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং দুর্যোগ আইন	২২
ন্যূনতম আদর্শমান/ মানদন্ড	২৫
জরুরি স্বাস্থ্য	২৬
খাদ্য নিরাপত্তা	৩৬
নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH)	৪৫
আশ্রয়	৫৪
জীবিকা	৬৪
খাদ্য নয় এমন সামগ্রী (Non-food items-NFIs)	৭২
অর্থ ভিত্তিক কার্যক্রম (CBIs)	৮০
দুর্যোগ এর ঝুঁকি হ্রাস (DRR)	৮৯
সংযুক্তি	
১. লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা পৃকীকরণ তথ্য	৯৭
২. বাছাইকরণ এবং অগ্রাধিকার প্রদানের মানদন্ড	১০২
৩. স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ চর্চা	১০৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই সংস্করণটি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (আইএফআরসি) হতে প্রকাশিত জরুরি অবস্থায় " সুরক্ষা, জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি মূলক ব্যবস্থার" ন্যূনতম মানদণ্ড (২০১৮)" এর দ্বিতীয় সংস্করণ। আইএফআরসি এর প্রথম পরীক্ষামূলক সংস্করণ ছিল "জরুরি অবস্থায় জেন্ডার এবং বৈচিত্র্যের প্রতি কর্তব্যের ন্যূনতম মানদণ্ড" যা ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণটি পরীক্ষামূলক ভাবেই বৈশ্বিক ছোট-মাঝারি-বড় সকল ধরণের দুর্যোগ এবং মানবিক সংকটে, রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী, ফরাসী, রাশিয়ান এবং স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ন্যাশনাল রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিগুলোর পারিপারশ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তার উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সংস্করণটি মূলত সুরক্ষা, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি (পিজিআই) এবং বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের তিন বছরের পরীক্ষামূলক অনুশীলন, সংশোধন এবং প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। এই সংস্করণটিতে নতুন অধ্যায় হিসেবে নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রম যুক্ত করার পাশাপাশি যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি করণের উপর জোর প্রদান করা হয়েছে যা আইএফআরসি এবং এর সদস্য ন্যাশনাল সোসাইটি সমূহ এই কার্যক্রম পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটি আইএফআরসি এর "Protection, gender and inclusion in emergencies toolkit (2018-2019)" এর আলোকেই রচিত।

একটি সার্বজনীন ব্যবহৃত নির্দেশিকা বা টুল হিসেবে প্রস্তুত করার পুরো প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, নিরীক্ষণ, সংশোধন এবং চূড়ান্তকরণ এর মত কঠিন কাজ গুলোর সাথে অনেকে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং, আইএফআরসি সকল ন্যাশনাল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে এবং পাশাপাশি আইএফআরসি দেশীয় কার্যালয় সমূহ, দেশগুলোয় নিয়োজিত ক্লাস্টার টিম, আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ এবং সদর দপ্তরের সকল কর্মীদের এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। এছাড়াও, গ্লোবাল জেন্ডার অ্যান্ড ডাইভার্সিটি নেটওয়ার্ক রিজিওনাল জেন্ডার অ্যান্ড ডাইভার্সিটি নেটওয়ার্ক সমূহ, আইএফআরসি রেফারেন্স সেন্টার ফর সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্যা রেড ক্রস (আইসিআরসি) এর প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সরকার, অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস, নরওয়েজিয়ান রেড ক্রস এবং সুইডিস রেড ক্রস এর প্রতি, যারা আমাদের এই সংশোধিত ন্যূনতম মানদণ্ড সংবলিত নির্দেশিকাটি তৈরিতে আর্থিক ভাবে সহায়তা করেছেন।

SwedishRedCross Norwegian Red Cross the power of humanity AUSTRALIAN RED CROSS Australian Aid

প্রারম্ভিকা

এই নির্দেশিকাটি জরুরি অবস্থায় সুরক্ষা, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করণে রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট কর্মী, সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি ন্যূনতম মানদন্ডগুলো তুলে ধরে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ ও সংকটের সময় আইএফআরসি এবং ন্যাশনাল সোসাইটি সমূহের দ্বারা পরিচালিত জরুরি কার্যক্রম গুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষদের ***মর্যাদা, অভিগম্যতা, অংশগ্রহণ এবং সুরক্ষা*** সু-নিশ্চিত করা।

এটি জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বৈচিত্রতার বিষয় গুলো বিবেচনার ভিত্তিতে উল্লিখিত চারটি মূলনীতি কিভাবে প্রতিটি সেক্টরে সংযোজন করা যায় তার ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়াও জনগোষ্ঠীর সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করণের দিকনির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি " Do no harm " কার্যক্রম নিশ্চিত করণের বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

বাস্তবতার নিরিখে কমিউনিটির সদস্যদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে এই মানদন্ড সমূহ সুরক্ষা, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিকরণকে বিবেচনা করে এবং সেই সাথে তাদের চাহিদা অনুযায়ী কতটা নিরপেক্ষ ও কার্যকরী উপায়ে সাড়া প্রদান করা যায় ও তাদের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করা যায় সেই মানদন্ড ও নির্ধারণ করে। এছাড়া এটি স্থানীয় (local) পর্যায়ে চাহিদার আলোকে সহায়তা প্রদান কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এই মানদন্ডগুলো, ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের (পরবর্তীতে একে আন্দোলন হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে) সাতটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়েছে।

এই মানদন্ড গুলোকে নিয়মিত চর্চায় পরিণত করাই হবে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার মূল চাবিকাঠি যেমন- IFRC Strategic Framework on Gender and Diversity Issues (২০১-২০২০); International Conference Resolution 3: Sexual and gender-based violence – Joint action on prevention and response (২০১৫); Ges Council of Delegates Resolution 4: Strategic Framework on Disability Inclusion in the International Red Cross and Red Crescent Movement (২০১৫) অন্যতম। একই ভাবে, সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণ বিষয়টি ২০১৭ সালের কাউন্সিল অব ডেলিগেট রেজ্যুল্যুশন এর ৬ নং সিদ্ধান্তে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে; যেখানে বলা আছে শিক্ষাকে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মানবিক চাহিদা যেমন- সুরক্ষা পাবার অধিকার বিশেষ করে শিশু, কিশোর এবং তরুণদের সুরক্ষার অধিকার সু-নিশ্চিত করার মত করে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

এছাড়াও, " *Red Cross and Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability* [i] " বইটির সাথে এই দিক-নির্দেশনা মূলক বইটির প্রগাঢ় যোগসূত্র বিদ্যমান। এই দিক-নির্দেশনা মূলক প্রবন্ধটি জরুরি পরিস্থিতিতে পরিচালিত কার্যক্রমে কিভাবে একটি কার্যকরী মতামত সংগ্রহ করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় যেখানে মানুষজন তাদের অভিজ্ঞতা, অভিযোগ এবং চাহিদার কথা জানাতে পারবে, কিভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তি করণের গুরুত্ব বুঝতে পারবে তার রূপরেখা প্রনয়ণ করে।

যেই ন্যূনতম মানদন্ডের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেটি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত দিকনির্দেশনা মূলক রচনা যা জরুরি সাড়া প্রদানকারী ব্যক্তিদের অনুসরণ করা মানদন্ডের উপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে।

যদি অন্য কোন নির্দেশনামূলক বই (উদাহরণস্বরূপ - স্ফেয়ার, Inter-Agency Standing Committee বই) একরকম কার্যকর মনে করেন, তবে কর্মীরা সেটিও অনুসরণ করতে পারেন।

জরুরি অবস্থায় সুরক্ষা (protection), জেন্ডার (gender) এবং অন্তর্ভুক্তি করণ (inclusion) এর জন্য ন্যূনতম মানদন্ড রাখা কেন প্রয়োজন?

জরুরি অবস্থা সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার ভিত্তিক অসমতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও মানব পাচার এর মত ঘটনা গুলো জরুরি অবস্থার সময়কালীন, এমনকি তার পরবর্তী অবস্থায় আরো অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি বিশেষের জেন্ডার পরিচিতি কিংবা জেন্ডার পরিচিতি এবং অন্যান্য বিষয় যেমন - বয়স, প্রতিবন্ধিতা, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাস্থ্যের অবস্থা যার মধ্যে এইচ,আই,ভি/ এইডস এবং অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতা অন্তর্ভুক্ত, সামাজিক অবস্থান, অভিবাসন অথবা তার বৈধ বা আইনগত অবস্থা, জাতি গত পরিচয়, বিশ্বাস এবং জাতীয়তা (বা পরিচয়হীনতা)- এই বিষয় গুলোর উপর ভিত্তি করেই একজন মানুষ জরুরি অবস্থায় কী মাত্রায় নাজুক থাকবে, কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হবে, এর বিপরীতে কিভাবে সাড়া প্রদান করবে এবং কাটিয়ে উঠবে - এ সব কিছুই নির্ধারণ করে।

এই পার্থক্য গুলো আসলে শক্তি, যা সহনশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে এবং সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি মূলক (preparedness), প্রতিরোধ মূলক (prevention), সাড়া প্রদানমূলক (response), পুনর্গঠন (reconstruction) ও পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার সাথে তা সংযুক্ত করতে হবে। এই মানদন্ড গুলো বিভিন্ন কর্মসূচি বা গৃহীত পদক্ষেপের (interventions) পরিকল্পনা, নকশা প্রনয়ণ, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নে, জেন্ডার এবং অন্যান্য বৈচিত্রতা ভিত্তিক (diversity) সংবেদনশীল কৌশল গ্রহণে সহায়তা করে। সেই সাথে ন্যূনতম মানদন্ড গুলো যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণ এবং সাড়া প্রদান ও শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা গুলো অন্তর্ভুক্ত করে।

ন্যূনতম মানদন্ড গুলো কাদের জন্য ?

এই মানদন্ড গুলো সকল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট কর্মী, সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রযোজ্য। নিজস্ব দক্ষতার জায়গা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল ব্যক্তিদের জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নির্বিশেষে সকলের চাহিদা বুঝতে হবে এবং জরুরি অবস্থায় তারা যেই সব সুরক্ষা ভিত্তিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে তা বুঝে সে অনুযায়ী তাদের চাহিদা পূরণ ও ঝুঁকি হ্রাস করণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা অনুধাবন করতে হবে।

সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব

দুর্যোগ এবং সংকট কালীন সময়ে যখন ন্যূনতম মানদন্ড গুলো বাস্তবায়ন করবো তখন আমাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে । আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাথমিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল তাদের সীমানায় অথবা তাদের অধীনস্থ কোন অঞ্চলে (সীমানার বাইরেও হতে পারে) অবস্থানরত ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের অধিকার সমূহ পূরণ করা। যে সকল ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত রাষ্ট্র/অঞ্চল গুলো (duty bearers)

স্ব-উদ্যোগেই সুরক্ষা প্রদান করতে সম্মত হন এবং তা প্রদান করতে সেই ক্ষমতা রাখেন, সে ক্ষেত্রে মানবিক সংস্থা গুলোর দায়িত্ব হবে, তৎপর থাকা এবং তাদের সাথে সহযোগীতার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত থাকা। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্র সুরক্ষা দিতে রাজি কিন্তু সামর্থ্যের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে, সে সকল ক্ষেত্রে মানবিক সংস্থা গুলোর কাজ হবে বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত সংস্থা গুলোর দায়িত্ব-কর্তব্য সমূহ চিহ্নিত করা। এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র এবং অন্যান্য দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠান সমূহ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং একই আদেশক্রমে কাজের পুনরাবৃত্তি যেনো না হয় তা সু-নিশ্চিত করবে। একই সাথে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের (duty bearers) সামর্থ্য এবং তাদের দায়িত্ব পালনের সংকল্পকে যেন খাটো করে না দেখা হয়, সেটি নিশ্চিত করবে। [ii]

ন্যূনতম মানদন্ড সংবলিত দিক নির্দেশনাটি কখন ব্যবহার করা যাবে?

সকল ধরণের জরুরি পরিস্থিতি যেমন দুর্যোগ এবং সংঘর্ষ উভয় পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য ন্যূনতম মানদন্ড গুলো সাজানো হয়েছে। আরো বিশদ ভাবে বলতে গেলে, আকস্মিক কিংবা প্রত্যাশিত এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলা জরুরি অবস্থা এবং ছোট-মাঝারি-বড় ধরণের কোন জটিল অবস্থার জন্য এই দিক নির্দেশনাটি প্রযোজ্য। মানদন্ড গুলো এমন ভাবে প্রণীত হয়েছে যেনো জরুরি অবস্থায় একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাথমিক পুনরুদ্ধার (early recovery) পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা যায়। এই মানদন্ড গুলো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহেও ব্যবহার করা যেতে পারে বিশেষ করে যেসব এলাকা নিয়মিত দুর্যোগ কবলিত থাকে এবং সেখানে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বা প্রস্তুতি মূলক কর্মকান্ডে যথাযথ রূপে প্রয়োগ করা যায় । এটা আমরা বুঝি যে, দুর্যোগ এবং সংঘর্ষ অনেক সময় একই সাথে ঘটতে পারে অথবা একটি চলমান জরুরি অবস্থার মধ্যে নতুন কোন দুর্যোগ কিংবা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে। এই মানদন্ড গুলোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ প্রদান নিশ্চিত করা যাতে করে সবচেয়ে প্রান্তিক এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী বৈষম্যহীন ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। তাই এটি সকল ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, যেমন- ঐ অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠী, অভ্যন্তরীণ ভাবে বাস্তচ্যুত বা শরণার্থী জনগোষ্ঠী, সকলকেই বিবেচনায় করে। প্রত্যেকটি মানদন্ড অনেক সতর্কতার সাথে লেখা হয়েছে যাতে করে বিশ্বব্যাপী সকল জরুরি অবস্থায়-ই এটি সহায়ক হয়। প্রত্যেকটি ঘটনার অবশ্যই স্বতন্ত্র একটি রূপ রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের সংকটে বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতার সম্মুখীন হন। যারা বা যিনি এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করছেন তাকেই সর্বোত্তম কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যেনো ন্যূনতম মানদন্ড গুলো সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

ন্যূনতম মানদন্ড গুলো কিসের ভিত্তিতে প্রণীত?

এই নির্দেশিকাটি আইএফআরসি, আইসিআরসি, ন্যাশনাল সোসাইটি, এবং রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট হতে প্রকাশিত নির্দেশিকা সমূহের বাইরেও বেশি কিছু রচনার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই দলিল গুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- Australian Red Cross, Protection, gender and inclusion guidance note (2011–2015) [iii]
- British Red Cross ÒA Silent Emergency – Survivors of Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo – Social and Economic Reintegration through Cash TransfersÓ (2017)

- Global Child Protection Working Group (CPWG), Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2012)[iv]
- Global Protection Cluster and Health Cluster's Guidelines for Health Staff Caring for Survivors of Gender-based Violence, Including Protocol for Clinical Management of Rape (2016)[v]
- Groupe URD, HAP International, People in Aid and the Sphere Project, Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (2014)[vi]
- Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, ADCAP (2018)[vii]
- ICRC and IFRC Community Engagement Guide (2017)[viii]
- IFRC All Under One Roof – Disability-Inclusive Shelter and Settlements in Emergencies (2015)[ix]
- IFRC Better Programming Initiative (BPI) (impact assessment tool)
- IFRC Child Protection Action Plan (2016)
- IFRC Child Protection in Emergencies Briefing (2016)
- IFRC Child Protection Policy (2013)
- IFRC Gender and diversity sensitive approach to Vulnerability and Capacity Assessments (Pilot, 2017)[x]
- IFRC Guidance notes on integrating gender and diversity into community-based health (2013), water, sanitation and hygiene (WASH) (2012), and food security and livelihoods (2014)
- IFRC Guidelines for Livelihoods Programming (2010)[xi]
- IFRC Migration Policy (2009)
- IFRC Policy Brief on Child Protection in Emergencies (2016)
- IFRC Position Paper on Protection and Assistance for Children on the Move (2017)
- IFRC Protection Field Guide (2017)[xii]
- IFRC Vulnerability and Capacity Assessment (2006)
- INEE Minimum Standards Handbook (2010)[xiii]
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) Gender Handbook in Humanitarian Action (2007)[xiv]
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) Guidelines on Gender-based Violence (2015)[xv]
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children. Toolkit (2017)[xvi]

- Global Child Protection Working Group (CPWG), Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2012)[iv]
- Global Protection Cluster and Health Cluster's Guidelines for Health Staff Caring for Survivors of Gender-based Violence, Including Protocol for Clinical Management of Rape (2016)[v]
- Groupe URD, HAP International, People in Aid and the Sphere Project, Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (2014)[vi]
- Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, ADCAP (2018)[vii]
- ICRC and IFRC Community Engagement Guide (2017)[viii]
- IFRC All Under One Roof – Disability-Inclusive Shelter and Settlements in Emergencies (2015)[ix]
- IFRC Better Programming Initiative (BPI) (impact assessment tool)
- IFRC Child Protection Action Plan (2016)
- IFRC Child Protection in Emergencies Briefing (2016)
- IFRC Child Protection Policy (2013)
- IFRC Gender and diversity sensitive approach to Vulnerability and Capacity Assessments (Pilot, 2017)[x]
- IFRC Guidance notes on integrating gender and diversity into community-based health (2013), water, sanitation and hygiene (WASH) (2012), and food security and livelihoods (2014)
- IFRC Guidelines for Livelihoods Programming (2010)[xi]
- IFRC Migration Policy (2009)
- IFRC Policy Brief on Child Protection in Emergencies (2016)
- IFRC Position Paper on Protection and Assistance for Children on the Move (2017)
- IFRC Protection Field Guide (2017)[xii]
- IFRC Vulnerability and Capacity Assessment (2006)
- INEE Minimum Standards Handbook (2010)[xiii]
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) Gender Handbook in Humanitarian Action (2007)[xiv]
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) Guidelines on Gender-based Violence (2015)[xv]
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children. Toolkit (2017)[xvi]

- Sphere Handbook (2018)[xvii]
- Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management (MHM) into Humanitarian Response, Inter-agency (2017)[xviii]
- Professional Standards for Protection Work: carried out by humanitarian and human rights actors in armed conflict and other situations of violence, Third Edition (2018)[xix]

ন্যূনতম মানদন্ড প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যা মনে রাখা জরুরি

পুরো নির্দেশিকাটি জুড়েই আমরা বিভিন্ন জায়গায় "প্রান্তিক জনগোষ্ঠী" অভিধাটি ব্যবহার করেছি, যাদের মূলত কিছু সুনির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে, যারা ঝুঁকিতে আছে, অথবা যারা নাজুক কিংবা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যাই বলা হোক না কেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলতে আমরা বয়স্ক মানুষ, শিশু (কিশোররাও অন্তর্ভুক্ত), শারীরিক, ইন্দ্রীয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক যে কোন প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত, মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, যৌন নিপীড়ন ও মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি, এইচ,আইভি/এইডস বা যেকোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষদের বুঝব। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কোন কথা বলতে গেলে বা কাজ করতে গেলে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা, বৈচিত্র্যতা, যেমনঃ জাতিগত পরিচয় ও জাতীয় পরিচয় বা পরিচয়হীনতা, অভিবাসন এবং/অথবা আইনগত অবস্থান, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, অন্য জেন্ডার এবং জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, এবং এই বৈচিত্র্যতা ও প্রান্তিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। ন্যূনতম মানদন্ড গুলো যারা ব্যবহার করবেন তাদের প্রতি অনুরোধ রইল যে, তারা যেন যেকোন পরিস্থিতি খুব নিবিড় ভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন, ঠিক কোন ব্যক্তি বা দলগুলোকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন । এই প্রকাশনাটিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেই নির্দেশ করে। সুতরাং, সকল জেন্ডার পরিচয়, বয়স, প্রতিবন্ধিতা বা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ এই শব্দের আওতাভুক্ত হতে পারেন সেটি মনে রাখতে হবে।

ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা

শিশু (Child) বলতে ১৮ বছরের নিচে যে কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড কর্তৃক প্রদত্ত এই বয়স সীমায় আঞ্চলিক আইন এবং প্রথা ভেদে পার্থক্য থাকলেও এই বয়স সীমাই সাবালকত্ব নির্দেশ করে এবং তা আমাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

শিশু নিরাপত্তা (Child Protection) বলতে শিশুর প্রতি নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণকে (response) বোঝায়।

প্রতিবন্ধিতা (Disability) হলো শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা যা ব্যক্তিকে অন্যের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে এবং অন্যদের সাথে সমান ও কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে যাদের দীর্ঘ-মেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তারা অন্তর্ভুক্ত ।

বৈচিত্র্যতা (Diversity) বলতে একটি অঞ্চলের সকল মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সামাজিক অবস্থা ও পরিচিতিকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে জেন্ডার পরিচয় (Gender Identity) এবং তার অভিব্যক্তি, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি (Sexual Orientation), বয়স, বিশেষ চাহিদা, এইচআইভি স্ট্যাটাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, বিশ্বাস, জাতীয়তা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় (এদের মধ্যে সংখ্যালঘু এবং অভিবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত)।

সমতা বনাম ন্যায্যতা (Equality vs Equity)
সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে ধরে নেওয়া হয় যে সবাই একই ধরণের সেবা থেকে উপকৃত হবে। তবে ব্যক্তি বিশেষের বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে সমান অধিকার লাভ করা এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে যা তাদের জন্য আবশ্যক । প্রতিটি ব্যক্তির চাহিদা ও সামাজিক অবস্থান অনুসারে মানব সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে সেই ভুক্তভোগীদের প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা যাবে।

জেন্ডার (Gender) বলতে, সামাজিক পার্থক্যকে বোঝায়, যা মানুষ তার জীবনব্যাপী বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয় (Gender Identity) ধারণ করে। এই পার্থক্য গুলো প্রতিটি সামাজিক-সংস্কৃতিতে গভীরভাবে অন্তর্নিহিত থাকলেও এগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এমনকি একই সংস্কৃতি অথবা পাশাপাশি দুটি সংস্কৃতির মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। যে কোনো সমাজেই জেন্ডার পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সমাজে নারী-পুরুষ এবং অন্যান্য পরিচয়ের মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং সম্পদ গ্রহণের পরিমান নির্ধারিত হয়।

জেন্ডার এবং বৈচিত্র্যতা বিশ্লেষণ (Gender and diversity analysis) আমাদের, কীভাবে একজন ব্যক্তির জেন্ডার অথবা জেন্ডার পরিচয় তার প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাদিকে প্রভাবিত করে এবং অসমতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা বুঝতে সাহায্য করে । এটি বিভিন্ন বৈচিত্র্যতার মধ্যে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব সমূহ, তাদের সম্পদ ভোগ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং, সীমাবদ্ধতা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। এছাড়াও কোন একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমায় অবস্থান, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় যার মধ্যে রয়েছে যৌন দৃষ্টিভঙ্গি (sexual orientation),

এইচআইভি অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, বিশ্বাস, জাতীয়তা এবং নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় (সংখ্যালঘু এবং অভিবাসী গোষ্ঠীসহ)- এই বিষয়গুলো যে আলাদা এবং স্বতন্ত্র, সেই বাস্তবতাটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

অন্তর্ভুক্তি (Inclusion) বলতে, জরুরি অবস্থা ভিত্তিক কার্যক্রম গুলোতে কীভাবে মানুষগুলো বাদ পড়ছে অথবা পিছিয়ে পড়ছে সে সংক্রান্ত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা হ্রাস করণের মাধ্যমে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করা যেখানে সকল বিভিন্নতাকে এক করে একটি শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা যায়। সার্বজনীন পরিষেবা বলতে সকলের জন্য সমতার ভিত্তিতে সম্পদ অধিকার বা ভোগ করাকে বোঝায়। এছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদে, অন্তর্ভুক্তি মূলক কার্যক্রম সকল বৈষম্য, সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা ও লজ্জা এবং অন্যান্য বিষয় সমূহকে চিহ্নিত করে তা হ্রাস করণের মাধ্যমে সকলের সব ধরনের সুযোগ গ্রহণ ও অধিকার আদায়ে সহযোগীতা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নিরাপত্তা (Protection) বলতে, মানবাধিকার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মূলত ব্যক্তিকে সকল ধরণের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখাকে বোঝায়। এর লক্ষ্য হলো ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা, ও শারীরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য জরুরি অবস্থা ও সশস্ত্র সংঘাত অথবা সহিংসতার মাধ্যমে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করা।

"দ্য ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি" কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তার সংজ্ঞা মানবতাবাদী কর্মীদের কাছে সর্বাধিক স্বীকৃত (রেড ক্রস, রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন সহ): "লিখিত এবং আইন সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রত্যয় অনুসারে ব্যক্তির অধিকারের পূর্ণ সম্মান প্রাপ্তির অভিলক্ষ্যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। (যেমনঃ মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং শরণার্থী আইন)" ।

মানবাধিকার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভ্যন্তরীণ (internal) এবং বাহ্যিক (external) উভয় দিকই রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ভাবে, এটি মানবাধিকার রক্ষার্থে গৃহীত কার্যক্রমে যাতে ব্যক্তির মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং অধিকারের কোনো ক্ষতি না হয় এবং তা অক্ষুন্ন থাকে তা নিশ্চিত করে। বাহ্যিক ভাবে, এটি এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং পালন করাকে বোঝায় যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য কর্মীরা তাদের কর্তব্যকে সম্মান করে এবং ব্যক্তি বিশেষের অধিকারকেও সম্মান করে ।

যৌন নিপীড়ণ ও শোষণের প্রতি সাড়াদান ও প্রতিরোধ (Prevention and response to sexual exploitation and abuse PSEA) "যৌন শোষণ" বলতে যৌন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তির দুর্বলতা, ক্ষমতার তারতম্য এবং বিশ্বাসের অপব্যবহার করে শোষণ করা বা শোষণের চেষ্টা করাকে বোঝায়। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে যৌন শোষণ করাও অন্তর্ভুক্ত, তবে পুরো বিষয়টি শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। [xxi]

"যৌন নির্যাতন" বলতে যৌনতা প্রকাশ পায় এমন শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা হুমকি প্রদান করাকে বোঝায়, যা বলপূর্বক বা জবরদস্তিমূলক শর্ত সাপেক্ষে হতে পারে। [xxii]

জেন্ডার (Sex) বলতে সাধারণত পুরুষ ও নারীর মধ্যে শারীরিক এবং জৈবিক পার্থক্যকে বোঝায়।

যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (Sexual and Gender-based violence-SGBV): [১]
জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (Gender-based violence):
এমন কোন ক্ষতিকর কাজ বা আচরণ যার ফলে শারীরিক, মানসিক বা যৌন ক্ষতি সাধন হতে পারে অথবা যার ফলে একজন নারী, পুরুষ, ছেলে বা মেয়ে তার জেন্ডার ভূমিকার দরুন নিপীড়িত হয়। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হলো জেন্ডার বৈষম্য এবং ক্ষমতার অপব্যবহার এর ফল। জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল যৌন সহিংসতা, পারিবারিক সহিংসতা, মানব পাচার, জোরপূর্বক বিবাহ বা বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক যৌনকর্মী হিসাবে ব্যবহার, যৌন নির্যাতন এবং শোষণ প্রভৃতি যা এই সকল বিষয় গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

যৌন সহিংসতা (Sexual Violence): কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে অথবা হুমকি বা জোর পূর্বক বল প্রয়োগের মাধ্যমে যৌন আচরণ প্রকাশ করে । সহিংসতার ভয় দেখানো, চাপ প্রয়োগ করা, আটক অবস্থায় রাখা, মানসিক নির্যাতন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করা প্রভৃতি জোর প্রয়োগ করার অন্যতম উপায়। ব্যক্তির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভয় দেখানোর কাজটি সরাসরিও হতে পারে। কোন ব্যক্তির দূর্বলতাকে পুঁজি করে জোরপূর্বক তার সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে অথবা কোন বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করা ও যৌন নির্যাতনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, যৌন তৃপ্তির জন্য বল প্রয়োগ, বল প্রয়োগের হুমকি অথবা জোর প্রয়োগের কারণে একজন ব্যক্তি বা আরেক জন ব্যক্তি দ্বারা নিপীড়িত হয়, অথবা ব্যক্তির দূর্বলতাকে পুঁজি করে জোর পূর্বক ব্যক্তির সম্মতি আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত। ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, জোর পূর্বক পতিতাবৃত্তি, জোর পূর্বক গর্ভধারণ বা জোরপূর্বক প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট করা যৌন সহিংসতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । [২]

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সংখ্যালঘু (Sexual and gender minorities) বলতে এমন ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যাদের যৌন দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রকাশ, জেন্ডার পরিচয় বা যৌন বৈশিষ্ট্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ থেকে ভিন্ন, যেখানে পুরুষ বা মহিলাকে হেটেরোসেক্সুয়াল ধরে নেওয়া হয়। গে, লেসবিয়ান, বাই সেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, ইন্টারসেক্স এবং কুইয়ার (এলজিবিটিকিউ) এবং পাশাপাশি অন্যান্য ব্যক্তি যারা উক্ত অনুমিত বৈশিষ্ট্যের নন তারা এর অন্তর্ভুক্ত।

১। "Sexual and gender-based violence (SGBV)" ৩২তম আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সম্মেলন ২০১৫ এর রেজোলিউশন-৩ এর পরিভাষাকে প্রতিফলিত করে। বিশ্ব ব্যাপী এর বিভিন্ন কৌশলগত বিবরণ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জেন্ডার-বেজড ভায়োলেন্স (জিবিভি), ভায়োলেন্স এগেনষ্ট উইমেন এন্ড গার্লস (ভিএডাব্লিউজি)। SGBV এখানে দুটো উল্লেখিত কার্যকরী সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে ব্যবহৃত হয়েছে, যা রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর মধ্যেও ব্যবহৃত হয়।

২। বিঃদ্রঃ যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুসারে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে কার্যকর হবার জন্য তা সম্পৃক্ত অবস্থায় সংঘটিত হতে হবে, এবং সশস্ত্র সংঘাতের সাথে যুক্ত হতে হবে। বিশ্বজুড়ে এর বিভিন্ন সূক্ষ বিবরণ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জেন্ডার-বেজড ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স এসেইষ্ট উইমেন এন্ড গার্লস (ভিএডাব্লিউজি) এবং যৌন সহিংসতা। ৩২ তম আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের সম্মেলনের ২০১৫ এর রেজোলিউশন-৩ হতে "Sexual and gender-based violence (SGBV)" পরিভাষাটি নেওয়া হয়েছে। যদিও কোনো সাধারণ সংজ্ঞা এখনো আনুষ্ঠানিককরণ করা হয়নি, এটি একটি আইএফআরসি কার্যকর সংজ্ঞা যা আইএএসসি ২০১৫ এর নির্দেশনা অনুযায়ী মানবিক কার্যক্রমে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতাকে একীভূত করে।

সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ (Survivor-centred approach)
সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এমন একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে যেখানে সারভাইভার এর অধিকার এবং ইচ্ছা গুলোর প্রতি সম্মান দেখানো হয়, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়, এবং তাদের সাথে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা হয়। এই পন্থা চারটি মূলনীতি দ্বারা পরিচালিতঃ ১) নিরাপত্তা, ২) গোপনীয়তা, ৩) সম্মান এবং ৪) বৈষম্যহীনতা।

এটি উপলব্ধি করা আবশ্যিক যে সারভাইভার সেন্টার্ড রেসপন্স এর অংশ হিসেবে সারভাইভারদের কিছু বিশেষ ধরণের সেবা পাবার অধিকার রয়েছে, তবে সকল ধরণের সেবা রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর পক্ষে প্রদান করা সম্ভব নয় (অথবা বাস্তব ভিত্তিক সেবা প্রদান করা যেতে পারে) । কিন্তু, কিছু ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা সম্ভব; রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্টের উচিত সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা এবং অন্যান্য সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত সেবা গ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত করা।

মানবপাচার (Trafficking in human beings) বলতে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ, তুলে নিয়ে আসা, স্থানান্তর, আশ্রয় প্রদান অথবা গ্রহণ করাকে বোঝায়। এটি শোষণের উদ্দেশ্যে, হুমকির মাধ্যমে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধরনের জোর পূর্বক অথবা প্রতারণার মাধ্যমে হতে পারে।
কাউকে পাচারকৃত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলো অবশ্যই থাকতে হবেঃ

- **ক্রিয়াকলাপঃ** ব্যক্তিকে নিয়োগ, তুলে নিয়ে আসা, স্থানান্তর, তাকে আশ্রয় প্রদান অথবা তাকে গ্রহণ করা যা অভ্যন্তরীণ বা সীমানার বাইরের পাচারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

- **মাধ্যমঃ** বলে প্রয়োগের হুমকি অথবা বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি, অপহরণ, জালিয়াতি, প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার অথবা দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ, অথবা অর্থ বা সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রন।

- **উদ্দেশ্যঃ** ক্রিয়াকলাপ এবং মাধ্যম অবশ্যই শোষণের উদ্দেশ্যে হতে হবে। এর মধ্যে অন্যের পতিতা বৃত্তিকে শোষণ, যৌন শোষণ, জোরপূর্বক শ্রম, দাসত্ব বা অনুরূপ কার্যক্রম এবং দেহের অঙ্গ বা টিস্যু অপসারণ অন্তর্ভুক্ত।

পাচার হিসেবে গন্য করতে হলে ক্রিয়া, মাধ্যম এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকতে হবে, যদি না পাচারকৃত ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের নীচে না হয়। শিশুদের জন্য এই সংজ্ঞা আরো বিস্তৃত। একজন শিশুর জন্য মাধ্যম থাকা বাধ্যতা মূলক নয়, কেননা শিশু জেনে-বুঝে সম্মতি দিতে পারেনা। অতএব, শোষণের উদ্দেশ্যে যেকোন শিশুকে বাধ্য বা প্রতারিত না করে সংগৃহীত, পরিবাহিত বা স্থানান্তরিত করা হলেও, তাকে সম্ভাব্য পাচার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মর্যাদা, অভিগম্যতা, অংশগ্রহণ ও সুরক্ষা

প্রায়োগিক বিষয়বস্তু সংবলিত অধ্যায় গুলোতে ন্যূনতম মানদন্ড গুলো চারটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আলোকপাত করা হয়েছে যথা - ***সম্মান/ মর্যাদা (dignity), অভিগম্যতা (access), অংশগ্রহণ (participation) এবং নিরাপত্তা (safety); সংক্ষেপে*** (DAPS)।
DAPS কাঠামোটি রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট এর জরুরি অবস্থা বিষয়ক কর্মসূচির মূল কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সহজ কিন্তু বিশদ নির্দেশনা প্রদান করে।
মানবাধিকার সনদ এবং মানবাধিকার মানদন্ড অনুযায়ী ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মৌলিক সুরক্ষা নীতির মধ্যে মর্যাদা, অভিগম্যতা, অংশগ্রহণ এবং নিরাপত্তা এই চারটি নীতি বিদ্যমান।

মর্যাদা

দুর্যোগে আক্রান্ত প্রতিটি ব্যক্তিরই সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, যা মানবতার মূলনীতি এবং মানবিক কার্যক্রমের দ্বারা স্বীকৃত। তাছাড়া, মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনেও একজন মানুষের সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার এবং মানবিক সহয়তা গ্রহণের অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগের ঝুঁকিতে আছে এমন মানুষদের জন্য সকল ধরণের জরুরি সহায়তার খাত উন্মুক্ত করতে হবে এবং সম্মান ও মার্যাদা বজায় রেখে নিরপেক্ষ ভাবে সকলকে প্রদান করতে হবে। দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করা মানবাধিকার কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অংশ এবং সকল প্রকার দুর্যোগে সাড়া প্রদান কার্যক্রমে (response) অগ্রাধিকার প্রদান করা আবশ্যক।

রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনে, মানুষের মর্যাদা বলতে ব্যক্তির জীবন ও স্বাতন্ত্রবোধ এর প্রতি সম্মান প্রদান করাকেই বুঝানো হয়। রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্টের দুর্যোগে সাড়া প্রদানকারী সকল কর্মী এবং জরুরি সাড়া প্রদানকারী কার্যক্রম গুলোতে ব্যক্তির মর্যাদাকে সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখতে কাজ করতে হবে। চরম নাজুক পরিস্থিতিতেই শ্রদ্ধাশীল আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তাদের একান্ত গোপনীয়তা (privacy) রক্ষা করা ও সুনির্দিষ্ট জাতিগত চাহিদা (cultural need) অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করাও এই কাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এটি বহুল স্বীকৃত যে ব্যক্তির মর্যাদার ধারণা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব সমাজ ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

তাই, কোন সাড়া প্রদান কার্যক্রমে ব্যক্তির মর্যাদাকে ঠিক কতটুকু মাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা কষ্ট সাধ্য। একই সাথে জবাবদিহিতার দৃষ্টিকোণ থেকেও তা সুনিশ্চিত করা বেশ কঠিন। তবে, সুরক্ষা (protection), জেন্ডার (gender) এবং অন্তর্ভুক্তি (inclusion) সংক্ষেপে (PGI) এর কার্যকরী একীভুতকরণ নির্ভর করে মূলত মর্যাদা বিষয়ের উপর এবং ন্যূনতম আদর্শ মানদন্ড প্রয়োগের উপর। এই গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করা, নির্ণয় করা এবং কার্যক্রমে গ্রহণ করার জন্য স্টেক হোল্ডারদের উৎসাহিত করে থাকি।

অভিগম্যতা

মানবাধিকার আইনে ব্যক্তির মৌলিক ও জীবন রক্ষাকারী পরিষেবা গুলো পাওয়ার অধিকারকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জরুরি সেবা বিষয়ক কার্যক্রমে দুর্যোগে আক্রান্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকারকে নিশ্চিত করা আবশ্যক। একই সাথে, মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা, খাদ্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সেবা এবং সকলের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জেন্ডার (gender) ও বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ (diversity analysis) এর মাধ্যমে ব্যক্তি নির্বাচন ও অগ্রাধিকার এর তালিকা (priority list) প্রস্তুত করতে হবে যেন সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি পরিষেবা গুলো গ্রহণ করতে পারে। মানবিক সহায়তা এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভিগম্যতার বৈশিষ্ট্য গুলোকে চারটি ভিন্ন অংশে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলো হলঃ বৈষম্যহীনতা, অবকাঠামোগত অভিগম্যতা, অর্থনৈতিক অভিগম্যতা এবং তথ্য অভিগম্যতা।[xxiii]

বৈষম্যহীনতা: বৈষম্যহীন ভাবে মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা, খাদ্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং সেবা সকলের জন্য নিশ্চিত করতে হবে বিশেষ করে যারা প্রান্তিক ভাবে জীবন-যাপন করছেন। সঙ্কটকালীন সময়ে সমাজের সকল ব্যক্তির সমান ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে পরিষেবা পাবার অধিকার রয়েছে।

অবকাঠামোগত অভিগম্যতা: মানবিক সহায়তা, খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং সেবা যেন প্রতিটি মানুষের নাগালের মাঝে থাকে এবং সরাসরি তা গ্রহণ করতে পারেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে, ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এই অধিকার নিশ্চিত করা বলতে, সমাজের বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং এইচআইভি/এইডস বা অন্যন্য জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও যেন ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমাজের অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের মত সহায়তা ও সেবা গ্রহণ করতে পারে সেটিকেই বুঝায়।

কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যেমন - নিরাপদ স্থান নির্ধারণ, যেখানে নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা সুরক্ষা পাবেন; আবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশস্ত দরজা বা ঢালু পথ নির্মাণ প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক অভিগম্যতা: যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবার জন্য মূল্য নির্ধারণ করা আছে সেখানে সেবাকে অবশ্যই সমাজের সকল লোকের বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের মধ্যে রাখতে হবে। সাম্যতার মূলনীতিই হল সমাজের দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের সমাজের সামর্থ্যবানদের তুলনায়

যাতে অতিরিক্ত খরচের বোঝা বহন করতে না হয় সেটি নিশ্চিত করা।

তথ্য অভিগম্যতা: সমাজের প্রত্যেক গোষ্ঠীর, প্রত্যেক ব্যক্তির তথ্য সেবা পাওয়ার অধিকার এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, যা নির্ভর করবে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন এবং যোগাযোগ মাধ্যম সমূহের এর ম্যাপিং (mapping of communication channels) এর উপর। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে কমিউনিটিতে সভা, টেলিফোন সাক্ষাৎকার অথবা বিভিন্ন পরামর্শ সংযুক্ত নোটিশ বোর্ড স্থাপন করাকে বুঝায়। তথ্য সেবা হিসেবে পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট সকল পরিভাষাতেই সহজ লভ্য করতে হবে এবং এমন একটি মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে যেন অধিক সংখ্যক জনসাধারনের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যায় যেমন, ক্ষুদেবার্তা (এসএমএস), টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা রেডিও। এতে করে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহ সকলেই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন মানুষের বোঝার উপযুক্ত করে তথ্যকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচার করতে হবে, উদাহরণ স্বরূপ শ্রবণ ভিত্তিক, দৃষ্টি সংক্রান্ত, প্রতীকী ভাষা (sign language), ব্রেইল (braille), ছবি বা সহজে পড়া যায় (easy-to-read) এমন উপস্থাপন।

বিদ্যমান জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি সহজে পাওয়া যায় এমন তথ্য অবশ্যই সুরক্ষা সংস্থা গুলিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী, শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা নিয়ে কাজ করার বিশেষ দক্ষতা আছে এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য এবং কোথায় গিয়ে নির্যাতন বা উৎপীড়ণের (violence) বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হবে সে সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে । এছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর কৌশল (feedback mechanism) যেমন লিখিত বার্তা, হটলাইন (hotlines), তথ্য কেন্দ্র, অভিযোগ বাক্স, ইত্যাদি উপায়ে জরুরি তথ্য সবার নিকট সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

অংশগ্রহণ

অংশগ্রহণ বলতে কমিউনিটির সকল মানুষের সমান ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রমে পূর্ণ অংশগ্রহণ করাকে বুঝায় যা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। মাত্রা নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা, কতটুকু সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে বা পারবেনা, তার উপর। অনেক সমাজ ও সংস্কৃতিতে দুর্যোগে সাড়া প্রদান (response) ও পুনরুদ্ধার (recovery) কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক মানুষদের অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বাদ রাখা হয়।

দুর্যোগ ত্রাণ ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস অ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট এর code of conduct এ জরুরি পরিস্থিতিতে পরিচালিত কার্যক্রমে ব্যক্তির অংশগ্রহণকে তার মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকারের অপরিহার্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । [xxiv]

ব্যক্তি বা দলের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা গঠিত কোন সংগঠন হতে পারে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যা জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য কমিউনিটি ও স্টেক হোল্ডারদের সাথে নেতৃত্ব দিতে পারবে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রমান করেছে যে, মূল্যায়ন (assessment) এবং সাড়া প্রদান (response) কার্যক্রমে নারী-পুরুষের সমতা ভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং তাতে কিশোর-কিশোরীসহ সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্তিকরণের এর মাধ্যমে গঠিত দল একটি সার্বজনীন এবং নিরাপদ কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাপক ভাবে অবদান রাখতে পারে।

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কারণে আমাদের ও কমিউনিটি মানুষদের সম্পৃক্তকরণ এবং জবাবদিহিতা মূলক কার্যক্রমের পদ্ধতিগুলো আরো উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মুঠোফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতা মানুষের যোগাযোগের মাধ্যমকেই আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। নতুন প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটি গুলি তাদের নিজস্ব সাড়া প্রদান কার্যক্রম (response) পরিচালিত করতে পারছে এবং একই সাথে সরকার, মিডিয়া এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সাথে আগের চেয়ে আরও কার্যকর ভাবে যুক্ত হতে পারছে। যোগাযোগের এই নতুন সংযোজন গুলো কমিউনিটি গুলোকে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতার দাবি জানানোর সক্ষমতা দিয়েছে। মানবাধিকারে যে নয়টি ন্যূনতম আদর্শ আছে অংশগ্রহণ তার মধ্যে একটি।

সুরক্ষা

সমাজে মানুষের জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা ভিত্তিক চাহিদা থাকতে পারে। প্রকল্পের সুরক্ষা নিরীক্ষণ ও বিভিন্ন দলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ আবশ্যক যেন, প্রত্যেকের প্রয়োজন ও চাহিদা ন্যায্যতার ভিত্তিতে পূরণ হয়।

জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও বৈচিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সকল সেক্টরে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তির সুরক্ষা যাতে সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রমে সমানভাবে গুরুত্ব পায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এখানে, আমরা প্রতিটি সেক্টরের জন্য সুরক্ষার তিনটি ধরন নিয়ে আলোকপাত করব। এগুলো হলঃ সেক্টর ভিত্তিক নির্দিষ্ট সুরক্ষা ইস্যু সমূহ, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ ও শিশু সুরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা।

১। সেক্টর ভিত্তিক সুরক্ষা ইস্যুঃ

প্রতিটি সেক্টরেই কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে যা সুরক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত যেমনঃ নিরাপদ বিতরণ স্থান, খাবার প্রস্তুত করবার চুলা, জ্বালানি ও নিরাপদ সরঞ্জাম, লক সুবিধাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পায়খানা ও গোসলখানায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা, চলাচলের সুবিধা, নিরাপদ রাস্তা ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে যাদের চলাচলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে প্রভৃতি এমন ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী হয়।

২। যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ এবং শিশু সুরক্ষা ঃ

যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার পিছনে মূল কারণ হিসেবে সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহারকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। এটি সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যক্তির সুরক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ও তার সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেয়। যদিও যে কেউ-ই যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হতে পারেন তথাপি সমাজের নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠী যেমন, নারী, কিশোরী, অভিভাবকহীন ও বিচ্ছিন্ন শিশু, যৌন ও জেন্ডার বিবেচনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়ে এবং কিছু ক্ষেত্রে ছেলেরাও এই ধরনের সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর সকলের মাঝে SGBV নিয়ে পূর্ণ ধারণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রতিরোধ (prevention) ও সাড়া প্রদান (response) সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি ও এর মানোন্নয়ন হচ্ছে একটি জটিল এবং প্রথম পদক্ষেপ। যখন সহায়তা প্রদান করা হবে তখন অবশ্যই আমাদেরকে এসজিবিভি এর ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান এবং এর ঝুঁকি হ্রাসকরণে কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। এই মানদন্ডগুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যা প্রত্যেকটি সেক্টরে ঝুঁকি প্রশমন (mitigation) ও সাড়া প্রদান (response) কৌশল এর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে সুরক্ষা প্রদান করা যাবে এবং সহিংসতার ঝুঁকি হ্রাস করা যাবে।

জরুরি পরিস্থিতিতে (emergency) শিশুরা, বিশেষ করে অভিভাবকহীন ও বিচ্ছিন্ন শিশুরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার ঝুঁকির মাঝে থাকে। সকল কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের সকল কর্মীদের দায়িত্ব। যখন একজন শিশু যেকোন ধরনের সহায়তা বা সেবা (যেমনঃ স্বাস্থ্য বা আইনগত সেবা) গ্রহণ করবে তখন অবশ্যই তার পক্ষ থেকে তার পিতা-মাতা বা একজন অভিভাবকের সম্মতি প্রদান করতে হবে।

শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে শিশুদের বিরুদ্ধে সকল ধরনের শারীরিক বা মানসিক সহিংসতা, আঘাত বা নির্যাতন, অবহেলা বা অবহেলিত আচরণ, অপব্যবহার বা শোষণ, এবং যৌন নির্যাতনকেই বুঝানো হয়। এছাড়াও, এটি শিশুপাচার এবং বাল্যবিবাহ এর মতো গর্হিত কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। [xxv]

৩। অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থাঃ

সকল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণ বিধি (code of conduct) সম্পর্কে জানাতে হবে। তারা আচরণ বিধি মেনে চলবে এই মর্মে স্বাক্ষর করবে এবং তাদের সমস্ত কাজ যেন সংগঠনের বিধি-বিধানকেই প্রতিফলিত করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

সকল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের উচিত নির্ধারিত আচরণ বিধি সমূহ পূর্ণাঙ্গ ভাবে মেনে চলা। পাশাপাশি ব্যক্তির অধিকার এবং মর্যাদাকে রক্ষা করে এমন আচরণ বিধি সর্বদা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, সেদিকেও খেয়াল রাখা। মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা যৌন নির্যাতন ও নিন্দনীয় আচরণ (SEA) সুরক্ষা কার্যক্রমের ব্যর্থতাকেই নির্দেশ করে, একই সাথে এই ধরনের কাজ সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইন ও মানদন্ডের লঙ্ঘন ঘটায়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় কাজ করার সময় এই ধরনের অপরাধ (SEA) প্রতিরোধ ও নির্মূলীকরণে আমাদেরকে অবশ্যই কিছু মানদন্ড স্থাপনসহ কিছু নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে। রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সেক্রেটারিয়েট Policy on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse (২০১৮) অনুযায়ী যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ জনিত অপরাধের জন্য বিন্দুমাত্র ছাড় না দেওয়ার (zero tolerance) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে । [xxvi]

আমাদের নিজস্ব কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা SEA থেকে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ছাড়াও রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের অবশ্যই আইএফআরসি প্রদত্ত শিশু সুরক্ষা নীতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে [xxvii] এবং এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। আইএফআরসি এর সকল ধরনের কার্যক্রমে যাতে শিশুরা (১৮ বছরের নিচে) যেকোন ধরনের যৌন নির্যাতন ও অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা পায় সেজন্য সংগঠনটি ২০১৩ সালে একটি "শিশু সুরক্ষা নীতি" গ্রহণ করে যেখানে শিশু সুরক্ষায় একটি কাঠামো প্রদান করা হয়। ২০১৫ তে আইএফআরসি এই নীতিমালার উপর একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করে এবং সকল কর্মীদেরকে Learning Platform এর মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রণ করতে বলা হয়। [xxviii] একটি উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা এই শিশু সুরক্ষা নীতির সঠিক বাস্তবায়ন ও সংগঠনের সকল কাজে এই নীতির অন্তর্ভুক্তিকরণে বেশ ভালো ভাবে সাহায্য করে ।

আইএফআরসি এর Whistleblower Protection Policy অনুসারে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইএফআরসি এর অভ্যন্তরীণ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে তাহলে দোষী ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ বা তদন্তকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ধরনের প্রতিহিংসামূলক আচরণ করে তবে এই ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে আইএফআরসি সর্বদা zero tolerance পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এছাড়া, আইএফআরসি-এর "Anti-Harassment Guidelines", একীভাবে একটি হয়রানির ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হবে, রিপোর্ট করতে হবে, এবং তা সমাধান করতে হবে সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

সুরক্ষা, জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি, এবং দুর্যোগ আইন

যথাযথ আইন প্রয়োগ ও কার্যপ্রণালী, জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভিত্তি স্থাপন করতে পারে এবং সেই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং পদ্ধতিতে যুক্ত করে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা, সুযোগ গ্রহণ, অংশগ্রহণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে । যদিও আইন জরুরি অবস্থার কর্ম পরিকল্পনার মুখ্য বা প্রধান বিষয় নয়, তবুও এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সুতরাং, আইন সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং আইন কি ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জরুরি।

আইএফআরসি এবং ন্যাশনাল সোসাইটির আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একটি আদেশ পত্র রয়েছে যেখানে তারা, সরকারি কর্তৃপক্ষকে নাজুক জনগোষ্ঠীর স্বার্থে অত্যাধুনিক দুর্যোগ সম্পর্কিত আইন, নীতি ও পদ্ধতি, গ্রহণে প্রভাবিত এবং সহায়তা করতে পারবে যা রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমূহে (Resolution) স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে ।[3]

যদিও অনেক দেশ নিজেদের জাতীয় সংবিধান এবং অধিকার সংক্রান্ত বিলে সমতা এবং ন্যায্যতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি সমূহের প্রতিফলন দেখিয়েছে, কিন্তু দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মাঝে এসব প্রতিশ্রুতি ব্যাখ্যা করা হয় না। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জাতীয় দুর্যোগ আইন ও নীতিমালায় নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিধান রয়েছে কিন্তু তা বেশির ভাগ সময়ই শুধু উচ্চাভিলাষী কথা, যেখানে কোন নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের কৌশল নেই। এখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করেই শুধুমাত্র এসকল জনগোষ্ঠীর কী কী প্রয়োজন তা চিহ্নিত করাকেই গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাছাড়া, যদি এসব জনগোষ্ঠীদের পর্যাপ্ত এবং অর্থবহ ভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে ঝুঁকি হ্রাস করা থেকে শুরু করে জরুরি সাড়াদান এবং পুনর্বাসনের মত বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, তাহলে কমিউনিটির পক্ষে দুর্যোগের পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতা অর্জন করা সত্যিকার অর্থেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

জেন্ডার সংবেদনশীল, সুরক্ষা মূলক এবং অন্তর্ভুক্তি মূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বৈধ কাঠামো নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আইএফআরসি, ন্যাশনাল সোসাইটি এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী সংস্থা সমূহ কিছু সুপারিশমালা তৈরি করেছে ।[4] এই কার্যক্রমের আওতায় কিছু প্রধান সুপারিশমালা নিম্নে তুলে ধরা হল যা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়ঃ

- দুর্যোগ সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, এবং পদ্ধতিসমূহ যেন জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংবেদনশীল হয়, এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আদর্শমানদন্ড সমূহকে প্রতিফলন করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

3 See, for example, Resolution 6 on "Strengthening legal frameworks for disaster response, risk reduction.and first aid" from the 32nd International Conference in 2015, and Resolution 7 on" Strengtheningnormative frameworksand addressing regulatory barriers concerning disaster mitigation, response.and recovery" from the International Conference in 2011.

4 This has been done through various initiatives, including a Checklist on Law and Disaster Risk Reduction and a seriesof publications on "Effective law and policy on gender equality and protectionfrom sexual and gender-based violence in disasters", including a Global Study and country casestudies from Nepal, Zimbabwe and Ecuador.

- দুর্যোগ বা আপদকালীন পরিকল্পনাসমূহ এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যেন দুর্যোগের সময়ও সুরক্ষা ভিত্তিক পরিষেবা গুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং সেখানে SGBV সারভাইভার এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের জন্যও সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেমন পূর্ব-প্রস্তুতি ঝুঁকি হ্রাস, সাড়াদান এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জেন্ডার ইস্যু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, SGBV, এবং শিশু সুরক্ষা বিষয়সমূহ যেন উপযুক্ত ভাবে সমন্বিত করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কিছু বিষয় আইনী আদেশ এর মাধ্যমেও জারি করা যেতে পারে। সমতা এবং বৈষম্যহীনতার উপর যে সাংবিধানিক বিধান এবং অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রয়েছে সেগুলো যেন যথাযথ ভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা এবং প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

- জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে সকল দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার, পরিচালনা পর্ষদে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যথাযথ দায়িত্ব ও কার্যাদি অর্পণে জনসংখ্যার ন্যূনতম সমানুপাতিক হারে প্রতিনিধি রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের সাথে প্রক্রিয়াগত এবং অথবা ব্যবহারিক সমাধান থাকতে হবে।

- সাধারণ সময়ে স্বাস্থ্য, মনো-সামাজিক স্বাস্থ্য, আইনী এবং সুরক্ষা পরিষেবাদির জন্য পর্যাপ্ত তথ্য এবং তহবিল সরবরাহ সহ আইন, পদ্ধতিগত সহনশীলতা এবং সংস্থা গুলির দুর্যোগ মোকাবেলায় সহনশীলতাকে শক্তিশালী করতে হবে।

- জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোসমূহে সমতা, ন্যায্যতা, এবং বৈষম্যহীনতাকে চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত সম্পদের বরাদ্দ করতে হবে।

এই সুপারিশমালা গুলো মূলত সংশ্লিষ্ট আইন এবং নীতিমালা প্রবর্তকদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, পাশাপাশি দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকারী এবং মানবিক সহায়তা কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্যও প্রযোজ্য। DAPS পদ্ধতির মাধ্যমে চারটি ক্ষেত্রকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো তুলে ধরে; এই কাঠামোটি একটি অন্তর্ভুক্তি মূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিশ্চিত করণের জন্য দুর্যোগ সংক্রান্ত যেকোন আইন, নীতিমালা, এবং প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা যেতে পারে যা কি'না সকল জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ।[xxix]

আপনার প্রয়োজনে
আমরা আছি আপনার পাশে
IFRC
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির
যেকোন সেবা সম্পর্কে আপনার মতামত,
পরামর্শ ও অভিযোগ জানাতে চান?
অথবা তথ্য জানতে চান?
যোগাযোগ করুন
আমাদের সাথে
01811458524
নম্বরে
IFRC

ন্যূনতম মানদন্ড

জরুরি স্বাস্থ্য (Emergency Health)

সর্বব্যাপী এবং সুরক্ষিত উপায়ে জরুরি ভিত্তিতে সাড়াপ্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সব থেকে ভালো ভাবে সাড়া দিতে পারি সে বিষয়ে জানা। এটা করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝে সে অনুযায়ী সাড়াপ্রদান করতে সহায়তা করে। নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যেমনঃ বয়স (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয়সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলকে জেন্ডার এবং বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন সুরক্ষামূলক এবং অন্তর্ভুক্তি মূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়।[5]

আদর্শমানদন্ড

মর্যাদা

- নারী এবং পুরুষের জন্য আলাদা পরামর্শ করার কক্ষ এবং পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে, নারী-পুরুষ এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের জন্য আলাদা প্রবেশ পথ এবং অপেক্ষা করার স্থানের ব্যবস্থা করা যাতে তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি যৌন ও জেন্ডার ভেদে যে সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (minority) আছেন তাদের চাহিদা সমূহকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

- যেসব ব্যক্তিদের চলাচলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারা যেন সুরক্ষিত উপায়ে এবং মর্যাদাপূর্ণ ভাবে টয়লেট ব্যবহার করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। সমাধান হিসেবে র‍্যাম্প এর ব্যবস্থা, প্রশস্ত দরজা, হাতল, টয়লেটের ভেতরে পর্যাপ্ত জায়গা, পায়খানায় বসার ব্যবস্থা, এবং কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে। দরজা গুলোতে হাতল এর ব্যবস্থা করা যেন ব্যবহারকারী ভেতর থেকেও নিজেই দরজা লাগিয়ে বন্ধ রাখতে পারেন।

- সকল জেন্ডার পরিচিতি, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সুযোগ-সুবিধাসমূহ সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে।

- রোগীর নিজের পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তির (সম-লিঙ্গের হতে পারে) কাছ থেকে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে ।

5 Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit (2018–2019).

- স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান, পরামর্শ প্রদানের জন্য কক্ষ, রোগীর সকল তথ্যাদি ও নথিপত্রের স্বাতন্ত্র্যতা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

- যেকোন পরীক্ষা এবং চিকিৎসা প্রদানের সময় রোগীর কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করতে হবে। যদি রোগী কোন শিশু হয় তাহলে সম্মতি শিশুর কাছ থেকে অথবা শিশুর দেখাশুনা করে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। শিশুর সম্মতি প্রদান মূলত নির্ভর করবে শিশুর বয়স এবং তার সাবালকত্বের উপর।

- কোনো পরিস্থিতিতে যদি শিশুর অভিভাবক (বাবা-মা/ লালন পালনকারী ব্যক্তি) নিয়ে চিন্তা করবার মত বিষয় থাকে সেক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করেন এমন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা সব থেকে ভালো উপায়।

- যদি কোন অভিভাবকহীন শিশু অথবা পরিবার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এমন শিশু যার কোন আইনী অভিভাবক নেই তার কোন জরুরি স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের অবশ্যই শিশুর সাথে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার সুরক্ষা বিষয়ক কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে সেই শিশুর চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

- যদি রোগী কিশোর বা কিশোরী হয় তাহলে, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অবশ্যই রোগীর সকল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সমূহ তাদের বাবা-মা অথবা লালন-পালনকারী ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। বিশেষ করে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণে এটি সর্বাধিক প্রযোজ্য এবং SGBV রোধে দ্রুত সাড়াপ্রদান এর ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত। যদি রোগী বা অন্য কারোর কোনো ধরণের ক্ষতি হবার ঝুঁকি থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

- সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের ক্লিনিকে আসা রোগীদের জন্য সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ শিখতে এবং প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সম্মত থাকতে হবে।

- কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্মকর্তারা এবং জরুরি সাড়া প্রদানকারী প্রথম সারির কর্মকর্তারা প্রশিক্ষিত হবেন।

- সামগ্রিক মাসিক স্বাস্থবিধি ব্যবস্থাপনা[xxx] বিষয়ে কর্মীদলকে অবশ্যই প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং মাসিক স্বাস্থবিধি যেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে উপযুক্ত হয় সে বিষয়ে মেয়ে, কিশোরী এবং নারীদের[xxxi] কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। গর্ভবতী নারীদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বিষয় সমূহ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।

- স্বাস্থ্য সেবায় নিযুক্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের অবশ্যই জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে; পাশাপাশি শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী, মানসিক স্বাস্থ্যগত প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন ব্যক্তি এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কীভাবে সম্মান বজায় রেখে আচরণ করবেন সে বিষয়েও অবশ্যই সংবেদনশীল হবেন (**ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)।

অভিগম্যতা

- সকল জেন্ডার পরিচিতির মানুষ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা ভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের ব্যক্তিগণ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে কী কী ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- স্বাস্থ্য সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে অবগত করতে হবে যে, সব থেকে বেশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধু মাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেবা পাবে, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান কোন ঝুঁকির মধ্যে রাখা যাবেনা। অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

- স্বাস্থ্য ভিত্তিক মূল্যায়ন, ম্যাপিং এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার সক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহকে কমপক্ষে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।

- স্বাস্থ্য সেবা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলো বিভিন্ন সময়ে এবং স্থানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নারী এবং পুরুষ সম্মিলিত স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন সকল জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সমান ভাবে সেবা গ্রহণ সু-নিশ্চিত করতে পারে।

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির মানুষের মধ্যে যারা দোভাষী ব্যক্তি আছেন তাদেরকে নিয়োজিত রাখতে হবে যেন যেকেউ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারেন। নাজুক জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার জন্য দোভাষী ব্যক্তিদের অবশ্যই নীতি নৈতিকতা সম্বলিত ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

- যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু ব্যক্তি যারা নারী অথবা পুরুষ নির্ভর সুনির্দিষ্ট সেবা গ্রহণ করতে পারেনা তাদের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর বিষয় গুলোকে মাথায় রেখে সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

- সকল জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রেক্ষাপটের মানুষের জন্য সুরক্ষিত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবে প্রযোজ্য এমন ভাবে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

- এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের যত্ন এবং চিকিৎসা নিয়ম করেই পেয়ে থাকেন অথবা গ্রহণের জন্য অন্যত্র পাঠানো হয়। একই ভাবে তা সকলের জন্য প্রযোজ্য যাদের অসংক্রামক ব্যাধি রয়েছে, যেমন; ডায়বেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃৎপিন্ড সংক্রান্ত সমস্যা, এবং মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

- আক্রান্ত কমিউনিটিকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রদান করতে হবে এবং তারা যেন অবগত থাকেন যে, কী কী ধরনের স্বাস্থ্য সেবা তাদের জন্য বরাদ্দ আছে এবং কতটুকু তারা গ্রহণ করতে পারবেন। নির্যাতন-পরবর্তী সেবা (ধর্ষন, শারীরিক নির্যাতন, আত্মহত্যার চেষ্টা, ইত্যাদি) সংক্রান্ত তথ্য এবং সেবার পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য কমিউনিটির মাঝে প্রচার করতে হবে। এই তথ্য গুলো বিভিন্ন সহজ বোধ্য পদ্ধতিতে যার মধ্যে থাকতে পারে ব্রেইল, দৃশ্যমান পদ্ধতি (যেমন; ছবি বা পোষ্টার, বড় অক্ষরের ব্যবহার), পরিচিত ভাষার ব্যবহার, শোনা যায় এমন পদ্ধতি (যেমন; রেডিওতে প্রচার), সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থায় ব্যাপক ভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোতে এবং যেখানে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ জমায়েত হন সেখানে প্রচার করতে হবে যেন তারা বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে।

- স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে হবে এবং সেবা প্রদানকারী সকলেই প্রশিক্ষিত হবেন যেন সংকটকালীন অবস্থায় প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা প্যাকেজ (এমআইএসপি)' নিশ্চিত করতে পারেন। ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা প্যাকেজ (এমআইএসপি) বলতে যা বুঝানো হয়েছে তাহলো, মাতৃ এবং শিশু মৃত্যু কমানো, যৌন-জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধ এবং সাড়াদান SGBV, এইচআইভি ছড়ানো রোধ, সামগ্রিক প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার পরিকল্পনা করা। এর মধ্যে রয়েছে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে এমন সংস্থার তথ্যাদি; ধর্ষনের ক্লিনিকাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণ; সাধারণ প্রোটোকল প্রনয়ণ, পোস্ট এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস বা PEP কিটস এবং যৌনবাহিত সংক্রমণ রোধ ও চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্স, ধনুষ্টঙ্কারের ওষুধটি টেনাসটক্সয়েড/ ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধক (টিটেনাসই মিউনোগোবুলিন), হেপাটাইটিস-বিটীকা, এবং জরুরি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ওষুধ (যেখানে বৈধ এবং প্রযোজ্য)।

- মেডিকেল ব্যক্তিবর্গদের যৌন-জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, শিশু নিরাপত্তা, এবং অন্যান্য সুরক্ষা সংক্রান্ত ঝুঁকি (যেমন, মানবপাচার) রোধে দেশের অভ্যন্তরীণ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সুরক্ষা প্রদানকারী ক্লাস্টার অথবা সাব-ক্লাস্টার এর মাধ্যমে রেফারেল পাথওয়ে তৈরী করতে হবে। সকল মেডিকেল ব্যক্তিবর্গদের এই পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করা উচিৎ। রেফারেল পাথওয়ে তৈরী করার তালিকা চূড়ান্ত করার আগে, ঐ তালিকায় যেসকল সেবা প্রদানকারীরা থাকবে তাদের সেবা পাওয়ার সহজ উপায়, সহজলভ্যতা, খরচ, এবং সেবার গুনগতমান বিভিন্ন জেন্ডারের প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর সংখ্যা, এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে পারেন এমন সব বিষয় যাচাই বাছাই করে নিতে হবে।

- রেফারেল পাথওয়ে সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করতে হবে, প্রতিনিয়ত হাল নাগাদ করতে হবে এবং এমনভাবে তথ্যগুলো সাজানো হবে যা সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স,ও প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষ এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারেন।

- ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিতে যাদের সদ্য কোন প্রতিবন্ধিতা দেখা দিয়েছে, পাশাপাশি যাদের আগে থেকেই কোন প্রতিবন্ধিতা আছে তাদের পুনর্বাসন সেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের শারীরিক আঘাত এবং বিকলঙ্গতার প্রভাব কমানোর জন্য সহায়ক সকল সুবিধা এবং যন্ত্রাদির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

- জনসাধারণ যারা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেমন যৌন-জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, শিশু, এবং বয়স্ক ব্যক্তি সহ সকলের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করতে হবে যা তাদের দুর্যোগ সংক্রান্ত মানসিক অস্থিরতা অথবা পূর্বে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তা দূর করতে অথবা হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

- জেন্ডার পরিচয়, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি সমান কাজের জন্য সমান মজুরি গ্রহণ করবে।

অংশগ্রহণ

- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা থেকে সুবিধা গ্রহণের জন্য নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরণার্থী, এবং অন্যন্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যে অধিকার রয়েছে তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে তাদের সাথে তাদের সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ভিত্তিক চাহিদা এবং চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ করতে হবে যেন স্বাস্থ্য সেবা ভিত্তিক কার্যক্রম এবং প্রকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে সব অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- পরীক্ষা, সাড়াদান, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন দলগুলোতে সকল জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের যার মধ্যে ভাষাগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও রয়েছে সে সকল মানুষদের নিয়ে সামাঞ্জস্যসপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব মূলক দল রাখতে হবে।

- চাহিদা মূল্যায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন অভ্যাস ও রীতিনীতি বিবেচনা করতে হবে যাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

- চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা হিসেবে চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে সন্তুষ্টি যাচাই জরিপ করতে হবে। যেকোন ধরনের সম্ভাব্য নির্যাতন সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য তথ্য সুরক্ষিত থাকবে এমন সহজলভ্য ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- কমিউনিটি স্বাস্থ্য কমিটি অথবা সমকক্ষ কমিটি গুলোতে সকল জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সামাঞ্জস্যসপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডারের মানুষের একই কমিটিতে থাকা সাংস্কৃতিক ভাবে গ্রহণ যোগ্য নয়, সেখানে আলদা কমিটি গঠন করতে হবে যেন ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- আক্রান্ত জনগণের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে স্কুল গুলোতে মাসিক (ঋতু) স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

- সকল জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছা সেবায় অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। কার্যক্রম গুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণ মূলক হওয়া যাবে না এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সে ক্ষেত্রে একক -প্রধান পরিবারের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বয়স্ক ব্যক্তিদের, কিশোর-কিশোরীদের, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্তন্য দানকারী মহিলা, এইচ আইভি / এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য যে সকল বাঁধা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং দূর করা। এর মধ্যে থাকতে পারে;
  - আলোচনা /মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা।
  - সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান এবং ভেন্যু নির্বাচন।
  - সাহায্যকারী বা কেয়ার গিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার ব্যবস্থা করা।
  - সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এর জন্য উপযুক্ত অনুবাদক নির্দিষ্ট করণ।
  - একই জেন্ডার পরিচিতির প্রশিক্ষক নিশ্চিত করণ।
  - শিশু যত্ন কেন্দ্র এবং শিশুদের খেলাধুলার জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করণ।
- ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির স্বাস্থ্য সেবাকর্মী নিয়োগ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। যেখানে এমনটা করা কঠিন, সেখানে যে জেন্ডারের প্রতিনিধি রয়েছে তিনি, কি করা যেতে পারে তা নিয়ে কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করবেন যাতে সঠিক ব্যবস্থা নেয়া যায় যেমনঃ নারী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।

সুরক্ষা

বিভাগ ভিত্তিক সুরক্ষার বিষয় সমূহ

- সকল জেন্ডার পরিচিতি, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষদের সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ-সুবিধা সমূহ সহজে গ্রহণ করার জন্য নিরাপদ বিতরণ স্থান এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের উপায় চিহ্নিত করতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে - যাওয়া আসার নিরাপদ ব্যবস্থা, খরচ, ভাষা, সেবা গ্রহণে সাংস্কৃতিক অথবা শারীরিক বাধা রয়েছে এমন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমনঃ বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ।

- স্থানীয় নারী সংস্থা এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থার সহযোগীতায় স্থানীয় ইস্যু সমূহ মূল্যায়ন ও ম্যাপিং করতে হবে; সেই সাথে সম্ভাব্য ক্ষতিকর আচরণ যেমন যেমন বাল্য বিবাহ এবং জোরপূর্বক বিবাহ, এবং নারীর যৌনাঙ্গের অঙ্গহানি প্রভৃতি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং তা চিহ্নিত করতে হবে।

- রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর মাঠ পর্যায়ের হাসপাতাল এবং ক্লিনিক সহ সকল স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোর ভেতরে এবং চারদিকে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, আলাদা পরামর্শ কক্ষ, একজন ব্যক্তির জেন্ডার পরিচিতির উপর ভিত্তি করে টয়লেটের ব্যবস্থা, এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে আলাদা অপেক্ষা করার স্থান এবং প্রবেশের পথের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি কমানো যায়।

- সহিংসতা ভিত্তিক কর্মকান্ড স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং তদারকি করার ফর্ম (surveillance form) এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার মধ্যে আঘাতের চিহ্ন, ভাঙ্গা হাড়, ক্ষত, দুশ্চিন্তা, ভয়, মদ পান, যৌন উপায়ে সংক্রামিত রোগ, নিজেকে আহত করার চিহ্ন প্রভৃতি বিষয় সমূহ পরীক্ষা করতে হবে।

যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা

- স্বাস্থ্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত বৈষম্য মূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করতে হবে এবং কাজের পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি, জেন্ডার ও অন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।

- যারা SGBV এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদেরকে স্বাস্থ্য সুবিধা এবং পরিষেবাদি প্রদানের স্থান, নকশা প্রণয়ন, কাঠামো গঠন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে ।

- যৌন সহিংসতা, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যার মধ্যে থাকবে কিন্তু তা এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়ঃ

  — নারী অথবা নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্ন ভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দলের সাথে, যৌনতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সুশীলসমাজ, এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল গোষ্ঠীর সাথে এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণের জন্য নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করতে ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতে হবে।

  — এসজিবিভি চিহ্নিত করণ এবং প্রতিরোধের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পুরুষ এবং ছেলেদের সক্রিয় ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

  — যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ, সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সব সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমন, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং নির্মান এর মধ্যে বিষয় গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

  — নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং শিশু বান্ধব পৃথক নিরাপদ স্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

  — যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ স্থান স্থাপন করতে হবে ।

  — অভিভাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে যার মধ্যে অবশ্যই নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থান অন্তর্ভুক্ত।

6 Refer to IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step guidance note and training tools (2018).
7 Refer to IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks, recognize signs and respond safely (2018).

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কারণ সমূহ যেমন নাজুক অবস্থার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, এবং বিশ্লেষণ করতে হবে যেন SGBV ও শিশু নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি কমানো যায় এবং সাড়া প্রদান করা যায়; পাশাপাশি পারিপার্শিক অন্যান্য ঝুঁকি যেমন, মানব পাচার রোধ করা যায় ।

- যখন একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা স্বাস্থ্য কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয় ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য এসজিবিভি এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। সারভাইভারকে সেবা প্রদানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বাস্থ্য কর্মীদের অবশ্যই প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে। কোথায় গেলে সারভাইভার সহায়তা পেতে পারেন সে সম্পর্কে তাকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে যেমন মানব পাচার, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকি নির্ধারণ ও তা হ্রাস করণে ক্লাস্টার সদস্যরা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এর দলকে সহায়তা করবে।

- স্বাস্থ্যসেবার সাথে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিম্নক্ত বিষয়ে কমপক্ষে একটি করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে- জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিশুর নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং এসজিবিভি।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর মূলনীতি ও নির্দেশনা সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান থাকতে হবে যেমন - ১) নিরাপত্তা, ২) গোপনীয়তা, ৩) সম্মান, এবং ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেই সাথে এসজিবিভি সারভাইভার যার মধ্যে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত তাদের রেফার করার পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে ।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত রয়েছেন তারা নতুন তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনো-সামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের একটি সুস্পষ্ট তালিকা সংরক্ষণ করবেন যেন এসজিবিভি সারভাইভার অথবা শিশুদের তাদের কাছে দ্রুত রেফার করা যায়। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে ঝুঁকির মধ্যে আছেন যেমন মানব পাচার, এসব ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানে অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের বিষয়ে অবগত থাকতে হবে।

- যেখানে স্বাস্থ্য কর্মীরা যৌন নির্যাতন বিষয়ে পুলিশ / কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে আইনী ভাবে বাধ্য, সেখানে স্বাস্থ্য কর্মীদের কিভাবে সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর মূলনীতি গুলো সুনিশ্চিত করতে হবে সে বিষয়ে এসজিবিভি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

- যখন রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট নিজেদের তরফ থেকে সেবা প্রদান করতে পারবে না, তখন এসজিবিভি সারভাইভারদের স্বাস্থ্য সেবা খুঁজে পেতে এবং ক্লিনিক্যাল সেবা ও মনো-সামাজিক সেবা নিতে সহযোগিতা করতে হবে এবং অন্যান্য সেবা যেমন আইনী পরামর্শ পাওয়ার জন্য

রেফারেল এর মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে। এ সকল সেবার মধ্যে রয়েছে, সেবা কেন্দ্রে সারভাইভার এর সাথে সরাসরি উপস্থিত থাকা অথবা নিরাপদ যানবাহন এর ব্যবস্থা করে দেয়া যেন তিনি সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

- যেখানে যৌন এবং শারীরিক নির্যাতনের তথ্য তালিকাভুক্ত করা হবে সেখানে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির শুধুমাত্র ঘটনার সংখ্যা, নির্যাতনের ধরন (যৌন বা শারীরিক), লিঙ্গ, বয়স, এবং প্রতিবন্ধিতা ভিত্তিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেখানে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় এমন কোন তথ্য দেয়া যাবে না। এই তথ্য খুবই গোপনীয় স্থানে জমা রাখা হবে এবং শুধুমাত্র প্রধান তথ্য সংগ্রহকারী বা প্রকল্প সমন্বয়কারী তা দেখতে পারবেন ।

- যখন কোন শিশুর সাথে সংঘটিত যৌন অথবা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা চিহ্নিত করা হয় তখন বিভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির কর্মীর পর্যাপ্ততা রাখা বাঞ্ছনীয়, যে কিনা শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুদের উপযুক্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন। কে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করবে তা নির্ভর করবে জেন্ডার এবং শিশুর পছন্দের উপর।

- স্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থা, আইন-কৃঙ্খলা বাহিনী, আইনী প্রয়োগকারী সহায়তা সংস্থা, এবং বিচার বিভাগীয় সংস্থা যারা এসজিবিভি সংক্রান্ত তথ্য, মানব পাচার এবং শিশু নিরাপত্তা ইত্যাদি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করেন তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাড়াদান পদ্ধতি এবং সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে । যেখানে ন্যূনতম প্রাথমিক সেবা প্যাকেজ (এমআইএসপি) এবং রোগ ছড়িয়ে পড়া বন্ধে নিরাপত্তা সামগ্রী (পিইপি)-র ব্যবহার পদ্ধতি এবং উপাদান সম্পর্কে সকলে পরিচিত নয় সেখানে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সকলকে অবগত করতে হবে। প্রাপ্ত সেবা বিষয়ক তথ্যের ভিত্তিতে সারভাইভার কে রেফার করা হবে যদি তাদের সেবা দেয়ার সক্ষমতা এবং সেবার মান আন্তর্জাতিক ন্যূনতম মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

- এসজিবিভি এবং শিশু সুরক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমসহ, অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমন যেমন মানব পাচার রোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য এবং আক্রান্ত কমিউনিটির সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন মানব পাচার ইত্যাদি রোধ এবং সাড়াদান সংক্রান্ত বার্তা পরামর্শ কক্ষে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রচার কার্যক্রমে রাখতে হবে যেমন, অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা, পোস্টারের মাধ্যমে বার্তা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারকৃত স্বাস্থ্য বার্তা বিশেষ করে স্কুল নার্সদের সাথে মিলে প্রচার করা যেহেতু তারাই সম্ভবত প্রথম সারভাইভারদের কাছে আসতে পারেন । বার্তা সমূহে, অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং নীতি সঙ্গত, নিরাপদ, গোপনীয়, বৈষম্যহীন সেবা প্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করার উপায় সমূহ উল্লেখিত থাকতে হবে।

অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা

যৌন নির্যাতন এবং অসদাচরণ রোধ ও সাড়াদান *(Prevention and response to sexual exploitation and abuse – PSEA)*

- কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ প্রদান এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে, সকলেই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমন
  - অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।
  - এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।
  - অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস, দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।
  - শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। অভিযোগ কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
  - অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন, অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন কোন পদ্ধতি।
  - এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অস্থায়ী ভাবে বসবাস করা অভিবাসী যারা বিভিন্ন অনিয়মিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয়।
- কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ পদ্ধতি স্থাপন করার জন্য ICRC-IFRC "Community Engagement and Accountability Guide" Ges Inter-Agency Standing Committee এর "Best Practice Guide" ব্যবহার করতে হবে ।
- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যক্তির স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে সহজ বোধ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের টাকা (অথবা ফি সমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না ।
- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি যারা স্বাস্থ্য সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) তাদেরকে যথাযথ ভাবে মনিটর করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হন।

- ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিকে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে যৌন নির্যাতন এবং অসদাচরণ রোধ ও সাড়াদান বিষয়ে এবং কিভাবে অসদাচরণের ব্যাপারে অভিযোগ করা যায় সেই বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে হবে। এটি লিখিত আকারে বা শোনা যায় বা দেখা যায় অথবা সহজে পড়া যায় - এমনসব পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে। এই পদ্ধতির মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিও থাকবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে যৌন নির্যাতন এবং অসদাচরণ বন্ধ ও সাড়াদান বিষয়ে (PSEA) আন্তর্জাতিক মানদন্ডে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে ।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের পিএসইএ (PSEApolicy) নীতিমালায় স্বাক্ষর করতে হবে।

আচরণবিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণবিধিতে (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাদের আচরণ বিধির উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতি (Child Protection Policy) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণবিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং নির্দেশনা সহজ বোধ্য ভাবে তাদের উপযোগী করে প্রদান করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ধরণের আশংকা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই সম্মক জ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে আমলে নিয়ে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে [8], এর মধ্যে তার প্রদানকৃত রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে [9]।

8 For the IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with children will have been screened by 2020.

9 Challenges and options for improving recruitment processes in the context of Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by our own staff *https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf*

খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security)

জরুরি অবস্থায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষামূলক সাড়াপ্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে, কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সবথেকে ভালোভাবে সাড়া দিতে পারে সে বিষয়ে জানা। সেজন্যই, আমাদের একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ (Gender and Diversity Analysis) করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝে সে অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে সহায়তা করবে । নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যেমনঃ বয়স (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিষয় জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন সুরক্ষামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায় [10]।

আদর্শমানদণ্ড

মর্যাদা

- জেন্ডার পরিচয়, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মানুষ, শিশু এবং যাদের বিশেষ পুষ্টিগত চাহিদা রয়েছে যেমন -গর্ভবতী এবং স্তন্যপান করাচ্ছে এমন নারী, এইচআইভি/এইডস অথবা অন্য দুরারগ্য ব্যাধি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে সামাজিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য সহায়তা এবং বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির মধ্যে কোন ধরনের খাবারের চাহিদা রয়েছে এবং কোন ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ রয়েছে সে বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

- খাবার বিতরণের জন্য এমন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যাতে সবাই নিরাপদে এবং সম্মানের সাথে খাবার নেয়ার স্থানে আসতে পারে, লাইনে দাঁড়াতে পারে, অপেক্ষা করতে পারে এবং খাবার নিয়ে ফেরত যেতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের যত্ন নেয়া ব্যক্তিদের খাবার নেয়ার জন্য আলাদা লাইন চিহ্নিত করে রাখতে হবে এবং সেই লাইনের কাছাকাছি বিশ্রাম করার জায়গা এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

- বিতরণ কর্মসূচিতে অবশ্যই গর্ভবতী নারী, স্তন্যপান করাচ্ছে এমন নারী, শিশু রয়েছে এমন নারী, শিশুপ্রধান পরিবার এবং অভিভাবকহীন শিশু অথবা বাবা-মা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে

10 Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit (2018–2019).

এমন শিশুদের মর্যাদা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

- পরিবারগুলোর জন্য সামাজিক ভাবে উপযুক্ত এবং নিরাপদ রান্না করার তৈজসপত্র, জ্বালানি, নিরাপদ, বিশুদ্ধ পানি এবং পরিষ্কার করার সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

- খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের অবশ্যই জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে; পাশাপাশি শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী, মানসিক স্বাস্থ্যগত প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন ব্যক্তি এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কীভাবে সম্মান বজায় রেখে আচরণ করবেন সে বিষয়েও সংবেদনশীল হবেন **(ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)

অভিগম্যতা

- সকল জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা ভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের ব্যক্তিগণ খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে (বিতরণ, প্রশিক্ষণ, কাজের বিনিময় খাদ্য বা টাকা, উপার্জনমূলক কার্যক্রম) সুযোগ সুবিধা গ্রহণে কী কী ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- খাদ্য বিতরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে অবগত করতে হবে যে, সব থেকে বেশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেবা পাবে, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে আরো ঝুঁকি গ্রস্তকরে তোলা যাবে না। অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ ভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

- খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন, ম্যাপিং এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার সক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহকে অন্তত, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।

- খাদ্য বিতরণের স্থান, এর নকশা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়াদির ব্যবস্থা এমন ভাবে করতে হবে, যাতে সকলে তা ব্যবহার করতে পারে, বিশেষ করে গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারী, বয়স্ক মানুষ, এবং প্রতিবন্ধীতা রয়েছে এমন ব্যক্তির কাছে যেন বিতরণের স্থানটি সহজগম্য হয় । পাশাপাশি শিশুর এবং শিশু প্রধান পরিবারের নিরাপত্তা এবং খাদ্য সেবা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

- বয়স, দৃষ্টিগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, এবং শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদির জন্য অথবা নিরাপত্তাজনিত

কারনে (যেমনঃ শিশু প্রধান পরিবার, অভিবাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এমন শিশু, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এমন অভিবাসী, অথবা যাদের অবাধে চলাফেরার অনুমতি নেই অথবা দেশহীন যারা খাদ্য বিতরণের স্থানে গেলে আটক হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে) যারা খাদ্য বিতরণের স্থানে উপস্থিত হয়ে খাবার নিতে পারবে না তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

- যেখানে ব্যক্তি নিজেদের খাবার নিজে তৈরি করতে পারছেন না অথবা নিজে নিয়ে খেতে পারছেন না সেখানে তাদের জন্য প্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, সাহায্য কর্মী অথবা স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত খাবার তৈরি করে দিতে পারে এবং খাবার গ্রহণে সাহায্য করতে পারে। কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারী অথবা মেয়েরাই মূলত খাবার প্রস্তুত করে থাকে, সে সব স্থানে একক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ এবং অভিভাবকহীন বালকদের চিহ্নিত করে তাদের খাবার প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে শেখাতে হবে।

- ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিকে খাদ্য বিতরণ, বিতরণের স্থান এবং তাদের জন্য কি কি খাদ্যসেবা বরাদ্দ রয়েছে তা সম্পর্কে জানাতে হবে। এই তথ্যগুলো বিভিন্ন সহজবোধ্য পদ্ধতিতে জানানো যেতে পারে যার মধ্যে থাকতে পারে ব্রেইল, দৃশ্যমান পদ্ধতি (যেমন; ছবি বা পোষ্টার, বড় অক্ষরের ব্যবহার), পরিচিত ভাষার ব্যবহার, শোনা যায় এমন পদ্ধতি (যেমন: রেডিও তে প্রচার), সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার, এবং সহজে পড়া যায় এমন কোন পদ্ধতি। এই সকল উপায়ে তথ্যগুলো ব্যাপক ভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোতে এবং যেখানে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ জমায়েত হন সেখানে প্রচার করতে হবে।

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি সমান কাজের জন্য সমান মজুরি গ্রহণ করবে।

অংশগ্রহণ

- খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণে এবং তা থেকে সুবিধা গ্রহণের জন্য নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরণার্থী, এবং অন্যন্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যে অধিকার রয়েছে তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে তাদের সাথে তাদের সুনির্দিষ্ট পুষ্টি ভিত্তিক চাহিদা এবং চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ করতে হবে যেন খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং প্রকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে সব অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করা যেতে পারে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- নিরীক্ষণ, সাড়াদান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন দল গুলোতে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের যার মধ্যে ভাষাগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও রয়েছে সে সকল মানুষদের নিয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব মূলক দল রাখতে হবে।

- চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন অভ্যাস ও রীতিনীতি বিবেচনা করতে হবে যাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

- কমিউনিটি খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি গুলোতে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডারের মানুষের একই কমিটিতে থাকা সাংস্কৃতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আলদা কমিটি গঠন করতে হবে যাতে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির মানুষের স্বতন্ত্র খাদ্য নিরাপত্তা চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কার্যক্রম গুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণমূলক হওয়া যাবে না এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সে ক্ষেত্রে একক-প্রধান পরিবারের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বয়স্ক ব্যক্তিদের, কিশোর-কিশোরীদের, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী মহিলা, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থপূর্ণ অংশ গ্রহণের জন্য যেসকল বাঁধা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো দূর করা। এর মধ্যে থাকতে পারে;

  - আলোচনা/মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ।
  - সুরক্ষিত এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান এবং ভেন্যু নির্বাচন।
  - সাহায্যকারী বা কেয়ারগিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার ব্যবস্থা করা।
  - বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দোভাষী নিয়োগ দেওয়া।
  - একই জেন্ডার পরিচয়ের প্রশিক্ষক নিশ্চিত করা।
  - শিশুযত্ন কেন্দ্র এবং শিশুদের খেলাধুলার জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থাকরণ।

নিরাপত্তা

বিভাগ ভিত্তিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

- নিরাপদ বিতরণ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স প্রতিবন্ধিতা, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই আসতে নিরাপদ বোধ করে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যেগুলো অবশ্যই করণীয় সেগুলো হলঃ

- দিনের বেলায় বিতরণ করা।
- বিতরণ স্থলের চারদিকে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।
- বাসস্থান থেকে বিতরণ স্থানের অবস্থান খুব কাছাকাছি হওয়া।
- বিতরণের স্থান হতে সকলের জন্য উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা চিহ্নিত করা ।
- বিতরণ স্থানে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা সহ প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য সহজে ব্যবহার যোগ্য এবং উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা রাখা।
- লোক সমাগম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে বিতরণ দলগঠন করা।
  যে সকল বিতরণ সামগ্রী শুধু মাত্র নারী এবং কিশোরীদের জন্য সে সকল সামগ্রী নারী কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা নারী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

- কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারী, অভিভাবকহীন এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশু এবং নারী ও শিশু প্রধান পরিবারের জন্য সুনির্দিষ্ট বিতরণ পদ্ধতি রাখতে হবে। এর মধ্যে রয়েছেঃ
  - বিতরণ করার সামগ্রী সমূহের প্যাকেটের ওজন এমন হবে যা শিশু এবং নারীরা বহন করতে পারবে
  - বাবা-মা যখন লাইনে অপেক্ষা করবে তখন শিশুদের যত্ন নেয়ার জন্য আলাদা স্থান এবং তাদের আলাদা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে
- চুলা, জ্বালানী, এবং অন্যান্য সামগ্রী যা রান্না করার জন্য ব্যবহৃত হয় তা স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপত্তার আদর্শমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

- যেসকল সামগ্রী এবং নগদ অর্থ ভিত্তিক কার্যক্রম সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব কমাতে পারে সেগুলো নির্বাচন করতে হবে (যেমনঃ গ্রহীতার নিকট প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ; খাদ্য রেশন কার্ড বৈষম্যহীন ভাবে বিতরণ করতে হবে অথবা কমিউনিটির নেতাদের সাথে পরামর্শ করে বিতরণ করতে হবে এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত নারী; এবং বালক-বালিকাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করতে হবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে)।

যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ ও সাড়াদান এবং শিশু সুরক্ষা

- খাদ্য নিরাপত্তা এবং বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বৈষম্যমূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক বদ্ধ মূলধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করতে হবে এবং তার পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি, জেন্ডার ও অন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে (কৃষি/ গৃহপালিত পশু সংক্রান্ত কাজ, জমি এবং রান্নার জ্বালানী ব্যবহারে সীমিত সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ।

- যারা যৌন সহিংসতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদেরকে খাদ্য বিতরণ স্থলের নিরাপত্তা এবং সেবাসমূহের স্থান, নকশা, কাঠামো গঠন, এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এরমধ্যে যা যা থাকতে পারে তাহলঃ

- এসজিবিভি এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে রয়েছে
  - নারী অথবা নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্নভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দল, যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, এবং বিপদাপন্ন সকল গোষ্ঠী এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থাদের সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে।
  - খাদ্য বিতরণের জন্য নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করতে ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতে হবে ।
  - এসজিবিভি চিহ্নিত করণ এবং প্রতিরোধ করতে পুরুষ এবং ছেলেদের সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - এসজিবিভি প্রতিরোধ, সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সকল সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমন, ওয়াশ (WASH),সুরক্ষা, শেল্টার এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে এবং এসজিবিভি এর বিষয়টি মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত (mainstream) করতে হবে।
  - নারী, কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের জন্য চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেইস (CFS)[11] এরমত আলাদা ও নিরাপদ স্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শিশুদের জন্যও সহজগম্য হবে।
  - যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের জন্য আলাদা এবং নিরাপদ স্থান স্থাপন করতে হবে।
  - অভিভাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরিকল্পিত নিরাপদ স্থান।
- লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক অবস্থা যেমন নাজুক অবস্থার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, এবং বিশ্লেষণ করতে হবে যেন যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং শিশু নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি কমানো যায় এবং সাড়া প্রদান করা যায়, পাশাপাশি মানব পাচার এর মত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিও যাতে রোধ করা যায়।[12]
- যখন একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা খাদ্য নিরাপত্তা কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয় ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য এসজিবিভি এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। একজন সারভাইভাকে (রেফারেল পাথওয়ে সহ) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মীদের সেবা প্রদানের সকল বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে; সেক্ষেত্রে কোথায় গেলে তারা

11. Refer to IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step guidance note and training tools (2018).

12 Refer to IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks, recognize signs and respond safely (2018).

সহায়তা পেতে পারে সে সম্পর্কে সারভাইভারকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ এর উপর দক্ষতা থাকতে হবে । যেখানে মানব পাচার এর মত নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকি নির্ধারণ এবং তা হ্রাস করণে ক্লাস্টার সদস্যরা খাদ্য নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দলকে সহায়তা করবে।

- খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে কমপক্ষে একটি করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে - জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিশু নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং এসজিবিভি।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সকল খাদ্য নিরাপত্তাকর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর মূলনীতি ও নির্দেশনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে যেমন - ১) নিরাপত্তা, ২) গোপনীয়তা, ৩) সম্মান, এবং ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেই সাথে এসজিবিভি সারভাইভার এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সেবা প্রদান নিশ্চিতের জন্য রেফার করার পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে ।

- যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের অথবা শিশুদের যারা নিজেদের নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেছে তাদেরকে যথাযথ সংস্থায় রেফার করার জন্য, খাদ্য নিরাপত্তা দলের সাথে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের, বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের তথ্য সংবলিত একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখতে হবে। নির্দিষ্ট ঝুঁকি যেমন মানব পাচার রোধে অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত করে তালিকা তৈরী করে রাখতে হবে।

- খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির সদস্য ও ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিকে, SGBV ও শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও মানব পাচারের মত নির্দিষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে যুক্ত করতে হবে। খাদ্যবিতরণ ও স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চলাকালীন SGBV, শিশু নিরাপত্তা, অন্যান্য ঝুঁকি নিরাপত্তা (যেমনঃ মানবপাচার) প্রতিরোধ ও সাড়াদানের বার্তা গুলো কমিউনিটিতে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে (যেমনঃ বিতরণের জন্য লাইনে সংলাপ/ পোস্টারে বার্তা প্রদান এবং শিশু ও কিশোরীদের জন্য অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা)। বার্তাগুলো অধিকার বিষয়ক ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করার তথ্য এবং নৈতিকতা, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও বৈষম্যহীন নীতি সংক্রান্ত হতে হবে।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান *(Prevention and response to sexual exploitation and abuse – PSEA)*

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মনুষের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ প্রদান ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমনঃ
  - অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।

- এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।
- অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।
- শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে।
- অভিযোগ কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণে, নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
- অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন।
- অভিবাসীরা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ পদ্ধতি গঠন করার জন্য ICRC-IFRC "Community Engagement and Accountability Guide" Ges Inter-Agency Standing Committee Gi ÒBest Practice Guide" ব্যবহার করতে হবে।

- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য মানুষের খাদ্য সেবা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে সহজ বোধ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের টাকা (অথবা ফিসমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি যারা খাবার বিতরণে সুযোগ-সুবিধা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) তাদেরকে যথাযথ ভাবে মনিটর করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হয়।

- যৌন নির্যাতন,অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান বিষয়ে কিভাবে অভিযোগ দেয়া যায় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আক্রান্ত কমিউনিটিকে অবহিত করার জন্য লিখিত, অডিও, দেখা যায় এমন, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যও তথ্যগুলো সহজবোধ্য হতে হবে।

- আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে মিল রেখে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান বিষয়ে তাদের কী কী দায়িত্ব রয়েছে সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের পিএসইএ (PSEA policy) নীতি মালায় স্বাক্ষর করতে হবে।

আচরণ বিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণ বিধিতে (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় (Child Protection Policy) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণবিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং নির্দেশনা সমূহ, সহজবোধ্য ভাবে তাদের উপযোগী করে প্রদান করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ধরণের আশংকা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই সম্মক জ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে (child-safe recruitment meaures) আমলে নিয়ে [13], সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়োগ দিতে হবে। এর মধ্যে তার প্রদানকৃত রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে [14.]।

13 For the IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with children will have been screened by 2020.

14 Challenges and options for improving recruitment processes in the context of Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by our own staf *https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf*

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ - WASH)

জরুরি অবস্থায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষামূলক সাড়াপ্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে, কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সবথেকে ভালো ভাবে সাড়া দিতে পারি সে বিষয়ে জানা। সে জন্যই, আমাদের একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ (Gender and Diversity Analysis) করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝে সে অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে সহায়তা করবে। নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যেমনঃ বয়স (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিষয় জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন সুরক্ষামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়।[15]

আদর্শমানদন্ড

মর্যাদা

- ওয়াশ এর সেবা সমূহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে আছেঃ
  - জনসাধারনের জেন্ডার পরিচয়ের ভিত্তিতে ল্যাট্রিন ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - ভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ যাদের চলাচলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের জন্য পৃথক ল্যাট্রিন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
  - ল্যাট্রিন ও গোসলখানায় লক করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
  - সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাদের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদের উপযোগী আলাদা ও নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে (যেমনঃ পোশাক পরিবর্তন ও গোসল করার জায়গা)
  - চলাচলের ক্ষেত্রে যাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারা যেন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বজায় রেখে এবং মর্যাদার সাথে ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর সমাধান হিসেবে ঢালু সিঁড়ি (র‍্যাম্প), প্রশস্ত দরজা, হাতল, পায়খানায় পর্যাপ্ত জায়গা, পায়খানায় বসার জায়গা ও কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। দরজার ভিতরের দিক থেকে বন্ধ ও লক করার ব্যবস্থাও রাখতে হবে।
  - গোপনীয়তা বা সামাজিক প্রয়োজনে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিউনিটির নারী ও পুরুষেদের সাথে পরামর্শ করে গ্রহণযোগ্য দুরুত্বে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

15. Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit (2018-2019)

- শিশুদের গোসল ও শৌচ কার্যে সাহায্য করতে কেয়ার গিভারদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু নিপীড়নের বিরুদ্ধে সুরক্ষার অংশ হিসেবে দরজার উপরি ভাগে খোলা জায়গা বা জানালার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

- সামাজিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্যানিটারি ও অন্তর্বাস সামগ্রী প্রজননকালীন বয়স সীমার মধ্যে থাকা নারী ও মেয়েদের মাঝে সংবেদনশীলতার সাথে সরবরাহ করতে হবে। এর মধ্যে আছেঃ
  - নারী সদস্যদের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - স্কুল সময় শেষ হওয়ার পরে কিংবা এমন কোন জায়গায় সরাসরি বিতরণ এর ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে মেয়েরা একসাথে থাকে।
  - যথাযথ বর্জ্য ফেলা বা রক্ষণাবেক্ষণের (কাপড় ধোয়া/ শুকানো) ব্যবস্থা করতে হবে। বিতরণের উদ্দেশ্যে উপকরণ সমূহ পরিষ্কার ও প্যাকেটজাত অবস্থায় রাখতে হবে।
  - পরিবেশগত প্রভাব ও অধিক মাত্রায় বর্জ্য হ্রাসকরণে ধোয়ার উপযোগী অন্তর্বাসের ব্যবস্থা করা সবচেয়ে ভালো উপায়, যা পরীক্ষিত।
  - মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে যথাযথ উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির উপকরণ গুলোর ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সঠিক ভাবে উপস্থাপনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে।
  - নারী ও কিশোরীদের, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের মধ্যে মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির উপর শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে পুরুষ এবং ছেলেদের জন্য পৃথক ভাবে সেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ওয়াশ কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ওয়াশ এর চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির পাশাপাশি কীভাবে শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী, মানসিক স্বাস্থ্যগত প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন ব্যক্তি এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্মান বজায় রেখে আচরণ করবেন সে বিষয়ে অবশ্যই সংবেদনশীল হবেন (**ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)।

অভিগম্যতা

- সকল জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা ভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের ব্যক্তিগণ ওয়াশের কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে কী কী ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- ওয়াশ কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত করতে হবে যে,সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই সেবা পাবেন, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অভিবাসীদেরকে আরো ঝুঁকিগ্রস্ত করে তোলা যাবেনা। অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ ভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন ।

- ওয়াশ কার্যক্রম মূল্যায়ন, ম্যাপিং এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার সক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহ কমপক্ষে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভিত্তিক মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।

- নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এমন ভাবে স্থান নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও স্থাপন করতে হবে যেখানে সবাই নিরাপদে ব্যবহারের সুযোগ পায়, বিশেষ ভাবে প্রবীণ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখেই স্থানটি নির্ধারণ করতে হবে।

- নারী, শিশু, বয়স্ক মানুষ ও অন্যান্য ব্যক্তি যাদের সামর্থ্যের দিক থেকে বা চলাচলের দিক থেকে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের জন্য উপযুক্ত পানি ধারণকৃত পাত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

- পানি সংগ্রহ করে আনার জন্য অত্যাধুনিক ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায় এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা উচিত। যেমনঃ পানির কন্টেইনার বহন করে না এনে চাকার মত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনা।

- স্যানিটারি উপকরণ খানা ভিত্তিক না দিয়ে ব্যক্তিকে সরবারাহ করতে হবে। প্রতিবন্ধী নারী ও প্রতিবন্ধী কিশোরী এবং নারী ও কিশোরী যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, তাদের নিকট উপকরণ পৌঁছানোর জন্যে বিতরণের সময় যথাযথ পন্থা বের করা উচিত। পারিবারিক কলহ ও দাসত্ব বা অন্যান্য এসজিবিভি নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

- ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে তাদের ওয়াশ (WASH) বিষয়ক অধিকার সম্পর্কে অবগত করতে হবে। বিতরণকেন্দ্র, ক্যাম্প/শেল্টার সাইট তার আশে পাশে সকল জায়গায় যেখানে সকল জেন্ডার এর, বিভিন্ন বয়সের, প্রতিবন্ধীতা রয়েছে এমন ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ থাকেন সেখানে এই তথ্য সহজে বোধগম্য উপায়ে ব্যাপক ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে যুক্ত হতে পারে ব্রেইল, ভিজ্যুয়াল ফরমেট (যেমনঃ ছবি বা পোস্টারে বড় ফন্টের ব্যবহার), উপযুক্ত ভাষা, অডিও ফরমেট (যেমনঃ রেডিও সম্প্রচার) অথবা সহজে পাঠযোগ্য উপায় সমূহ। সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বিভিন্ন বয়সের মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ব্যক্তিদের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করতে হবে।

অংশগ্রহণ

- অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরণার্থী, এবং অন্যন্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং ওয়াশ (WASH) ভিত্তিক কার্যক্রম ও কর্মসূচীতে থেকে সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের অবগত করতে হবে।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন ও তার অবস্থা, তাদের চাহিদা, উদ্বেগ, এবং চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ করে চিহ্নিত করতে হবে যেন, ওয়াশ কার্যক্রম ও সেবা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারের

ভিত্তিতে সেসব অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- নারী ও কিশোরী, প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়ে এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নারীদের সাথে কমিউনিটির রীতিনীতি, ও তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও ওয়াশ সম্পর্কিত কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শ করতে হবে। এর মধ্যে যা যা থাকবে তা হলঃ
  - ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা ও শিশু স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন
  - পানি সংগ্রহ, মজুদ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বসমূহ
  - মাসিকের কাপড় বা প্যাড বর্জ হিসেবে সঠিক ভাবে নিষ্পত্তি করণ ।
  - নিরাপদপানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি ভিত্তিক সেবা ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- পরীক্ষা, সাড়াদান, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন দল গুলোতে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ যার মধ্যে ভাষাগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও রয়েছে, সেসকল মানুষদের নিয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব মূলক দল রাখতে হবে।

- ওয়াশ ভিত্তিক চাহিদা মূল্যায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন অভ্যাস ও রীতিনীতি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

- জেন্ডার,বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের পানি ও স্যানিটেশনের অবকাঠেমো ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের কৌশল শেখার সমান সুযোগ থাকতে হবে।

- কমিউনিটির পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা কমিটি গুলোতে সকল জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের একই কমিটিতে থাকা সাংস্কৃতিক ভিন্নতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আলাদা কমিটি গঠন করতে হবে যেন ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির মানুষের স্বতন্ত্র ওয়াশ সম্পর্কিত চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কার্যক্রম গুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণমূলক হওয়া যাবে না এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে, একক-প্রধান পরিবারের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বয়স্ক ব্যক্তিদের, কিশোর-কিশোরীদের, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী মহিলা, এইচআইভি/ এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য যেসকল বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং দূর করতে হবে। এর মধ্যে থাকতে পারেঃ
  - আলোচনা/মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা।
  - সুরক্ষিত এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান এবং ভেন্যু নির্বাচন করা।

- সাহায্যকারী বা কেয়ারগিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দোভাষী নিয়োগ দেওয়া।
- একই জেন্ডার পরিচয়ের প্রশিক্ষক নিশ্চিত করা।
- শিশু পরিচর্যা এবং শিশুদের খেলার জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করা।

- ওয়াশ (WASH) নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে; নারী সংগঠন, কিশোর-কিশোরী ফোরাম এবং জীবিকা কার্যক্রম গুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হবে যেন সমন্বিত প্রোগ্রাম ও সুযোগগুলো ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে যেন দীর্ঘ-মেয়াদী সেবা দিতে পারে।

- কমিউনিটি সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে, মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য এডভোকেটিং করা পরামর্শ করা এবং / অথবা বিদ্যমান সেবার মনিটরিং করার পাশাপাশি কোথায় গেলে তাদের সেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে সেই তথ্য প্রদান করা।

সুরক্ষা

বিভাগ ভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের মানুষের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে সকলের জন্য ওয়াশ কর্মসূচি সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ মূল্যায়ন করতে হবে ।

- নিরাপদ ওয়াশ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই আসতে নিরাপদ বোধ করেন। সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ
  - সেবাসমূহে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও গোপানীয়তার ব্যবস্থা রাখতে হবে, ভিতরের লক ব্যবস্থা রাখতে হবে, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং আশ্রয় স্থলের নিকটবর্তী দূরত্বে রাখতে হবে যেন সহজে ব্যবহার করা যায়।
  - ল্যাট্রিন ও গোসলের স্থান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আলাদা থাকবে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের সুরক্ষা ও ওয়াশ সংক্রান্ত সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা গুলো মূল্যায়ন করতে হবে।
  - পানির উৎস এমন অবস্থানে থাকতে হবে যেন অপ্রয়োজনীয় দুরত্ব অতিক্রম করতে না হয় এবং সে অবস্থানটি কমিউনিটির মানুষ নিরাপদ মনে করবেন। স্ফিয়ার গাইড অনুসারে,খানা থেকে পানির উৎসের অবস্থানের দুরত্ব ৫০০ মিটারের অধিক হবেনা।
  - জেন্ডার এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার (হাইজিন) উপকরণ সমূহ বিতরণ করতে হবে।

— দিনের বেলায় বিতরণ করতে হবে এবং বিতরণ স্থল এমন জায়গায় হবে যেখানে যাতায়াতে নারীও কিশোরীরা নিরাপদ বোধ করেন।

যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা

- ওয়াশ কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত, বৈষম্যমূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক বদ্ধ মূলধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করার পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি জেন্ডার ও অন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।

- যারা এসজিবিভি সহিংসতার সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদেরকে ওয়াশ ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা এবং পরিষেবা সমূহের অবস্থান, নকশা প্রণয়ন, কাঠামো গঠন, এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছেঃ

  — নারী ও নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্ন ভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দলের সাথে, যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল গোষ্ঠী এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থা গুলোর সাথে নিয়মিত সহযোগী হয়ে কাজ করতে হবে।

  — ওয়াশ সুবিধাদি এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিশ্চিতের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে যেন, নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সেবা গ্রহণের জন্য নিরাপদ বোধ করে।

  — এসজিবিভি প্রতিরোধের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পুরুষ এবং ছেলেদের সক্রিয় ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

  — এসজিবিভি প্রশমন ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সকল সংশ্লিষ্ট সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমনঃ স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শেল্টার এবং সেটেলমেন্ট কার্যক্রমের, মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

  — নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং শিশু বান্ধব নিরাপদ এবং পৃথক [16] স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

  — ক্ষেত্র বিশেষে যারা ঝুঁকির মধ্যে আছেন যেমন যৌন ও জেন্ডারের ভিত্তিতে যারা সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আছেন তাদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ স্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে।

  — অভিভাবকহীন অথবা বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য পরিকল্পিত, নিরাপদ স্থান সহ আনুষাঙ্গিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে নাজুক অবস্থার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে; তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে যেন যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং শিশু নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি কমানো যায় এবং সাড়া প্রদান করা যায়; পাশাপাশি মানব পাচার এর মত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিও যাতে রোধ করা যায় ।[17]

- যখন একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা ওয়াশ কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয় ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য (রেফারেল পাথ ওয়ে সহ) SGBV এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। একজন সারভাইভাকে সেবাপ্রদানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে; কোথায় গেলে তারা সহায়তা পেতে পারেন সে সম্পর্কে সারভাইভারকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে । যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে যেমন মানব পাচার, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো হ্রাস করণে ক্লাস্টার সদস্যরা ওয়াশ দলকে সহায়তা করবে ।

- ওয়াশ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের উল্লেখিত বিষয়ে কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবেঃ জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিশুর নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সকল ওয়াশ কার্যক্রমের কর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর মূলনীতি সমূহ - ১) সুরক্ষা ২) গোপনীয়তা ৩) সম্মান ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেই সাথে এসজিবিভি সারভাইভার যার মধ্যে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত তাদের রেফার করার পদ্ধতি, সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা ওয়াশ কর্মসূচীতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা নতুন তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখবেন যেন এসজিবিভি সারভাইভার অথবা শিশুদের তাদের কাছে দ্রুত রেফার করা যায়। নির্দিষ্ট ঝুঁকি যেমন মানব পাচাররোধে অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত করে তালিকা তৈরী করে রাখতে হবে।

- মানব পাচারের মত অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমনে ওয়াশ কমিটির সদস্য ও ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে এসজিবিভি ও শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে যুক্ত করতে হবে।

16 আইএফআরসি এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেসেস এর ধাপে ধাপে দেওয়া নির্দেশিকা টিকা এবং প্রশিক্ষণ টুল দেখুন (২০১৮) ।

17 আইএফআরসি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইন দ্য কন্টেক্সট অফ মাইগ্রেসন ট্রেইনার টুলকিট দেখুন। কীভাবে ঝুঁকি হ্রাস, লক্ষণ সনাক্তকরন ও নিরাপদ সাড়াদান করা যায়।

- এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন মানব পাচার ইত্যাদি রোধ এবং সাড়াদান সংক্রান্ত বার্তা কমিউনিটিতে তথ্য প্রচার কার্যক্রমে রাখতে হবে যেমনঃ ওয়াশ ভিত্তিক উপকরণ সামগ্রী বিতরণ চলাকালীন লাইনে কথোপকথন বা পোস্টারের মাধ্যমে বার্তা। যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশ ফ্যাসিলিটি স্থাপন করা হচ্ছে বা পুনর্বাসনকরা হচ্ছে অথবা যেখানে ওয়াশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ হচ্ছে সেসকল জায়গায় বার্তাসমূহ প্রচার করতে হবে। বার্তাসমূহে অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং নীতিসঙ্গত, নিরাপদ, গোপনীয়, বৈষম্যহীন সেবাপ্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে রিপোর্ট করার পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা

যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (Prevention and response to sexual exploitation and abuse – PSEA)

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ প্রদান ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। যেমনঃ
  - অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।
  - এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।
  - অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।
  - শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। অভিযোগ কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন।
  - এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অস্থায়ী ভাবে বসবাস করা অভিবাসী যারা বিভিন্ন অনিয়মিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয়।
- কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ পদ্ধতি স্থাপন করার জন্য ICRC-IFRC "Community Engagement and Accountability Guide" এবং Inter-Agency Standing Committee এর "Best Practice Guide" ব্যবহার করতে হবে।

- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য ওয়াশ ভিত্তিক পরিষেবা পাবার অধিকার সম্পর্কে সহজ বোধ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের টাকা (অথবা ফি সমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি যারা ওয়াশ ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) তাদেরকে যথাযথ ভাবে মনিটর করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হন।

- যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান বিষয়ে কিভাবে অসদাচরণের ব্যাপারে অভিযোগ দেয়া যায় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিতে লিখিত, অডিও, দেখা যায় এমন, এবং সহজে পড়া যায় এমন তথ্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় সকলের জন্য সহজ লভ্য করতে হবে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে ।

- আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে মিল রেখে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন এবং অসদাচরণ রোধ ও সাড়াদানে (PSEA) কী কী দায়িত্ব রয়েছে সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন এবং অসদাচরণ রোধ ও সাড়াদান নীতিমালায় (PSEA) স্বাক্ষর করতে হবে।

আচরণবিধি ও শিশু নিরাপত্তা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণবিধিতে (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা (Child Protection Policy) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণবিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং নির্দেশনা সমূহ সহজ বোধ্য ভাবে তাদের উপযোগী করে প্রদান করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ধরণের আশঙ্কা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকলকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই সম্মকজ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে (child-safe recruitment meaures) আমলে নিয়ে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়োগ [18] দিতে হবে। এর মধ্যে তার প্রদানকৃত রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[19]

18 For the IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with children will have been screened by 2020.

19 আইএফআরসি এর ক্ষেত্রে, শিশু নিরাপত্তা আইন এ ২০২০ এর মধ্যে ১০০% কর্মী যারা শিশুদের সাথে সংস্পর্শে থাকে তাদের ২০২০ এর মধ্যে বাছাই করা।

আশ্রয় (Shelter)

জরুরি অবস্থায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষামূলক সাড়াপ্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সব থেকে ভালো ভাবে সাড়া দিতে পারি সে বিষয়ে জানা। সেজন্যই, আমাদের একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ (Gender and Diversity Analysis) করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝে সে অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে সহায়তা করবে । নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যেমনঃ বয়স (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিষয় জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন সুরক্ষামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়। [20]

আদর্শমানদন্ড

মর্যাদা

- জমির নকশা পরিকল্পনা, গৃহ এবং যৌথ আশ্রয় প্রকল্পের নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল বাসিন্দাদের জন্য সর্বোচ্চ গোপনীয়তা, সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

- প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংখ্যালঘু সহ সকল বাসিন্দাদের জন্য আশ্রয়ণ পরিকল্পনা ও নকশা সামাজিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

- আশ্রয়ণ অবকাঠামো গত এবং পাবলিক সুবিধাদিতে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও গোপনীয়তার ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন নারী ও মেয়েরা মাসিক সংক্রান্ত পরিচ্ছন্নতার উপকরণ পরিবর্তন এর জন্য স্থানটি ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, গোপনীয় পৃথক স্থান এবং লকযুক্ত দরজার (ভেতরের দিকসহ) ব্যবস্থা করতে হবে।

- কোন একটি ধর্ম বা বিশ্বাসকে প্রাধান্য না দিয়ে সকলের জন্য প্রার্থনা, ধ্যান ও শাস্ত্রীয় আচার পালনের জায়গা রাখতে হবে।

- গঠন অনুসারে গৃহের অভ্যন্তরীণ বেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রত্যেক পরিবারকে সরবারহ করতে হবে যেন বিভিন্ন বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও জেন্ডার ভেদে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত ভাবে অভ্যন্তরীণ বিভাজন তৈরী করতে পারেন। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের

20 Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit (2018–2019).

জন্য পৃথক নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে (যেমন একজন সাহায্যকারী বা কেয়ার গিভারের দ্বারা প্রদত্ত সহায়তার জন্য গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে) যেন তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।

- যৌথ আশ্রয়ণের ক্ষেত্রে, পরিবার বা ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠী যেমন নিসঃঙ্গ নারী,অভিভাবকহীন ও বিচ্ছেদ হওয়া শিশু বা যারা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর সাথে অবস্থান করছে তাদের ব্যক্তিগত ও গৃহের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পর্দা দেওয়ার উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

- গৃহের আকার, নকশা করার ক্ষেত্রে পরিবারের আকার বিবেচনায় রাখতে হবে, এবং বড় পরিবার গুলোকে সে অনুযায়ী স্থানের সংকুলান দিতে হবে এবং আশ্রয়গুলোতে পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে যেন তাদের মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান নিশ্চিত হয় এবং প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি কাজ কর্ম সন্তোষজনক ভাবে শুরু করতে এবং জীবিকা অনুসন্ধানে সহায়ক হয়।

- আশ্রয়ের পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্থদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং মর্যাদা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে পর্যাপ্ত তাপ অনুকুল, বিশুদ্ধ বাতাস ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

- আশ্রয় কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং আশ্রয়ের চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির পাশাপাশি কীভাবে শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী, মানসিক স্বাস্থ্যগত প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন ব্যক্তি এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্মান বজায় রেখে আচরণ করবেন সে বিষয়ে অবশ্যই সংবেদনশীল হবেন (**ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)।

অভিগম্যতা

- সকল জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের মানুষ ভেদে আশ্রয় কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে কী কী ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন বা হতে পারেন তা ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- আশ্রয় কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত করতে হবে যে, সব থেকে বেশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেবা পাবেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অভিবাসীদেরকে আরো ঝুঁকিগ্রস্ত করে তোলা যাবেনা। অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

- যারা ভূমিহীন মানুষ বিশেষ করে যারা বস্তি বা অন্যান্য অস্থায়ী জায়গায় বসবাস করছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে আশ্রয়ের জন্য বাছাই ও অগ্রাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশু ও কিশোরীসহ গৃহহীন মানুষ বা যারা রাস্তায় বসবাস করেন তাদেরকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

- আশ্রয় কার্যক্রম মূল্যায়নে, ম্যাপিং করা এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার ক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহকে কমপক্ষে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভিত্তিক মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।

- গৃহায়ন আইন ও নীতিমালা এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যেন কারা ভূমির অধিকার পাবে, উত্তরাধিকার সূত্রে কিভাবে হস্তান্তর করা হবে, স্থানান্তর ও প্রত্যাবর্তনে অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, কিভাবে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যায় এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রক্রিয়া যেন সবার জন্য উন্মুক্ত হয় তা বিবেচনায় রাখতে হবে। রাষ্ট্রহীন মানুষ, যারা জমির মালিকানা নিতে সক্ষম নন তাদেরকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

- অধিক বৈষম্যের শিকার হবার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি, যেমন নারী ও শিশু-প্রধান পরিবার, বয়স্ক মানুষ, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু, রাষ্ট্রহীন, অভিবাসী, অভিভাবকহীন বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আশ্রয় রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

- জরুরী পরিকল্পনা ও সম্পূর্ণ ক্যাম্প পরিকল্পনার জন্য সর্বজনীন প্রচলিত পরিকল্পনা বিবেচনায় রাখতে হবে। সকল আশ্রয় ও কাঠামোগুলো পরিকল্পনা বাস্তাপনের ক্ষেত্রে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের জন্য সেখানে সুগম প্রবেশ ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেঃ

  — বের হওয়ার পথে সিঁড়ি না দেওয়া বা সিড়ির উচ্চতা কমাতে হবে এবং সকল সিঁড়ি ও ঢালু পথে হাতলের ব্যবস্থা করতে হবে।

  — যেসব বাসিন্দাদের হাঁটা ও দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের জন্য নিচ তলায় থাকার ব্যবস্থা করতে হবে যা প্রবেশ পথের নিকটবর্তী হবে।

  — আশ্রয়ণ এমন স্থানে নির্মাণ করতে হবে যেন পরিষেবা সরবরাহকরণ ক্যাম্প এর নিকটবর্তী হয় এবং মানুষ সহজেই সেবা গ্রহণ করতে পারে।

  — চলাচলে সীমাবদ্ধ রয়েছে এমন মানুষদের জন্য ক্যাম্প ভিত্তিক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা সমূহ গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্য সমূহ বোধগম্য উপায়ে প্রদান করতে হবে।

  — অভ্যন্তরীণ নকশায় রান্নার, ধোয়া-মাজা ও ঘুমানোর উপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে তাদের আশ্রয় বিষয়ক অধিকার সম্পর্কে অবগত করতে হবে। বিতরণ স্থল, ক্যাম্প/শেল্টার সাইট তার আশেপাশে সকল জায়গায় যেখানে সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ বয়স, প্রতিবন্ধী ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ থাকে সেখানে এই তথ্য সহজে বোধগম্য উপায়ে ব্যাপক ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে যুক্ত হতে পারে ব্রেইল, ভিজ্যুয়াল ফরমেট (যেমনঃ ছবি বা পোস্টারে বড় ফন্টের ব্যবহার), উপযুক্ত ভাষা, অডিও ফরমেট (যেমনঃ রেডিও সম্প্রচার) এবং সহজে পাঠযোগ্য উপায়।

- আশ্রয় কর্মসূচিতে নিযুক্ত সকল কর্মীদের উচিত দুর্যোগ সম্পর্কিত আশ্রয় ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা অথবা পরিচালনার প্রতিবন্ধকতা গুলো সম্পর্কে অবগত থাকা এবং দুর্যোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় গৃহায়নের ওপর জ্ঞান থাকা; পাশাপাশি তারা যে দেশে কাজ করে সেখানকার স্থানীয় ভূমি ও সম্পত্তি আইন সম্পর্কে জানা। আশ্রয় কর্মসূচি কার্যকর ভাবে ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে বাস্তবায়ন করতে এবং অধিকতর নাজুকদের আশ্রয়ের চাহিদা পূরণ করতে এই জ্ঞানগুলো থাকা বাধ্যতা মূলক। যতদূর সম্ভব, দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান পরিকল্পনার জন্য আইএফআরসি র‍্যাপিড টেনিউওর এসেসমেন্ট গাইডলাইন ব্যবহার করা উচিত।

- যেখানে ক্ষতি বা বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি কমাতে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম পুনঃরায় চালু করার সুযোগ করে দিতে হবে।

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বিভিন্ন বয়সের মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ব্যক্তিদের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করতে হবে।

অংশগ্রহণ

- অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরনার্থী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং আশ্রয়ণ (Shelter) ভিত্তিক কার্যক্রম ও কর্মসূচী থেকে সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের অবগত করতে হবে।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের সাথে আশ্রয়ণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট চাহিদা, উদ্বেগ, এবং ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাপনা ও মেয়াদ সম্পর্কিত বিষয় সমূহ অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে পরামর্শ করে চিহ্নিত করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যাদি আশ্রয়ণ প্রোগ্রাম এর সকল সুবিধা, পরিষেবা এবং কার্যক্রম পরিকল্পনায় যুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় সক্ষমতা কাজে লাগাতে হবে ও গৃহ নির্মাণে কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে।

- বিভিন্নদলের সহয়তায় গৃহের মান ও নকশা এবং জরুরী অবস্থায় বাসস্থানের নকশা কেমন হবে তা পরিকল্পনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যারা গৃহে অধিক সময় কাটান (যেমনঃ নারী, নারী প্রধান পরিবার, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু ও প্রতিবন্ধী) এবং যারা বাসস্থানকে জীবিকার জন্য ব্যবহার করেন তাদের মতামতকে ও প্রাধান্য দিতে হবে।

- বাসস্থানের ব্যাপারে স্থানীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি, ভূমি ও সম্পত্তি অধিকারের বিষয়সমূহ এবং কিভাবে সকল জেন্ডার পরিচয়, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট ভেদে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তা অনুধাবনের জন্য ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে।

- নিরীক্ষণ, সাড়াদান, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন দল গুলোতে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা ভাষাগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও রয়েছে, সে সকল মানুষদের নিয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক দল রাখতে হবে। চাহিদা মূল্যায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন অভ্যাস ও রীতিনীতি বিবেচনা করতে হবে যাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

- কমিউনিটি আশ্রয়ণ কমিটি অথবা সমকক্ষ কমিটি গুলোতে সকল জেন্ডার ,বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সামাঞ্জস্যপূর্ণ/ প্রতিনিধি রাখতে হবে; যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডারের মানুষের একই কমিটিতে থাকা সাংস্কৃতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আলদা কমিটি গঠন করতে হবে যেন ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার পরিচিতির মানুষের স্বতন্ত্র আশ্রয়ণ সম্পর্কিত চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। কার্যক্রম গুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণমূলক হওয়া যাবে না এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাধানের মধ্যে রয়েছে, একক-প্রধান পরিবারের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বয়স্ক ব্যক্তিদের, কিশোর-কিশোরীদের, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী নারী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থবহ অংশগ্রহণের জন্য যেসকল বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং দূর করা । এর মধ্যে থাকতে পারেঃ
  - আলোচনা/মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা।
  - সুরক্ষিত এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান বা ভেন্যু নির্বাচন করা।
  - সাহায্যকারী বা কেয়ারগিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার ব্যবস্থা করা।
  - বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দোভাষী নিয়োগ দেওয়া।
  - একই জেন্ডার পরিচয়ের প্রশিক্ষক নিশ্চিত করণ।
  - শিশু পরিচর্যা এবং শিশুদের খেলার জন্য নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করা।
- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের আশ্রয়ণ কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকার সমান সুযোগ রাখতে হবে। যেখানে এমনটা করা কঠিন হবে, সেখানে কমিউনিটির সাথে পরামর্শ উপযুক্ত জেন্ডারের প্রতিনিধি যুক্ত করে তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেমন, নারী কর্মীদের স্থান দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।

সুরক্ষা

বিভাগ ভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আশ্রয়ণ সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

- নাজুক জনগোষ্ঠী যেমনঃ শিশু, অভিভাবকহীন ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, মহিলা ও মেয়ে, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ঝুঁকি মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে বাসস্থনের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন করতে হবে।

- নিরাপদ আশ্রয় সেবার ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকল জেন্ডার এর মানুষ, বয়স প্রতিবন্ধিতা, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই সেখানে বসবাস করতে নিরাপদ বোধ করেন। সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ
  - বাসস্থানের নিরাপত্তার জন্য ভিতরে লক এর ব্যবস্থা করতে হবে, বাসস্থানের চার পাশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে যার মধ্যে ল্যাট্রিন ও গোসল খানার জায়গা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
  - আশ্রয়ের প্রবেশ পথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
  - উঁচু জানালার ব্যবস্থা করতে হবে যেন বাইরে থেকে ভিতরে দেখা না যায়।
  - পায়খানা ও গোসলের জায়গাগুলো পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা হতে হবে এবং নিরাপদ সেবা গ্রহণের জন্য অন্যান্য জেন্ডার পরিচিয়ের মানুষদের চাহিদা মূল্যায়ন করতে হবে।
  - আশ্রয়গুলো এমন জায়গায় হতে হবে যেন তা বাসস্থান সমূহের নিকটবর্তী হয় এবং মানুষ সব সময় সেখানে নিরাপদ বোধ করেন। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাসস্থান সার্ভিস পয়েন্টের নিকটবর্তী (যেমনঃ খাদ্য ও ওয়াশ ফ্যাসিলিটির নিকটবর্তী) রাখতে হবে। গোসলের ক্ষেত্রে সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করা যেন গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় এবং সেক্ষেত্রে যৌন ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচিয়ের ব্যক্তিদের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।
  - অধিক ভিড় ঠেকানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।
  - নিরাপদ জ্বালানিকাঠ এবং গৃহস্থালির অন্যান্য জ্বালানি শক্তির উৎস নিশ্চিত করতে হবে।
  - যেসব বাসস্থানে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করছেন সেখানে এলকোহল ও অন্যান্য অবৈধ জিনিস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
  - সকল দর্শনার্থীকে সাইন করে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হবার সময় সাইন করতে হবে।
- যখন স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্য সাইট নির্ধারণ করা হবে তখন স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ঝুঁকি এড়াতে ভূমির ব্যবহারের স্থানীয় রীতিনীতি সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান থাকবে।

- শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সহিংসতা ঝুঁকি কমাতে আশ্রয়ের বাসিন্দাদের জন্য আচরণ বিধির

উপর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা নিরসনে কমিউনিটির উচিত আচরণ বিধির উপর সম্মতি প্রদান করা।

যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ ও সাড়া দান এবং শিশু নিরাপত্তা

- আশ্রয়ের কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত, বৈষম্যমূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে কর্ম পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি জেন্ডার ও অন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।

- যারা যৌন সহিংসতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদেরকে এভাকুয়েট সেন্টার, আশ্রয় ভিত্তিক পরিষেবা সমূহ এবং অস্থায়ী আশ্রয়ণের অবস্থান, নকশা প্রণয়ন, কাঠামো গঠন, এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

- এ এসজিবিভি এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
  - নারী অথবা/এবং নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্নভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দলের সাথে, যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল গোষ্ঠীর সাথে এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থা গুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। আশ্রয় ও এই সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণের জন্য নিরাপদ স্থান নির্ধারন করতে ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতে হবে।
  - এসজিবিভি কে চিহ্নিত করতে সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পুরুষ এবং ছেলেদেরকে সক্রিয় ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - এসজিবিভি প্রশমন ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সব সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমন নিরাপত্তা, ওয়াশ এবং স্বাস্থ্য এর মধ্যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের সাথে সমন্বয় এর ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
  - নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং শিশু বান্ধব[21] আলাদা নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলে সুবিধাগ্রহণ করতে পারে।
  - যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের জন্য আলাদা এবং নিরাপদ স্থান স্থাপন করতে হবে।
  - অভিভাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মধ্যে নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থান অন্তর্ভুক্ত।
- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিত্তিক নাজুক অবস্থার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যেন যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং শিশু নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করা যায়, হ্রাসকরা যায় এবং সে অনুযায়ী সাড়াপ্রদান করা যায়; পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঝুঁকি যেমন, মানব পাচার রোধ করা যায় [22]।

21 Refer to IFRC and World Vision Child Friendly Spaces step-by-step guidance note and training tools (2018).

22 Refer to IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks, recognize signs and respond safely (2018).

- আশ্রয়ের উপকরণ বরাদ্দকরণ ও আশ্রয় নির্মাণের সময় এসজিবিভি ও শিশু সুরক্ষা ঝুঁকি কমানোর কার্যক্রম গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছেঃ
  - — স্থান এবং ঘনত্ব বিবেচনার জন্য স্পেয়ার স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করতে হবে
  - — এসজিবিভি ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সাময়িক বাসস্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে
  - — গৃহের উপকরণগুলো এমন হতে হবে যাতে বাইরে থেকে ভেতরের অবস্থা বুঝা না যায়
- যখন একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা আশ্রয় কর্মসূচির কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয় ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য (রেফারেল পাথওয়ে সহ) এসজিবিভি এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। একজন সারভাইভাকে সেবা প্রদানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে কর্মীদের প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে; কোথায় গেলে তারা সহায়তা পেতে পারেন সে সম্পর্কে সারভাই-ভারকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে যেমন মানব পাচার, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো হ্রাস করণে ক্লাস্টার সদস্যরা আশ্রয় কর্মসূচির দলকে সহায়তা করবে।

- আশ্রয় খাতের সাথে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবেঃ জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিশুর নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বা এসজিবিভি।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সকল আশ্রয় কর্মসূচীর কর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর নির্দেশনা মূলক নীতি সমূহ ১) সুরক্ষা ২) গোপনীয়তা ৩) সম্মান ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেই সাথে এসজিবিভি সারভাইভার যার মধ্যে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত তাদের রেফার করার পদ্ধতি, সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

- সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক যারা আশ্রয় কর্মসূচীর ও সাড়াদানে নিয়োজিত রয়েছেন তারা নতুন তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনো-সামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখবেন যেন এসজিবিভি সারভাইভার অথবা শিশুদের তাদের কাছে দ্রুত রেফার করা যায়। নির্দিষ্ট ঝুঁকি যেমন মানবপাচার রোধে অভিজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ যারা কাজ করছেন তাদের চিহ্নিত করে তালিকা তৈরী করে রাখতে হবে।

- মানবপাচারের মত অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমনে আশ্রয় কমিটির সদস্য ও ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে এসজিবিভি ও শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে যুক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন মানব পাচার ইত্যাদি রোধ এবং সাড়াদান সংক্রান্ত বার্তা, রেজিস্ট্রেশন পয়েন্ট ও কমিউনিটিতে তথ্য প্রচার কার্যক্রমে রাখতে হবে যেমন -আলোচনা, পোস্টারের মাধ্যমে বার্তা।

- বার্তাসমূহে অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং নীতিসঙ্গত, নিরাপদ, গোপনীয়, বৈষম্যহীন সেবাপ্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে রিপোর্ট করার পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা

যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (Prevention and response to sexual exploitation and abuse – PSEA)

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং প্রেক্ষাপটের মানুষের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ প্রদান ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমনঃ
  - অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।
  - এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।
  - অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।
  - শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে।
  - অভিযোগ কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
  - অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন।
  - এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অস্থায়ী ভাবে বসবাস করা অভিবাসী যারা বিভিন্ন অনিয়মিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয়।

- কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ পদ্ধতি স্থাপন করার জন্য ICRC-IFRC "Community Engagement and Accountability Guide" এবং Inter-Agency Standing Committee এর "Best Practice Guide" ব্যবহার করতে হবে।

- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য মানুষের আশ্রয়ণ সেবা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের টাকা (অথবা ফি সমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি যারা খাবার বিতরণে সুযোগ-সুবিধা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) তাদেরকে যথাযথ ভাবে

মনিটর করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হয়।

- যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান ক্ষেত্রে কিভাবে অভিযোগ দেয়া যায় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আক্রান্ত কমিউনিটিতে লিখিত, অডিও, দেখা যায় এমন এবং সহজে পড়া যায় এমন উপায়ে ব্যবস্থা করতে হবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

- আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA) এবং তাদেরকী কী দায়িত্ব রয়েছে সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের PSEA নীতিমালায় স্বাক্ষর করতে হবে।

আচরণবিধি ও শিশু সুরুক্ষা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণবিধিতে (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় স্বাক্ষর (Child Protection Policy) করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণবিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ এবং নির্দেশনা সহজবোধ্য ভাবে এবং সহজে পাওয়া যায় এমন পদ্ধতিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কোন ধরণের আশংকা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকলকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই সম্মক জ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে (child-safe recruitment meaures) আমলে নিয়ে সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ দিতে হবে। এর মধ্যে তার প্রদানকৃত [23] রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[24]

23 For the IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with children will have been screened by 2020.

24 Challenges and options for improving recruitment processes in the context of Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by our own staff *https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf*

জীবিকা (Livelihoods)

সর্বব্যাপী এবং সুরক্ষিত উপায়ে জরুরি ভিত্তিতে সাড়াপ্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে, কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সবথেকে ভালোভাবে সাড়া দিতে পারি সে বিষয়ে জানা। এটা করার জন্য আমাদের একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝতে এবং সাড়া প্রদান করতে সাহায্য করবে। নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী যেমনঃ বয়স, (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা, এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিষয় জেন্ডার এবং বৈচিত্র্যতা বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন, সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম সুনিশ্চিত করা যায়।[25]

আদর্শমানদন্ড

মর্যাদা

- জীবিকা নির্বাহের কার্যক্রম গুলো সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে এবং সকল জেন্ডার এর মানুষ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা ও ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ রাখতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ
  - প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছেদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।
  - জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উৎসের ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই গ্রহণ করতে পারে; বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বিবেচনা করে বিকল্প উৎসের পর্যাপ্ততা রাখতে হবে।
  - নারী ও মেয়েরা যেসব অবৈতনিক কাজ করে তা বিবেচনায় রাখতে হবে এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জীবিকা নির্বাহের কার্যক্রমে শিশুদের দেখাশুনা করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জীবিকা কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা অবশ্যই জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং তাদের জীবিকা সম্পর্কিত চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হবেন এবং কীভাবে শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, বৌদ্ধিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভিত্তিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন ব্যক্তি এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে সম্মান বজায় রেখে আচরণ করবেন সে বিষয়ে সংবেদনশীল হবেন (**ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)।

25 Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit (2018–2019).

অভিগম্যতা

- সকল জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ভেদে মানুষ জীবিকার সুযোগ সুবিধা গ্রহণে কী কী ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-
  - জীবিকা সম্পর্কিত কমিউনিটির বৈষম্যমূলক রীতিনীতি ও চর্চা যেমন- উৎপাদনশীল সম্পদের মালিকানার সুযোগ (জমি, ঋণ ইত্যাদি)।
  - জীবিকার সাথে সম্পর্কিত যেমন-কাজের অনুমতি, ঋণ সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক স্থানীয় বা জাতীয় আইন।
  - জেন্ডার ভিত্তিক সে সকল রীতিনীতি সমূহ যা নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য জেন্ডারের ব্যক্তিদের অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো সামাজিক বা এথনিক গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট ধরণের কাজ করতে বাধা দেয়।
  - জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, জাতিগত পরিচয়, বিশ্বাস এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য।
- জীবিকা কর্মসূচী এমনভাবে পরিকল্পনা ও উপযোগী করে গ্রহণ করতে হবে যেন সকল জেন্ডার , বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং ভিন্নভিন্ন পরিচয়ের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই উপযুক্ত উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
- জীবিকা কর্মসূচীর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত করতে হবে যে সব থেকে বেশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধু মাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেবা পাবেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অভিবাসী-দেরকে আরো ঝুঁকিগ্রস্থ করে তোলা যাবে না। (অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ ভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন)
- জীবিকা কর্মসূচী মূল্যায়ন, ম্যাপিং এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার ক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহ কমপক্ষে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভিত্তিক মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।
- জীবিকার বিকল্প উৎস গুলো কমিউনিটির চাহিদা মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করতে হবে যেখানে চাহিদা মূল্যায়নের পাশাপাশি সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের মানুষের সক্ষমতাকেও নির্ণয় করতে হবে।
- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের মানুষদের ন্যায় সঙ্গত সুযোগ

নিশ্চিত করার জন্য জীবকার পরিষেবা প্রদানের সময়, স্থান, গ্রহণের উপায় এবং কোন ধরনের কর্মীর সমন্বয়ে প্রদান করা হবে সকল বিষয় ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

- জীবিকা কর্মসূচীতে বাড়তি খরচ এর খাত তৈরি হবে এমন কিছু করা যাবে না যেমনঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপার্জনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যয়বহুল পরিবহন এর ব্যবস্থা করা।

- কর্মসূচীর প্রস্তাবনা প্রস্তুত করণও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, ফরমাল এবং ইনফরমাল স্থানীয় নীতিমালা ও বিধিদ-নিষেধ এর সাথে সম্পৃক্ত জেন্ডার ও বৈচিত্রতা, সম্পদের মালিকানা (জীবিকা নির্বাহের উপকরণ) ও অধিকার গ্রহণ এবং জীবিকা নির্বাহের কার্যক্রম সমূহ বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করতে হবে।

- ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে তাদের জীবিকা নির্বাহের পরিষেবা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। তথ্যসমূহ বোধগম্য উপায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে যুক্ত হতে পারে ব্রেইল, ভিজ্যুয়াল ফরমেট (যেমনঃ ছবি বা পোস্টারে বড় ফন্টের ব্যবহার), উপযুক্ত ভাষা, অডিও ফরমেট (যেমনঃ রেডিও সম্প্রচার) এবং সহজে পাঠযোগ্য উপায়। তথ্য সমূহ বিতরণ কেন্দ্র, ক্যাম্প বা আশ্রয়ণের এলকায়, এবং যে সকল স্থানে বিভিন্ন ধরণের লোকের সমাগম হয় সেখানে ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে হবে।

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করতে হবে।

অংশগ্রহণ

- অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরনার্থী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং জীবিকা (Livelihood) কার্যক্রম ও কর্মসূচী থেকে সুবিধা গ্রহণের জন্য তাদের অবগত করতে হবে।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের সাথে তাদের জীবিকা সংক্রান্ত চাহিদা, চিন্তা-ভাবনা এবং কোন গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুল পরামর্শ করে চিহ্নিত করতে হবে । প্রাপ্ত তথ্যাদি জীবিকা কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে যুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- পরীক্ষা, সাড়াদান, এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন দল গুলোতে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্যে যারা ভাষাগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছেন, সে সকল মানুষদের নিয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব মূলক দল রাখতে হবে।

চাহিদা মূল্যায়ন গ্রহণের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন অভ্যাস ও রীতিনীতি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

- জীবিকা কার্যক্রম এবং পরিষেবা প্রদানের পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি , বয়স্ক ব্যক্তি, কারাবাসী আছেন এমন ব্যক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি) বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অথবা আইনী বাধা রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ (নারী প্রধান পরিবার, বিধবা, SGBV সারভাইবার, অভিভাবকহীন মেয়ে এবং ছেলে, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু, এইচআইভি / এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি, অভিবাসী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শরণার্থী এবং রাষ্ট্রবিহীন মানুষ) অংশগ্রহণ করতে পারেন।

- জীবিকা কার্যক্রমের কমিটি সদস্য অথবা সমকক্ষ কমিটি গুলোতে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে। যেখানে কমিটি গুলোতে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডারের মানুষের সংমিশ্রণ সাংস্কৃতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে তাদের জন্য আলদা কমিটি গঠন করতে হবে যেন প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে জীবিকা সংক্রান্ত চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- বিভিন্ন জেন্ডার এর, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। কার্যক্রম গুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণমূলক হওয়া যাবে না, এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাধান হিসেবে, একক-প্রধান পরিবারের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, বয়স্ক ব্যক্তিদের, কিশোর-কিশোরীদের, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী নারী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থবহ অংশগ্রহণের জন্য যেসকল বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং দূর করা। এর মধ্যে থাকতে পারেঃ
  - আলোচনা / মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা।
  - সুরক্ষিত এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান বা ভেন্যু নির্বাচন করা।
  - সাহায্যকারী বা কেয়ারগিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার ব্যবস্থা করা।
  - বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দোভাষী নিয়োগ প্রদান করা।
  - একই জেন্ডার পরিচয়ের প্রশিক্ষক নিশ্চিত করা।
  - শিশু পরিচর্যা এবং শিশুদের খেলার জন্য নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করা।

সুরক্ষা

বিভাগ ভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সকলের জন্য নিরাপদ জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

- নিরাপদ জীবিকা পরিষেবা বিতরণ ও কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে হবে যেন জেন্ডার, বয়স প্রতিবন্ধিতা, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই আসতে নিরাপদবোধ করেন। সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ
  - কর্মস্থলে যেতে বা কর্মস্থল থেকে ভ্রমণে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে (এটি বিশেষ করে যারা অনিয়মিত অভিবাসী এবং / অথবা শরণার্থী এবং আশয় সন্ধানকারী ভ্রমণের সময় গ্রেফতার এবং আটক হবার ঝুঁকি বেশি থাকে)
  - শিশু যত্নের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
  - প্রয়োজনে সম-জেন্ডারের সুপারভাইজার এবং প্রশিক্ষক রাখতে হবে।
  - কাজের বা প্রশিক্ষণের জন্য জায়গা এবং সময় দিনের বেলায় নির্ধারণ করতে হবে।

- নারীদের, কিশোরী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উপার্জন মূলক কাজের পরিকল্পনা করতে হবে যা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং শোষণমূলক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সুযোগ করে দিবে (উদাঃ অর্থের বিনিময়ে যৌনতা, আবাসন, খাদ্য বা শিক্ষা)।

- সহিংসতার ঝুঁকি প্রতিরোধে যেমন পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি রোধে জীবিকা কর্মসূচী শুরু করার পূর্বে বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতি যেমন সামাজিক সংহতির ধরণ, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর চিন্তাধারা, সামাজিক বৈচিত্রতা, শ্রেণি বিন্যাস, পেশা এবং নেতৃত্ব যা সমাজের অন্যান্য বিষয় সমূহকে প্রভাবিত করে সেগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে।

- শিশুদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে এবং শ্রমের জন্য শোষণের শিকার না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে শিশু প্রধান পরিবারের জন্য এটি অবশ্যই নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচীর সাথে যুক্ত করতে হবে।

যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ, সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা

- জীবিকা কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত, বৈষম্যমূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি জেন্ডার ও অন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।

- জীবিকা কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী, মেয়ে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রান্তিক দলগুলোর উপার্জন করার ক্ষমতা ও উপার্জিত অর্থ স্বাধীন ভাবে ভোগ করার যে অধিকার আছে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা রোধে পরিবারের সদস্য বা কেয়ারগিভার থেকে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং যদি কেউ পরিবার বা কমিউনিটির সদস্যের দ্বারা শোষণের শিকার হন তবে অভিযোগ গ্রহণের একটি পদ্ধতি প্রতিস্থাপন করতে হবে।

- যারা এসজিবিভির (SGBV) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে তাদের জীবিকা কর্মসূচী

সম্পর্কিত বৈঠক, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি (SGBV) ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
  - নারী অথবা নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্ন ভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দলের সাথে, যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে এমন নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল গোষ্ঠী এবং শিশু নিরাপত্তা ভিত্তিক সংস্থা গুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
  - এসজিবিভি চিহ্নিত করতে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এর অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পুরুষ এবং ছেলেদের সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
  - এসজিবিভি প্রশমন ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সব সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমন নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং নির্মাণ সেক্টরের সাথে সমন্বয় করতে হবে।
    নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং শিশুদের জন্য পৃথক[26] নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ স্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে।
  - অভিভাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মধ্যে নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থান অন্তর্ভুক্ত।

- জীবিকা নির্বাহের জন্য লাভজনক, সহজলভ্য ও আকাঙ্খিত পেশা সমূহ চিহ্নিত করতে এসজিবিভি (SGBV) ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের সাথে নিয়ে বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে।[27]

- এসজিবিভি পর্যবেক্ষণ, শিশু নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস, এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঝুঁকি যেমন, মানব পাচার রোধ ও তাৎ ক্ষণিক সাড়া প্রদানের জন্য জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক নাজুক অবস্থার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

- জীবিকা নির্বাহের কার্যক্রমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্থানীয় আইন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি'না এবং তা যেন বিপজ্জনক বা শোষণমূলক না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

- যখন একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা জীবিকা কর্মসূচীর কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয় ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা

26 Refer to IFRC and world vision child friendly spaces step guidance note and training tools (2008)
27 Refer to IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks. recognize signs and respond safely (2018)

প্রদানের জন্য এসজিবিভি এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে। সারভাইভারকে সেবাপ্রদানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে জীবিকা কর্মসূচীর কর্মীদের প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে। কোথায় গেলে তারা সহায়তা পেতে পারে সে সম্পর্কে সারভাইভারকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে । যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে যেমন মানব পাচার, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো প্রশমন করতে ক্লাস্টার সদস্যরা জীবিকা কর্মসূচীর কর্মীদের সহায়তা করবেন।

- জীবিকা কর্মসূচীতে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে যেমন - জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিশুর নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং এসজিবিভি।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সকল জীবিকা কর্মসূচীতে যুক্ত কর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর নির্দেশনা মূলক নীতি সমূহ ১) নিরাপত্তা, ২) গোপনীয়তা, ৩) সম্মান, এবং ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেই সাথে এসজিবিভি সারভাইভার যার মধ্যে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত তাদের রেফার করার পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা জীবিকা কর্মসূচীতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা নতুন তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখবেন যেন এসজিবিভি সারভাইভার অথবা শিশুদেরকে তাদের কাছে দ্রুত রেফার করা যায়। নির্দিষ্ট কোনো ঝুঁকি যেমনঃ মানব পাচার মোকাবেলায় অভিজ্ঞ এমন এজেন্সি বা পেশাদারদের সনাক্ত করতে হবে।

- মানব পাচারের মত অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমনে এবং এসজিবিভি ও শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে জীবিকা কার্যক্রমের কমিটির সদস্য ও ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন মানব পাচার ইত্যাদি রোধ এবং সাড়াদান সংক্রান্ত বার্তা কমিউনিটিতে তথ্য প্রচার কার্যক্রমে রাখতে হবে যেমন- জীবিকার জায়গায় এবং প্রশিক্ষণের সময়, আলোচনা সভা, পোস্টারের মাধ্যমে বার্তা প্রচার করা। বার্তাসমূহে অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং নীতিসঙ্গত, নিরাপদ, গোপনীয়, বৈষম্যহীন সেবাপ্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করার উপায়সমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা

যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ ও সাড়াদান (Prevention and response to sexual exploitation and abuse – PSEA)

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মনুষের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক

অভিযোগ প্রদান ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমনঃ

— অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডারের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।

— এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

— অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।

— শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে।

— অভিযোগ কেন্দ্রে অবস্থান নির্ধারণের সময় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

— অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন।

— এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অস্থায়ী ভাবে বসবাস করা অভিবাসী যারা বিভিন্ন অনিয়মিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয়।

- কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ পদ্ধতি স্থাপন করার জন্য ICRC-IFRC "Community Engagement and Accountability Guide" এবং Inter-Agency Standing Committee এর "Best Practice Guide" ব্যবহার করতে হবে।

- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য মানুষের জীবিকা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের টাকা (অথবা ফি সমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি যারা খাবার বিতরণে সুযোগ-সুবিধা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) তাদেরকে যথাযথ ভাবে মনিটর করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হয়।

- যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান বিষয়ে কিভাবে অভিযোগ দেয়া যায় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আক্রান্ত কমিউনিটিতে লিখিত, অডিও, দেখা যায় এমন, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ও প্রযোজ্য হবে। আন্তর্জাতিক

মানদন্ডের সাথে মিল রেখে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছা সেবকদের যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA) তাদের কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন ও অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান নীতিমালায় (PSEA Policy) স্বাক্ষর করতে হবে ।

আচরণবিধি ও শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণবিধি (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় (Child Protection Policy) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণবিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং নির্দেশনা সহজবোধ্য ভাবে এবং সহজে পাওয়া যায় এমন পদ্ধতিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কোন ধরণের আশংকা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই সম্মক জ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে (child-safe recruitment meaures) আমলে নিয়ে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ[28] দিতে হবে। এর মধ্যে তার প্রদানকৃত রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করা ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[29]

28 For IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with child will have been screened by 2020

29 Challenges and options in improving recruitment processes in the context of protection from Sexul Exploitation and Abuse (PSEA) by our own staff *https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf*

- বিতরণস্থল এমনভাবে নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও স্থাপন করতে হবে যেখানে সবাই নিরাপদে গমন করতে পারে এবং গ্রহণের সুযোগ পায়, বিশেষভাবে প্রবীণ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কথা বিবেচনা করতে হবে।

- ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে NFIs কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রদান করতে হবে যেন তারা অবগত থাকেন যে, কী কী ধরনের NFIs সামগ্রীও সেবা তাদের জন্য বরাদ্ধ আছে এবং কতটুকু তারা গ্রহণ করতে পারবেন। এই তথ্য গুলো বিভিন্ন সহজবোধ্য পদ্ধতিতে যার মধ্যে থাকতে পারে ব্রেইল, দৃশ্যমান পদ্ধতি (যেমন; ছবি বা পোষ্টার, বড় অক্ষরের ব্যবহার), পরিচিত ভাষার ব্যবহার, শোনা যায় এমন পদ্ধতি (যেমন; রেডিও তে প্রচার), সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থায় ব্যাপক ভাবে বিতরণস্থল গুলোতে এবং যেখানে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ , বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ জমায়েত হন সেখানে প্রচার করতে হবে যেন তারা বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে।

- খানা ভিত্তিক স্বত্বাধিকার কার্ড এবং রেশন কার্ড, শিশু প্রধান পরিবারগুলো সহ সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের পরিবারিক প্রতিনিধি বা পরিবার প্রধানের নামে বরাদ্দ করতে হবে, যা অভিবাসন, জাতীয়তার ওপর নির্ভর করবে না।

- যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধকতার কারণে বিতরণ স্থলে যেতে পারেন না বা খাবার বহন করতে পারেন না এমন ব্যক্তিদের জন্য (যেমনঃ শিশু-প্রধান পরিবার, অভিবাসী বা শরণার্থী) অনুকূল পরিবেশ ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নন-ফুড আইটেম বিতরণের বিশেষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

- জেন্ডার, বিভিন্ন বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করতে হবে।

অংশগ্রহণ

- অংশগ্রহণ নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরনার্থী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে NFIs কার্যক্রম তথা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে এবং তা থেকে সেবা গ্রহণে তাদের যে অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের সাথে তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা, চিন্তা-ভাবনা এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা গুলো পরামর্শ করে NFIs সামগ্রী ব্যবহারের মাত্রা কতটুকু এবং বিতরণ ব্যবস্থা কেমন হবে তা পরিকল্পনায় সংযুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- নিরীক্ষণ, সাড়াদান,পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন দল গুলোতে সকল জেন্ডার, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ যাদের মধ্যে ভাষাগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও রয়েছে, সেসকল মানুষদের নিয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব মূলক দল রাখতে হবে। চাহিদা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন অভ্যাস গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে যেন সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে।

- কমিউনিটির NFIs কমিটি অথবা সমকক্ষ কমিটি গুলোতে বিভিন্ন জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে। যেখানে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের একই কমিটিতে থাকা সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আলদা কমিটি গঠন করতে হবে যেন অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের স্বতন্ত্র NFIs সম্পর্কিত চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- সকল জেন্ডার পরিচিতির, বয়সের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। কার্যক্রম গুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণমূলক হওয়া যাবে না, এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাধানের মধ্যে রয়েছে, একক-প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, কিশোর-কিশোরী, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী নারী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থবহ অংশগ্রহণের জন্য যেসকল বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং দূর করা। এর মধ্যে থাকতে পারেঃ
  - আলোচনা/মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা।
  - সুরক্ষিত এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান ভেন্যু হিসিবে নির্বাচন করা।
  - সাহায্যকারী বা কেয়ারগিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা।
  - বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দোভাষী নিয়োগ প্রদান করা।
  - একই জেন্ডারের প্রশিক্ষক নিশ্চিত করা।
  - শিশু পরিচর্যা এবং শিশুদের খেলার জন্য নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করা।

সুরক্ষা

বিভাগ ভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষদের সম্পৃক্ত করে NFIs সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

- নিরাপদ NFIs সামগ্রী বিতরণ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স প্রতিবন্ধিতা, এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই আসতে নিরাপদ বোধ করেন। সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

- দিনের বেলায় বিতরণ করতে হবে।
- বিতরণ স্থানের চারপাশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাকরতে হবে।
- বিতরণ কেন্দ্র বাসস্থানের নিকটে হতে হবে।
- বিতরণের স্থান হতে সকলের জন্য উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে হবে।
- লোকসমাগম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- বিতরণ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা সহ সহজে ব্যবহার যোগ্য এবং উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে বিতরণ দল রাখতে হবে।

- শিশুরা যেন পরিবারের সদস্যদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায় তা বিতরণ পরিকল্পনার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশু এবং অভিবাসীদের জন্য বাড়তি NFIs সামগ্রীর প্রয়োজন হতে পারে যা তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহয়তা করবে।

যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ, সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা

- NFIs কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বৈষম্যমূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করার পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি জেন্ডার ওঅন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।

- যারা এসজিবিভি এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদেরকে NFIs সামগ্রী স্থান নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা সহ বিতরণ স্থানের কাঠামো গঠন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছেঃ
  - নারী অথবা নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্ন ভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দলের সাথে, যৌনতা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল গোষ্ঠীর সাথে এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থা গুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
  - NFIs সামগ্রী বিতরণ এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণের জন্য নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করতে ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতে হবে।

31 Refer to IFRC and World Vision child Friendly Spaces step by step guidance not and training tools (2018)

- এসজিবিভি চিহ্নিত করতে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পুরুষ এবং ছেলেদের সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- এসজিবিভি প্রশমন ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সব সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমন- স্বাস্থ্য, ওয়াশ, নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং নির্মাণ ক্লাস্টার এর মধ্যে বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের সাথে সমন্বয় এর ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং শিশু বান্ধব পৃথক নিরাপদ[31] স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ স্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে
- অভিভাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরিকল্পিত নিরাপদ বাসস্থান।

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক নাজুক অবস্থার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে, লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে যেন এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা ঝুঁকি, এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঝুঁকি যেমন মানব পাচার পর্যবেক্ষণ করা যায়, দ্রুত সাড়া প্রদান করা যায় এবং রোধ করা যায়।[32]

- যখন একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা NFIs কর্মসূচির কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয়ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা (রেফারেল পদ্ধতি সহ) প্রদানের জন্য এসজিবিভি এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। সারভাইভারকে সেবা প্রদানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে NFIs কর্মীদের প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে। কোথায় গেলে তারা সহায়তা পেতে পারে সে সম্পর্কে সারভাইভারকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে । যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে যেমন মানব পাচার, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো প্রশমন করতে ক্লাস্টার সদস্যরা NFIs দলকে সহায়তা করবে ।

- NFIs কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবেঃ জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিশুর নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং এসজিবিভি।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সকল NFIs কর্মসূচীর কর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর নির্দেশনা মূলক নীতি সমূহ ১) নিরাপত্তা, ২) গোপনীয়তা, ৩) সম্মান, এবং ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেইসাথে এসজিবিভি সারভাইভার যার মধ্যে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত তাদের রেফার করার পদ্ধতি, সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

32 Refer to IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks. recognize signs and respond safely (2018)

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা NFIs কর্মসূচীতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা নতুন তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখবেন যেন এসজিবিভি সারভাইভার অথবা শিশুদেরকে দ্রুত রেফার করা যায়। নির্দিষ্ট কোনো ঝুঁকি যেমন, মানব পাচার মোকাবেলায় অভিজ্ঞ এমন এজেন্সি বা বিশেষজ্ঞদের সনাক্ত করতে হবে ।

- মানব পাচারের মত অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমনে NFIs কমিটির সদস্য ও ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে এসজিবিভি ও শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি শিশু নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন মানব পাচার ইত্যাদি রোধ এবং সাড়াদান সংক্রান্ত তথ্যাবলি NFIs সামগ্রী বিতরণ চলাকালীন কমিউনিটিতে তথ্য প্রচার কার্যক্রমে রাখতে হবে যেমন, প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে আলাপ আলোচনা, পিতা-মাতা বিতরণ লাইনে দাঁড়ালে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা। বার্তাসমূহে অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং নীতিসঙ্গত, নিরাপদ, গোপনীয়, বৈষম্যহীন সেবাপ্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করার উপায়সমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা

যৌন নির্যাতন অসদাচরণ রোধ ও সাড়াদান (Prevention and response to sexual exploitation and abuse – PSEA)

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ প্রদান ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমনঃ
  - অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।
  - এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।
  - অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।
  - শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে।
  - অভিযোগ কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণের সময় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
  - অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন কোন পদ্ধতি।

– এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অস্থায়ী ভাবে বসবাস করা অভিবাসী যারা বিভিন্ন অনিয়মিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয়।

- কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ পদ্ধতি স্থাপন করার জন্য ICRC-IFRC "Community Engagement and Accountability Guide" এবং Inter-Agency Standing Committee এর "Best Practice Guide" ব্যবহার করতে হবে।

- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য মানুষের NFIs সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্বচ্ছ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের টাকা (অথবা ফি সমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকবে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) যারা NFIs সামগ্রী বিতরণে সুযোগ-সুবিধা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে যথাযথ ভাবে মনিটর করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হয়।

- আক্রান্ত কমিউনিটি যেন যৌন নির্যাতন এবং অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান বিষয়ে তথ্য গ্রহণ করতে পারে এবং PSEA এর ব্যাপারে অভিযোগ প্রদান করতে পারে তার জন্যতে লিখিত, অডিও, দেখা যায় এমন, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে।

- আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে মিল রেখে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA)বিষয়ে এবং তাদেরকী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA) নীতিমালায় স্বাক্ষর করতে হবে।

আচরণ বিধি ও শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণ বিধিতে (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাদেরকে আচরণবিধির উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় (Child Protection Policy) স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাদেরকে এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণবিধি এবং শিশু সুরক্ষা

নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং নির্দেশনা সহজেই বোঝা যায় এবং সহজে পাওয়া যায় এমন পদ্ধতিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কোন ধরণের আশংকা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই সম্মকজ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে (child-safe recruitment meaures) আমলে নিয়ে, সকলকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ[33] দিতে হবে। এরমধ্যে তার প্রদানকৃত রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করা ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[34]

33 For IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with child will have been screened by 2020

34 Challenges and options in improving recruitment processes in the context of protection from Sexul Exploitation and Abuse (PSEA) by our own staff *https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf*

অভক্ষ্য সামগ্রী বা নন-ফুড আইটেম (NFIs)

NFI

জরুরি অবস্থায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষামূলক সাড়াপ্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সব থেকে ভালোভাবে সাড়া দিতে পারি সে বিষয়ে জানা। সে জন্যই, আমাদের একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ (Gender and Diversity Analysis) করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝে সে অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে সহায়তা করবে। নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যেমনঃ বয়স (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিষয় জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন সুরক্ষামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়।[30]

আদর্শমানদন্ড

মর্যাদা

- স্বাস্থ্যবিধির উপকরণ (হাইজিন কিট), পোশাক এবং রান্নার তৈজসপত্র প্রভৃতি নন-ফুড আইটেম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে যা অবশ্যই স্থানীয় রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধীতা এবং বিভিন্ন পারিপার্শিক অবস্থা নির্বিশেষে মানুষের সুনির্দিষ্ট চাহিদা গুলো চিহ্নিত করতে হবে।

- স্থানীয় রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত মাসিক স্বাস্থ্যবিধির উপকরণ এবং অন্তর্বাস প্রজননকালীন বয়সসীমার মধ্যে উপযুক্ত নারী ও মেয়েদের মাঝে সংবেদনশীল উপায়ে বিতরণ করতে হবে । এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেঃ

  — নারী দলের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

  — স্কুল সময়ের পরে বা অন্য স্থানে মেয়েদের একত্রিত করে সরাসরি বিতরণ করতে হবে।

  — উপযুক্ত ভাবে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য ব্যবহারিত উপকরণ ধৌতকরণ, শুকানো এবং সঠিক স্থানে ফেলার জন্য উপকরণ প্রদান করতে হবে।

  — প্রতিবন্ধী নারী এবং মেয়েদের মর্যাদা ও সম্মান বজায় রেখে তাদের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

30 Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and inclusion in Emergencies tookit (2018-2019)

নগদ অর্থ প্রদান ভিত্তিক কার্যক্রম (CBIs)

জরুরি অবস্থায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষামূলক সাড়াপ্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে, কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সব থেকে ভালোভাবে সাড়া দিতে পারি সে বিষয়ে জানা। সেজন্যই, আমাদের একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ (Gender and Diversity Analysis) করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝে সে অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে সহায়তা করে । নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যেমনঃ বয়স (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিষয় জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে, আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন সুরক্ষামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়।[35]

আদর্শমানদন্ড

মর্যাদা

- নগদ অর্থ প্রদান ভিত্তিক কার্যক্রম (CBIs) জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকলের জন্য সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে।

- কমিউনিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে হবে এবং নগদ অর্থ প্রদান ভিত্তিক কার্যক্রম বিশেষ করে যে গুলোতে কাজের ভিত্তিতে নগদ অর্থ প্রদান বা কমিউনিটিতে কায়িকশ্রমের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এ ধরনের কাজে শর্তহীন বা শর্ত সাপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

- শর্তাধীন CBIs কার্যক্রমসমূহ মূলত কমিউনিটিতে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের জীবন ও জীবিকা এবং কার্যক্রম মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়া সেখানে আরও কিছু কার্যক্রম রাখতে হবে যার মাধ্যমে বিনা মজুরিতে কাজ করছেন এমন ব্যক্তিগণ (যেমন পরিবারের যত্ন নিচ্ছেন বা খাবারের চাহিদা পূরণের জন্য বাগান করছেন এমন নারী) জীবিকা সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন।

- বিভিন্ন ধরনের শারীরিক শ্রমের পাশাপাশি সহায়ক শ্রম সহ উভয় প্রকার কাজকে চিহ্নিত করতে হবে এবং প্রতিবন্ধী নারী এবং পুরুষদের এখান থেকে বিকল্প কাজ বাছাই করার সুযোগ দিতে হবে।

35 Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and inclusion in Emergencies tookit (2018-2019)

— উপকরণ গুলির বিতরণের ক্ষেত্রে নিজের যত্ন নিতে সক্ষম এমন প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েদের বিবেচনায় রাখতে হবে

- বিতরণ ব্যবস্থাটি এমন ভাবে সম্পন্ন করতে হবে যেন সকলে সারিবদ্ধ ভাবে অপেক্ষা করতে পারেন ও বিতরণ স্থল থেকে নন-ফুড আইটেমের সামগ্রীগুলো সংগ্রহ করে মর্যাদার সাথে নিয়ে যেতে পারেন।

- সকল ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পোশাক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উষ্ণ পরিবেশ, মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং সার্বিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে হবে। কিছু দেশ এবং কমিউনিটির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অনুযায়ী অবশ্যই বোরকা, হিজাব এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পোশাক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি এবং সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের নন-ফুড আইটেম (NFIs) পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা সমূহ (যেমনঃ শারীরিক, দৃষ্টিভঙ্গি জনিত বাধা, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনী তথ্য বা ধর্মীয় বাধা) চিহ্নিত করতে এবং নিষ্পত্তি করতে প্রকল্পের পরিকল্পনায় কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- নন-ফুড আইটেম (NFIs) সামগ্রী বিতরণে নিযুক্ত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধীতা,ও নন-ফুড আইটেমের চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এবং শারীরিক, মানসিক, ইন্দ্রিয় ভিত্তিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হতে হবে এবং তাদের সাথে কথা বলার সময় শ্রদ্ধাশীল হতে হবে (**ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)।

অভিগম্যতা

- সকল জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় ভেদে নন-ফুড আইটেম পরিষেবা গ্রহণে কী ধরণের প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- NFIs কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত করতে হবে যে সবথেকে বেশি প্রান্তিক জনগণ এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এইসেবা পাবেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অভিবাসীদেরকে আরো ঝুঁকিগ্রস্থ করে তোলা যাবে না। (অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ ভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন)

- ত্রাণ কার্যক্রম মূল্যায়ন, ম্যাপিং এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার ক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহ কমপক্ষে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভিত্তিক মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।

- ডিগনিটি কিট (স্যানিটারি প্যাড বা ইউরিনারী প্যাড), সেইফ ডেলিভারী কিট বা অন্যান্য ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ (কিন্তু অনেক সময় বাসার খরচ এর তালিকায় এগুলো স্থান পায় না) সেগুলো স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য কি না সেটি নির্ধারণ করতে হবে এবং সহজলভ্য না হলে এটি নন ফুড আইটেম (NFI) হিসেবে নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচীতে প্রদান করা যেতে পারে।

- CBIs কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধীতা, এবং জীবিকা সংক্রান্ত চাহিদা যাদের রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এবং শারীরিক, মানসিক, ইন্দ্রিয় ভিত্তিক, বুদ্ধি ভিত্তিক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হতে হবে এবং তাদের সাথে কথা বলার সময় শ্রদ্ধাশীল হতে হবে (**ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)।

অভিগম্যতা

- ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপটের ব্যক্তিদের পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিতরণ প্রক্রিয়ার (যেমনঃ এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন প্রযুক্তি, ব্যাংক একাউন্ট, সরাসরি বিতরণ, কাগজ বা ইলেকট্রনিক ভাউচার) মাধ্যমে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তা চিহ্নিত করতে হবে এবং বিতরণের এই মাধ্যম গুলোর ব্যবহার বাড়াতে কৌশলগত দিকগুলো নির্ণয় করে প্রতিবন্ধকতা গুলো দূর করা যায়।

- CBIs কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত করতে হবে যেসব থেকে বেশি প্রান্তিক জনগণ এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই সেবা পাবেন, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অভিবাসীদেরকে আরো ঝুঁকিগ্রস্থ করে তোলা যাবে না। (অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন)

- CBIs কার্যক্রম মূল্যায়ন, ম্যাপিং এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার ক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহ কমপক্ষে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ভিত্তিক মানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।

- যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শারীরিক এবং ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছেন তাদের জন্য বিক্রেতা, বাজার এবং বিতরণ কেন্দ্র থেকে পরিষেবা গ্রহণে যে বাধা গুলো রয়েছে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে।

- নগদ অর্থের জন্য খানার নামে বরাদ্দকৃত ভাউচার বা কার্ড গুলো পরিবারের প্রাথমিক প্রতিনিধি হিসেবে একজন পুরুষ বা একজন নারী অথবা তৃতীয় লিঙ্গের যে কারো নামেই ইস্যু হতে পারে। আর্থিক সেবা প্রদানকারীদের সাথে অংশীদার হয়ে এই ধরনের কাজ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, সমাজের প্রতি যাদের নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট আছে যেমন যারা, ব্যাংকিং, বাজেট এবং আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত কমিউনিটিতে কাজ করছেন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন তাদেরকে সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করা।

- বিতরণকেন্দ্র এবং স্থানীয় বাজারের দূরত্ব ৫ কিলোমিটারের মধ্যে হবে এবং বিতরণ কেন্দ্রের নকশা এমন ভাবে করতে হবে যেন সকলের কাছেই সেটি সহজগম্য হয় বিশেষত শারীরিক, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তি ও বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা বিবেচনা করতে হবে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের অন্যের সহায়তা প্রয়োজন তারা যেন বিতরণ কেন্দ্র এবং বাজার থেকে সহজে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ গুলো গ্রহণ করতে পারেন সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

- ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে CBIs কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রদান করতে হবে এবং তারা যেন অবগত থাকেন যে, কী কী ধরনের সেবা তাদের জন্য বরাদ্ধ আছে এবং কতটুকু তারা গ্রহণ করতে পারবেন। এই তথ্য গুলো বিভিন্ন সহজবোধ্য পদ্ধতিতে যেমন ব্রেইল, দৃশ্যমান পদ্ধতি (যেমন; ছবি বা পোষ্টার, বড় অক্ষরের ব্যবহার), পরিচিত ভাষার ব্যবহার, শোনা যায় এমন পদ্ধতি (যেমন; রেডিওতে প্রচার), সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থায় ব্যাপক ভাবে বিতরণ স্থল গুলোতে এবং যেখানে বিভিন্ন জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে মানুষজন জমায়েত হন সেখানে প্রচার করতে হবে যেন তারা বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে।

- কারিগরি দিকনির্দেশনা এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপকরণ সামগ্রী উপযুক্ত ভাষা এবং ছবি মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে হবে এবং । স্থানীয় মোবাইল কোম্পানিগুলো টাকা ট্রান্সফার এর ক্ষেত্রে যেন উপযুক্ত ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে সকল জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে বোধগম্য হয়।

- নগদ টাকা ট্রান্সফার এবং বিতরণ কৌশল যেমন এটিএম, ফোন ভিত্তিক, সরাসরি বিতরণ, পেপার বা ইলেকট্রনিক ভাউচার অবশ্যই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি অনুযায়ী হবে। এটি খেয়াল রাখতে হবে যে, যেই প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও যেন একই ভাবে ব্যবহার করতে পারছেন এবং উপযুক্ত মার্কেট ভিত্তিক একটি মূল্যায়ন (socially inclusive market based analysis) করতে হবে।

- CBIs কার্যক্রমে স্থানীয় এবং প্রচলিত জেন্ডার রীতিনীতি মূল্যায়ন করে অর্থ বিতরণের মাধ্যম (ব্যাংক একাউন্ট, মোবাইল প্রযুক্তি, সরাসরি বিতরণ, ইলেকট্রনিক ভাউচার ইত্যাদি)

হিসেবে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যমটি বেছে নিতে হবে। পাশাপাশি, প্রতিবন্ধী নারী, পুরুষ যারা এই সুবিধাটি গ্রহণ করতে পারছেন তাদের জন্য (যেমন যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টন এমন নারী) নতুন কৌশল বা পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেন তারা সহজেই সেবা গ্রহণ করতে পারে (যেমনঃ এই ধরনের সুবিধা ভোগীদের জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন বা মোবাইল ফোনে বিতরণের সময় সহায়তা প্রদান এর ক্ষেত্রে এই বিতরণ প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে সচেতন করতে হবে)। গর্ভবতী নারী, স্তন্যদানকারী নারী এবং দুই বছরের কমবয়সী শিশুর মায়েদের প্রয়োজনীয়তা গুলো মূল্যায়ন করতে হবে। প্রয়োজনীয়তা গুলো এমন ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে যেন প্রদান কৃত ভাউচার দ্বারা নিরাপদ প্রসব, শিশুর টিকাদান এবং তার জন্মের পর প্রথম ১০০০ দিনের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারে ।

- প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শর্তহীন ভাবে সহায়তা করতে হবে। যেমন,বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচী, ভাউচার বা খাবার বিতরণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদের জন্য সকল প্রতিবন্ধক তাকে আমলে নিয়ে পরিষে বা প্রদান করতে হবে।

- জেন্ডার, বিভিন্ন বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করতে হবে।

অংশগ্রহণ

- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরনার্থী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তাদের CBIs কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা এবং তা থেকে সেবা গ্রহণের যে অধিকার রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের সাথে তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা, চিন্তা-ভাবনা এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পরামর্শ করে চিহ্নিত করতে হবে (পাশাপাশি, স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য জিনিস গুলো কী কী সেগুলোও চিহ্নিত করতে হবে) যেন CBIs কর্মসূচিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেসব অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- যেখানে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডার এর মানুষদের ক্ষেত্রে (যেমনঃ মাছ ধরা নৌকা মেরামত করে এমন ব্যক্তি যিনি বংশানুক্রমিক ভাবেই এই পেশায় আছেন এবং যা প্রধানত পুরুষদের জন্যই জীবিকার বিকল্প উৎস) শর্তাধীন নগদ অর্থ প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেখানে একই ভাবে একটি শর্তাধীন নগদ অর্থ প্রদান কর্মসূচী অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে যারা সরাসরি উপকারভোগী হিসাবে তালিকাভুক্ত হবেন (যেমন জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে বাগান করছেন এমন নারী সদস্য)।

- মূল্যায়ন এবং সাড়া প্রদান করা দল গুলোতে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে চাহিদা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন অভ্যাস গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে যেন সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে।

- কমিউনিটির CBIs কমিটি অথবা সমকক্ষ কমিটিগুলোতে বিভিন্ন জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে। যেখানে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের একই কমিটিতে থাকা সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আলদা কমিটি গঠন করতে হবে যেন অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের স্বতন্ত্র নগদ অর্থ ভিত্তিক চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- স্থানীয় বাজারে যাওয়া-আসা এবং বিতরণ কেন্দ্র থেকে পরিষেবা গ্রহণের উপায় এবং তা থেকে উদ্ভুত নিরাপত্তা জনিত বিষয়গুলোতে এবং শর্তাধীন নগদ অর্থ বিতরণ প্রকল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। কার্যক্রমগুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণ মূলক হওয়া যাবে না, এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাধানের মধ্যে রয়েছে, একক-প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, কিশোর-কিশোরী, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী নারী, এইচআইভি / এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থবহ অংশগ্রহণের জন্য যে সকল বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং দূর করা। এর মধ্যে থাকতে পারেঃ
  - আলোচনা / মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা।
  - সুরক্ষিত এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান বা ভেন্যু হিসিবে নির্বাচন করা।
  - সাহায্যকারী বা কেয়ারগিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা।
  - বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দোভাষী নিয়োগ প্রদান করা।
  - একই জেন্ডারের প্রশিক্ষক নিশ্চিত করা।
  - শিশু পরিচর্যা এবং শিশুদের খেলার জন্য নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করা।

সুরক্ষা

বিভাগ ভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে CBIs কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

- নগদ টাকা বিতরণের স্থান এবং তা ব্যয় করার স্থান যেমন বাজার কিংবা হাসপাতাল প্রভৃতি স্থান এমন হতে হবে যেন বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই আসতে নিরাপদ বোধ করেন। সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ
  - বিতরণ স্থান এবং ব্যয় করার স্থান সমূহ যারা টাকা পাবেন তাদের বসবাসের স্থান থেকে ৫ কিলোমিটার এর মধ্যে হতে হবে।
  - দিনের বেলায় বিতরণ করতে হবে।
  - বিতরণ স্থানের চারপাশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
  - বিতরণ স্থান বাসস্থানের নিকটে হতে হবে।
  - বিতরণের স্থান হতে সকলের জন্য উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে হবে।
  - লোক সমাগম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
  - বিতরণ স্থানে কিছু বিশেষ ব্যবস্থাসহ প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য সহজে ব্যবহার যোগ্য এবং উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা রাখতে হবে।
  - এটিএম বুথ যদি বিতরণ স্থানেই স্থাপিত হয় তবে যাদের যাতায়াত সমস্যা আছে তাদের জন্য সেখানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারা যেন সহজেই ব্যবহার করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
  - বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে বিতরণ দল রাখতে হবে।
- যেখানে নগদ অর্থ পরিবারের প্রধানকে দেওয়া হবে সেখানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের টাকা ভাগ করে দেয়ার প্রয়োজন আছে কি'না তা চিহ্নিত করতে হবে এবং তা এমন ভাবে করতে হবে যেন কোন ধরণের ঝামেলা তৈরি না হয়।
- CBIs কর্মসূচির ক্ষেত্রে যেখানে শিশু গ্রাহক হয় সেখানে অবশ্যই তাদের সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে সামগ্রিক ঝুঁকি এবং আপদ ম্যাপিং করতে হবে।

যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ, সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা

- CBIs কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত, বৈষম্য মূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করার পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি জেন্ডার ও অন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।
- যারা এসজিবিভি এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদেরকে নগদ অর্থ বিতরণ স্থলের নিরাপত্তা এবং পরিষেবা সমূহের অবস্থান, নকশা প্রণয়ন, কাঠামো গঠন, এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ঝুঁকি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেখানে শিশু নিরাপত্তা এবং এসজিবিভি ঝুঁকি ছাড়া ও মানব পাচারের মত ঝুঁকিগুলোর বিষয় অন্তরভুক্ত থাকবে যা থেকে ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা উন্নত করা যায়।

যৌন সহিংসতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যার মধ্যে রয়েছেঃ

- নারী অথবা / এবং নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্ন ভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দলের সাথে, যৌনতা ভিত্তিক এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল গোষ্ঠীর সাথে এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থা গুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
- নগদ অর্থ বিতরণ এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণের জন্য নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করতে ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতে হবে।
- এসজিবিভি প্রতিরোধের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পুরুষ এবং ছেলেদের সক্রিয় ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- এসজিবিভি প্রশমন ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সব সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমন- স্বাস্থ্য, ওয়াশ, নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং নির্মাণ কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের সাথে সমন্বয় এর ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
  নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং শিশু বান্ধব আলাদা নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা[36] করতে হবে।
- যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অভিভাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরিকল্পিত নিরাপদ স্থান।[37]

- জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক নাজুক অবস্থার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে হবে, লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে হবে যেন এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঝুঁকি যেমন মানব পাচার পর্যবেক্ষণ করা যায়, দ্রুত সাড়া প্রদান করা যায় এবং রোধ করা যায়।

- যখন একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা CBIs কর্মসূচির কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয় ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা (রেফারেল পদ্ধতি সহ) প্রদানের জন্য এসজিবিভি এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। সারভাইভারকে সেবা প্রদানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে CBIs কর্মীদের প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে। কোথায় গেলে তারা সহায়তা পেতে পারে সে সম্পর্কে সারভাইভারকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে যেমন মানব পাচার, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো প্রশমন করতে ক্লাস্টার সদস্যরা CBIs দলকে সহায়তা করবে।

36 Refer to IFRC and world vision child friendly spaces step guidance note and training tools (2008)
37 Refer to IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks. recognize signs and respond safely (2018)

- CBIs কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবেঃ জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, শিশুর নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং এসজিবিভি।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সকল CBIs কর্মসূচীর কর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর নির্দেশনামূলক নীতি সমূহ ১) নিরাপত্তা, ২) গোপনীয়তা, ৩) সম্মান, এবং ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেই সাথে এসজিবিভি সারভাইভার যার মধ্যে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত তাদের রেফার করার পদ্ধতি, সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা CBIs কর্মসূচীতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা, নতুন তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখবেন যেন এসজিবিভি সারভাইভার অথবা শিশুদেরকে তাদের কাছে দ্রুত রেফার করা যায়। নির্দিষ্ট কোনো ঝুঁকি যেমন, মানব পাচার মোকাবেলায় অভিজ্ঞ এমন এজেন্সি বা বিশেষজ্ঞদের সনাক্ত করতে হবে।

- মানব পাচারের মত অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমনে CBIs কমিটির সদস্য ও ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে এসজিবিভি ও শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে যুক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন মানব পাচার ইত্যাদি রোধ এবং সাড়াদান সংক্রান্ত তথ্যাবলি নগদ অর্থ বিতরণ চলাকালীন ও কমিউনিটিতে তথ্য প্রচার কার্যক্রমে রাখতে হবে যেমন, প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে আলাপ আলোচনা, পিতা-মাতা বিতরণ লাইনে দাঁড়ালে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা। বার্তাসমূহে অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং নীতিসঙ্গত, নিরাপদ, গোপনীয়, বৈষম্যহীন সেবাপ্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করার উপায় সমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা

যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ ও সাড়াদান (Prevention and response to sexual exploitation and abuse – PSEA)

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধী এবং প্রেক্ষাপটের মানুষের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ প্রদান ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমনঃ
  - অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।
  - এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

- অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।
- শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে।
- অভিযোগ কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণের সময় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
- অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন কোন পদ্ধতি।
- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে,অস্থায়ী ভাবে বসবাস করা অভিবাসী যারা বিভিন্ন অনিয়মিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয়।

- অভিযোগ পদ্ধতি স্থাপনের ক্ষেত্রে ICRC-IFRC এর "*Community Engagement and Accountability Guide*" এবং Inter-Agency Standing Committee এর "*Best Practice Guide*" ব্যবহার করা যেতে পারে।

- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য মানুষের CBIs সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার, সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের টাকা (অথবা ফি সমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি যারা নগদ অর্থ বিতরণে সুযোগ-সুবিধা পেতে অন্যদের উপর নির্ভরশীল (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) তাদেরকে যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হয়।

- আক্রান্ত কমিউনিটি যেন যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান বিষয়ে তথ্য গ্রহণ করতে পারে, পড়তে পারে এবং PSEA এর ব্যাপারে সহজে অভিযোগ প্রদান করতে পারে তার জন্য লিখিত, অডিও, দেখা যায় এমন, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ও প্রযোজ্য হবে।

- আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে মিল রেখে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA) বিষয়ে তাদের কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছা সেবকদের যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA) নীতি মালায় স্বাক্ষর করতে হবে।

ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এবং শারীরিক, মানসিক, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিভিত্তিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হতে হবে এবং তাদের সাথে কথা বলার সময় শ্রদ্ধাশীল হতে হবে (**ADCAP Humanitarian Inclusion Standards** ২০১৮ দেখুন)।

অভিগম্যতা

- সকল জেন্ডার পরিচিতির মানুষ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় ভেদে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে কী কী ধরণের প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সম্মুখীন হয়েছে তা ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি এবং অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে প্রদান করার মানদন্ড তৈরি করতে হবে এবং সে বিষয়ে কমিউনিটির মানুষদের জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবগত করতে হবে যে, সব থেকে বেশি প্রান্তিক জনগণ এই সেবা পাবেন। অভিবাসীরা কোন আইনী অধিকার ছাড়া শুধু মাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই সেবা পাবেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অভিবাসীদেরকে আরো ঝুঁকিগ্রস্থ করে তোলা যাবে না। (অগ্রাধিকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ ভাবে জানার জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন)

- প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ ব্যক্তি যারা একটি প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিচর্যা কেন্দ্রে বসবাস করছেন তাদের সাথে পরামর্শ করে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- দুর্যোগ পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রদান পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যেন সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই সময় মত পায় এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে যা আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

- ঝুঁকি মূল্যায়ন, ম্যাপিং এবং বিভিন্ন ধরনের দূর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া গুলোর মধ্যে জেন্ডার ও বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রশ্ন প্রশ্নাবলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা অধিকার করার ক্ষমতা বুঝার জন্য তথ্য সমূহ কমপক্ষে জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তি কমানের উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে।[41]

- সতর্কতামূলক পূর্বাভাস প্রচার পদ্ধতি অবশ্যই এমন হবে যেখানে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সবাই তথ্য তার উপযুক্ত উপায়ে গ্রহণ করতে পারে।

41 The IFRC Gender and Diversity in Vulnerability and Capacity Assessments guidelines provides guidance on gender and diversity in preparing, conducting and analysing information for a VCA.

- পূর্বাভাস সংক্রান্ত যোগাযোগ প্রযুক্তি সকলের জন্য ব্যবহার যোগ্য হতে হবে এবং জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে সকলের কাছে উপযুক্ত উপায়ে বিপদ বা আপদ অথবা ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য পৌঁছে দিতে হবে এবং তা কিভাবে হ্রাস করা যায় সে বিষয়ে সকলের কাছে তথ্য প্রচার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত ভাষায় এবং পদ্ধতিতে লোক সমাগম হয় এমন স্থানে ব্যাপক ভাবে তথ্য প্রচার করা, যেমন – ছবি অথবা পোস্টার, বড় অক্ষর এর ব্যবহার এবং শোনা যায় এমন পদ্ধতির ব্যবহার। সেক্ষেত্রে অবশ্যই জেন্ডার এবং বৈচিত্রতার মাত্রা কী রকম এবং স্থান বিবেচনা করতে হবে।

অংশগ্রহণ

- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শরনার্থী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে তাদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা এবং তা থেকে সেবা গ্রহণের যে অধিকার রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলের সাথে তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা, চিন্তা-ভাবনা এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পরামর্শ করে চিহ্নিত করতে হবে যেন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম পরিকল্পনায় এবং পূর্বাভাস প্রচার পদ্ধতিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে, সমজাতীয় জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করতে হবে এবং একই ভাবে বহুভাষী মানুষের জন্য একই জেন্ডারের অনুবাদক রাখতে হবে।

- মূল্যায়ন এবং সাড়া প্রদান করা দল গুলোতে সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে।

- সকলে যেন অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করার জন্য মূল্যায়ন করার সময় বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

- কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে প্রতিনিধিত্বকারী নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক দিক গুলি তুলে ধরবেন যা সব গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

- যখন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে সংলাপ এর আয়োজন করা হবে তখন অবশ্যই তাদের কাছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করণ কার্যক্রমে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

- বিদ্যমান স্থানীয় সংগঠন গুলির সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে যারা নারী এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবেন, যেমন যুব, যৌন ও জেন্ডার সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সেই সাথে বিভিন্ন সংগঠন যারা অভিবাসী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় কিভাবে কমিউনিটির মানুষদের আরও বেশি শক্তিশালী করা যায় এবং কার্যক্রম পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক করা যায় সে বিষয়ে কাজ করছেন।

- কমিউনিটি, ব্রাঞ্চ এবং ন্যাশনাল রেসপন্স টিম (যাদেরকে অ্যাকশন টিম বলা হয়) গুলোতে বিভিন্ন জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে।

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কমিউনিটি কমিটিতে বিভিন্ন জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের সমন্বয়ে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধি রাখতে হবে। যেখানে বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের একই কমিটিতে থাকা সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে আলদা কমিটি গঠন করতে হবে যেন বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের স্বতন্ত্র চাহিদা সমূহ নিরূপণ করা যায়।

- সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণ, চাকরি এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। কার্যক্রম গুলো ঝুঁকিপূর্ণ বা শোষণ মূলক হওয়া যাবে না, এবং অবশ্যই স্থানীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাধানের মধ্যে রয়েছে, একক-প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, কিশোর-কিশোরী, বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের (যেমন; গর্ভবতী নারী এবং স্থন্যদানকারী নারী, এইচআইভি / এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি) অর্থবহ অংশগ্রহণের জন্য যেসকল বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং দূর করা। এর মধ্যে থাকতে পারেঃ
  - আলোচনা / মিটিং এর জন্য সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা।
  - সুরক্ষিত এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন স্থান বা ভেন্যু নির্বাচন করা।
  - সাহায্যকারী বা কেয়ারগিভার থেকে আলাদা রয়েছেন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা।
  - বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দোভাষী নিয়োগ প্রদান করা।
  - একই জেন্ডারের প্রশিক্ষক নিশ্চিত করা।
  - শিশু পরিচর্যা এবং শিশুদের খেলার জন্য নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করা।

সুরক্ষা

বিভাগ ভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ

- বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষকে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে সকলের জন্য কমিউনিটির আশ্রয়কেন্দ্র এবং অস্থায়ী

আবাসন সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি সমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

- কমিউনিটির বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষের স্বতন্ত্র সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ভিত্তিক চাহিদা বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি, জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভাগ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট বিষয় সমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

- বিশেষত যাদের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেমন - বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদানকারী নারী, তাদের কথা বিবেচনা করে উপযুক্ত উপকরণের সমন্বয়ে অস্থায়ী আবাসন গুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- অস্থায়ী আবাসন কেন্দ্র এবং আশ্রয় কেন্দ্র গুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকল বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মানুষ নির্বিশেষে সকলেই আসতে নিরাপদ বোধ করেন। সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

  — কমিউনিটির আশ্রয় কেন্দ্র এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যা নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হবে।

  — কমিউনিটির আশ্রয় কেন্দ্র ও অস্থায়ী আবাসন কেন্দ্র গুলোতে ল্যাট্রিন সুবিধা সহ তার চারপাশে এবং রাস্তার আশেপাশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

  — ব্যক্তিগত সহয়তা প্রয়োজন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বিবেচনা করে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে পার্টিশন দিতে হবে।

  — ল্যাট্রিন ও গোসলের জায়গাগুলো পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা হতে হবে এবং বিভিন্ন জেন্ডার পরিচিয়ের মানুষদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাদের চাহিদা মূল্যায়ন করতে হবে।

  — ল্যাট্রিন এর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

  — অভিভাবকহীন শিশু এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (SGBV) প্রতিরোধ, সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বৈষম্যমূলক জেন্ডার এবং সামাজিক রীতিনীতি বিশেষ করে যেগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণা সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কমিউনিটির সাথে কাজ করার পরিকল্পনা এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন ঐসব ক্ষতিকর রীতিনীতি জেন্ডার ও অন্যান্য অসমতা এবং যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে।

- যারা এসজিবিভিএর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছেন তাদেরকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্থান নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

যৌন সহিংসতা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছেঃ

- নারী অথবা / এবং নারী ভিত্তিক সংস্থা, ভিন্ন ভাবে সক্ষম নারী ভিত্তিক সংস্থা অথবা দলের সাথে, যৌনতা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল গোষ্ঠীর সাথে এবং শিশু নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করতে ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতে হবে।
- এসজিবিভি প্রতিরোধের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে পুরুষ এবং ছেলেদের সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- এসজিবিভি প্রশমন ও সাড়াদান এবং শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সব সেক্টর এবং ক্লাস্টার যেমন- স্বাস্থ্য, ওয়াশ, নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং নির্মাণ কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের সাথে সমন্বয় এর ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
- নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং শিশু বান্ধব পৃথক নিরাপদ স্থানের[42] ব্যবস্থা করতে হবে।
- যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অভিভাবকহীন এবং বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরিকল্পিত নিরাপদ স্থান।

- কিছু মৌলিক সূচক নির্ধারণ করে লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বিপদাপন্ন তার সুনির্দিষ্ট কারণের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে যেন এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঝুঁকি যেমন মানবপাচার পর্যবেক্ষণ করা যায়, দ্রুত সাড়া প্রদান করা যায় এবং রোধ করা যায়।[43]

- একজন সারভাইভার তার সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতার কথা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচির কর্মীকে জানাবেন তখন তাকে সবচেয়ে নিরাপদ, গোপনীয়ভাবে এবং উপযুক্ত সেবা (রেফারেল পদ্ধতি সহ) প্রদানের জন্য এসজিবিভি এবং শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে। সারভাইভারকে সেবা প্রদানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচির কর্মীদের প্রাথমিক জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে। কোথায় গেলে তারা সহায়তা পেতে পারে সে সম্পর্কে সারভাইভারকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে । যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সনাক্ত করা হবে যেমন মানব পাচার, সেখানে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ঝুঁকিসমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো প্রশমন করতে ক্লাস্টার সদস্যরা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচির দলকে সহায়তা করবে।

42 Refer to IFRC and world vision child friendly spaces step guidance note and training tools (2008)
43 Refer to IFRC Human Trafficking in the Context of Migration Trainer Toolkit. How to reduce risks. recognize signs and respond safely (2018)

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমে নিযুক্ত সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিম্নোক্ত বিষয়ে কমপক্ষে একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবেঃ জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা, প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তি করণ, শিশুর নিরাপত্তা, মানব পাচার, এবং এসজিবিভি।

- এসজিবিভি সারভাইভারদের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সকল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচীর কর্মীদের সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর নির্দেশনা মূলক নীতি সমূহ ১) নিরাপত্তা, ২) গোপনীয়তা, ৩) সম্মান, এবং ৪) বৈষম্যহীনতা এবং সেইসাথে এসজিবিভি সারভাইভার যার মধ্যে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত তাদের রেফার করার পদ্ধতি, সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচীতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা, নতুন তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা সহ বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের যারা এসজিবিভি, শিশু সুরক্ষা, আইনগত এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছেন তাদের একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরী করে রাখবেন যেন এসজিবিভি সারভাইভার অথবা শিশুদেরকে তাদের কাছে দ্রুত রেফার করা যায়। নির্দিষ্ট কোনো ঝুঁকি যেমন, মানব পাচার মোকাবেলায় অভিজ্ঞ এমন এজেন্সি বা বিশেষজ্ঞদের সনাক্ত করতে হবে।

- মানব পাচারের মত অন্যান্য ঝুঁকি প্রশমনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কমিটির সদস্য ও ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিকে এসজিবিভি ও শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরণ বিষয়ে যুক্ত করতে হবে।

- এসজিবিভি, শিশু নিরাপত্তা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি যেমন মানব পাচার ইত্যাদি রোধ এবং সাড়াদান সংক্রান্ত তথ্যাবলি কমিউনিটিতে তথ্য প্রচার কার্যক্রমে রাখতে হবে যেমন, প্রশিক্ষণ এর সময় আলোচনা অথবা পোস্টারের মাধ্যমে প্রচার, অস্থায়ী আবাসন অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার করা। বার্তাসমূহে অধিকার সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং নীতি সঙ্গত, নিরাপদ, গোপনীয়, বৈষম্যহীন সেবা প্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করার উপায় সমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা

Prevention Response to Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)

- সকল জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স, প্রতিবন্ধী এবং প্রেক্ষাপটের মানুষের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক অভিযোগ প্রদান ও প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন সকলেই তা ব্যবহার করতে পারে। যেমনঃ

  — অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন জেন্ডার পরিচয়ের মানুষের সমন্বয়ে প্রতিনিধি রাখতে হবে।

  এই পদ্ধতি শুধুমাত্র লিখিত উপায়ে হবে তা নয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

  — অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।

— অভিযোগ গ্রহণের ডেস্ক অথবা অফিস দিনে কখন খোলা থাকবে তার সময়সূচি বিবেচনা করতে হবে যেন সকলেই সুযোগ পায়।

— শিশুর জন্য প্রযোজ্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের কাছেও এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে

— অভিযোগ কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণের সময়, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

— অভিযোগ প্রদানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- অডিও, দেখা যায় এমন অথবা সহজে পড়া যায় এমন কোন পদ্ধতি।

— এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, অস্থায়ী ভাবে বসবাস করা অভিবাসী যারা বিভিন্ন অনিয়মিত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা যেন অভিযোগ করতে গিয়ে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন না হয়।

- অভিযোগ পদ্ধতি স্থাপনের ক্ষেত্রে ICRC-IFRC "Community Engagement and Accountability Guide" এবং Inter-Agency Standing Committee এর "Best Practice Guide" ব্যবহার করা যেতে পারে।

- মানবিক সেবা প্রদানকারীর দ্বারা যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং অসদাচরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার, সঙ্গতিপূর্ণএবং স্বচ্ছ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাবলিক নোটিশ সমূহ লিখিত এবং ছবির আকারে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে অবগত করতে হবে যে, তাদের জন্য কী কী সেবা বরাদ্দ আছে যার জন্য কোন ধরনের অর্থ (অথবা ফি সমূহ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে) অথবা অন্য কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

- গোষ্ঠী এবং একক ব্যক্তি যারা অস্থায়ী আবাসে বসবাসের জন্য অন্যদের উপর নির্ভরশীল (নারী-প্রধান পরিবার, নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) তাদেরকে যথাযথ ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেন তারা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরণের শোষণ বা অসদাচরণের শিকার না হয়।

- আক্রান্ত কমিউনিটি যেন যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান বিষয়ে তথ্য গ্রহণ করতে পারে, পড়তে পারে, এবং PSEA এর ব্যাপারে সহজে অভিযোগ প্রদান করতে পারে তার জন্য লিখিত, অডিও, দেখা যায় এমন, এবং সহজে পড়া যায় এমন ব্যবস্থা করতে হবে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে। আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে মিল রেখে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছা সেবকদের যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA) বিষয়ে তাদের কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যৌন নির্যাতন, অসদাচরণ রোধ এবং সাড়াদান (PSEA) নীতিমালায় স্বাক্ষর করতে হবে।

আচরণ বিধি ও শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণ বিধিতে (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাদেরকে আচরণ বিধির উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় (Child Protection Policy) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণ বিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমাল াসম্পর্কিত বিষয় সমূহ এবং নির্দেশনা সহজেই বোঝা যায় এবং সহজে পাওয়া যায় এমন পদ্ধতিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণ বিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কোন ধরণের আশংকা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই সম্মক জ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে (child-safe recruitment meaures) আমলে নিয়ে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নিয়োগ প্রদান[44] করতে হবে, এর মধ্যে তার প্রদানকৃত রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[45]

38 For IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with child will have been screened by 2020

39 Challenges and options in improving recruitment processes in the context of protection from Sexul Exploitation and Abuse (PSEA) by our own staff *https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf*

আচরণ বিধি ও শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণ বিধিতে (Code of Conduct) স্বাক্ষর করতে হবে এবং তাদেরকে আচরণ বিধির উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিশু সুরক্ষা নীতি মালায় (Child Protection Policy) স্বাক্ষর করতে হবে এবং এর উপরে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

- প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণ বিধি এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ এবং নির্দেশনা সহজেই বোঝা যায় এবং সহজে পাওয়া যায় এমন পদ্ধতিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

- যদি শিশু সুরক্ষা অথবা আচরণ বিধি সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কোন ধরণের আশংকা থাকে তবে, কিভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য রেফার করতে হবে সে সব বিষয়ে সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছা সেবকদের অবশ্যই সম্মক জ্ঞান থাকতে হবে।

- শিশু নিরাপত্তাকে (child-safe recruitment meaures) আমলে নিয়ে, সকল কর্মী এবং স্বেচ্ছা সেবকদেরকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে,[38] এর মধ্যে তার প্রদান কৃত রেফারেন্স এবং সকল তথ্য যাচাই করাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[39]

38 For IFRC, the Child Protection Action Plan stipulates that 100% of staff who interact with child will have been screened by 2020

39 Challenges and options in improving recruitment processes in the context of protection from Sexul Exploitation and Abuse (PSEA) by our own staff *https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/UNDP-Joint-Recruitment-Report-PSEA.pdf*

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Reduction)

জরুরি অবস্থায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষামূলক সাড়া প্রদান কর্মকান্ডের প্রথম ধাপ হচ্ছে কমিউনিটিতে কে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এবং আমরা কিভাবে সব থেকে ভালো ভাবে সাড়া দিতে পারি সে বিষয়ে জানা। সে জন্যই, আমাদের একটি জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণ (Gender and Diversity Analysis) করতে হবে। এই বিশ্লেষণ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি, চাহিদা এবং দুর্দশার মাত্রা বুঝে সে অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে সহায়তা করবে । নারী, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ের মানুষদের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর যেমনঃ বয়স (শিশু, কিশোর-কিশোরী, এবং বয়স্ক নারী এবং পুরুষ), প্রতিবন্ধিতা (শারীরিক, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত, এবং বুদ্ধিগত), মানসিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু প্রভৃতি বিষয় জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ন্যূনতম শর্ত হিসেবে আমাদেরকে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা সংক্রান্ত প্রশ্ন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিভাগীয় মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন সুরক্ষা মূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়।[40]

আদর্শমানদন্ড

মর্যাদা

- স্থানান্তর (evacuation) প্রক্রিয়া গুলো সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী উপযুক্ত এবং সার্বজনীন হতে হবে। সকল জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধীতা, এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপটের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত সহয়তা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বিশেষ করে যাদের চলাফেরা এবং ভাষাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

- কমিউনিটি ভিত্তিক পূর্বাভাস ব্যবস্থায় (community based early warning) সব জেন্ডার পরিচয়ের মানুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন পরিবেশে থাকা ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া যেন সংবেদনশীল, সুরক্ষামূলক হয় এবং সকলের গোপনীয়তা রক্ষা পায় সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। আশ্রয় কেন্দ্র বিশেষ করে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কমিউনিটির মানুষ করছে সেখানে ও গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করণ পরিকল্পনায় বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দেখা শুনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কাজে নিযুক্ত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধীতা

40 Detailed guidance on conducting protective and inclusive needs assessments and gender and diversity analysis can be found in the IFRC Protection, Gender and inclusion in Emergencies tookit (2018-2019)

সংযুক্তি-১: লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা পৃথকীকরণ তথ্য (SADDD)

জেন্ডার পৃথকীকরণের মাধ্যমে পৌঁছানোঃ রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর সদস্যরা ফেডনেট ব্যবহার সহ সম্পূর্ণ গাইডের পরামর্শ নিতে পারেনঃ "Technical note - Counting people Reached" থেকে পরামর্শ নিতে পারেন যা ন্যাশনাল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট ও আইএফআরসি কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিষেবা গুলো কতজন মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে তার পরিমাপের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।

লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা পৃথকীকরণ তথ্য সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ বিস্তারিত দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে IFRC Protection, Gender and Inclusion in Emergencies toolkit (২০১৮-২০১৯)- এই টুল কিটটিতে।

পৃথককৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো মানে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা ব্যক্তিদের গণনা করতে হবে এবং তাদের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। আমরা কাদের তালিকাভুক্ত করব এবং কাদের করব না তা বোঝার প্রথম ধাপ হল এটা, যা আমাদের কাঙ্খিত জনগোষ্ঠীকে আরও ভালভাবে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে একটি উপলব্ধি তৈরি করে।

এটা হচ্ছে সামনে এগিয়ে যাবার প্রথম ধাপ যেখানে আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা কাদের তালিকাভুক্ত করব আর কাদের করব না এবং আমাদের তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠীকে কীভাবে সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা যায় তা বুঝতে সহযোগীতা করে।

সাধারণত, জনগোষ্ঠীকে পৃথক করার ক্ষেত্রে যেসব ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হত তা মূলত সামাজিক-জনসংখ্যা তাত্ত্বিক এর উপর ভিত্তি করে করা হত। সামাজিক-জনসংখ্যা তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেট হল **লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা পৃথকীকরণ তথ্য যাকে সংক্ষেপে SADDD** বলে এবং যেখানে প্রতিবন্ধিতা কে ছয়টি বৈশিষ্ট্যে ভাগ করা হয়েছেঃ **চলাফেরা, দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞান, নিজের যত্ন, এবং যোগাযোগ**। সামাজিক-জনসংখ্যা তাত্ত্বিক বিভাগ গুলিতে ব্যবহৃত অন্যান্য বিষয় গুলো হলঃ জেন্ডার, বর্ণ, জাতি, জাতীয়তা, যৌন পরিচিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা (যেমন আয় এবং শিক্ষা) এবং আইনগত বা বৈধ অবস্থা (শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী) ।[46]

জনগণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের বিষয়গুলো স্থান এবং কাজের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপঃ

- একটি এইচআইভি / এইডস সচেতনতার উপর গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরে উচ্চতর ঝুঁকিতে থাকা কিছু সুনির্দিষ্ট দলগুলোকে সনাক্ত করা যেতে পারে যেমন ট্রাক ড্রাইভার।

46 "Race" refers to physical characteristics of distinct populations within the larger species (e.g. Caucasian). "Ethnicity" describes the cultural identity that unites a group of people, which can include tradition, language, religion, behaviour traits, and racial ancestry. Two people can identify their ethnicity as Canadian, but their races may be Black and Caucasian. "Nationality" is the relationship between a person and the political state to which s/he belongs or is affiliated. Someone may identify their ethnicity as Chinese, but their nationality may be Canadian.

- লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা ছাড়াও জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচিতে তথ্য আয় এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে পৃথক হতে পারে।

- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচী দূরে অবস্থিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণ এবং প্রদানকারীদের বিতরণ করার উপায়ের উপর ভিত্তি করে পৃথক হতে পারে।

- অভিবাসীদের জন্য সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচী মাতৃভূমি বা দেশ, ভাষা, জাতি বা ধর্মের উপর ভিত্তি করে পৃথক হতে পারে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার বিষয় গুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণ স্বরূপ, দৃষ্টি শক্তির স্বল্পতা বয়সের সাথে সাথে তীব্র হতে পারে এবং একই সাথে সমাজে একজন নারী দৃষ্টি শক্তির স্বল্পতার জন্য চক্ষু সেবা গ্রহণে একজন পুরুষের তুলনায় কম সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।

লিঙ্গ এবং জেন্ডার

প্রথমত জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা বিশ্লেষণকে সহজ করার জন্য তথ্যকে লিঙ্গ এর উপর ভিত্তি করে পৃথক করতে হবে। এটা একটা ভালো পদ্ধতি যার দ্বারা একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে যে জৈবিক পার্থক্য তা সহজেই বোঝা যায়।

যদিও, এমন অনেক উদাহরণ থাকতে পারে যেখানে ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ বা নারী হিসেবে সনাক্ত করার পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট জেন্ডার ভূমিকায় চিহ্নিত করতে পারেন যেমন, ট্রান্সজেন্ডার, ট্রান্সসেক্সুয়াল অথবা তারা নিজেদেরকে কোনো বিশেষ জেন্ডার ভূমিকায় পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নাও হতে পারেন।

লিঙ্গ অথবা জেন্ডারের মাধ্যমে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া নির্ভর করবে কিছু বিষয়ের উপর যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কার্যক্রম পরিচালনার এলাকা এবং কাঙ্খিত জনসংখ্যা। এটা বিবেচনা করার সময় আমাদের অবশ্যই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কিভাবে তার জেন্ডার পরিচয়টাকে বুঝতে পারছেন অথবা প্রচলিত জেন্ডার ধ্যান ধারনায় প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন সে বিষয়টাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, তথ্য সংগ্রহ করার শেষে কিভাবে তা বিশ্লেষণ করা হবে এবং কার্যক্রমকে উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যবহার করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। জেন্ডারের উপর ভিত্তি করে জনসাধারনকে চিহ্নিত করার জন্য কিছু বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে যা একটি সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সহায়তা করবে। যেমনঃ লিঙ্গ পরিচিতি চিহ্নিত করার জন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেখানে " পুরুষ " ও "নারী" বিভাগ করা ছাড়াও "অন্যান্য" অথবা "ফাঁকা (উত্তর দাতাদের পূরণের জন্য)" বিকল্প সুবিধা রাখা হয় যেনো উত্তর দাতা সহজেই নারী বা পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়াও নিজের লিঙ্গ পরিচিতি দিতে পারেন।

বয়স

লিঙ্গ এবং জেন্ডার ছাড়াও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় বয়সও একটি ন্যূনতম মানদন্ড। স্ফেয়ার প্রজেক্ট গাইডলাইন অনুযায়ী শিশু থেকে কিশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে

এবং পরবর্তী ১০ বছর বয়সের ব্যবধান এর গ্রুপ গুলো সাজানো হয়েছে যার তথ্য নিচের টেবিল-১ এ প্রদান করা হল।

টেবিল ১ঃ স্ফেয়ার প্রজেক্ট অনুযায়ী মানবিক সহায়তার প্রদানের জন্য বয়স অনুযায়ী পৃথককরণ পদ্ধতি [xxxv]

0-5		6-12		13-17		18-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80+	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

যে ধরণের কার্যক্রম বা পরিষেবা প্রদান করা হবে তার উপর নির্ভর করে, অন্যান্য বয়সের গ্রুপ গুলির উপযুক্ত বিশ্লেষণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি শিশুদের জন্য পুষ্টি বা টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন তবে, ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য আরো কম ব্যবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। অথবা আপনি যদি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলে, (উদাহরণঃ স্কুল প্রোগ্রামে রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্টর নীতি এবং মূল্যবোধ), প্রত্যেক বছরে শিক্ষার্থীদের বয়স ভিত্তিক ব্যবধান মূল্যায়ন করা যেতে পারে যা তাদের গ্রেড এর মাত্রাকে সমান রাখবে।

একই বয়স সীমা সবধরণের কার্যক্রম এবং এলাকা ভিত্তিতে কখনোই প্রযোজ্য হবেনা। এ জন্য আইএফআরসি স্ফেয়ার প্রজেক্ট অনুসারে বয়স সীমা ব্যবহারে আন্তর্জাতিক মানদন্ড মেনে চলে। তবে ফর্মে বয়স সীমা ব্যবহার না করাই ভালো বরং প্রকৃত বয়স বা জন্মের সাল সংগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সেক্টরের সেবা গ্রহণকারী মানুষগুলোকে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হয়।

প্রতিবন্ধিতা

জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতা হল "একটি বিবর্তনশীল ধারণা যা, একজন ব্যক্তির অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে, আচরণগত, এবং পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যা তাদের সমাজের অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণে বাধা দেয়"। [xxxvi]

প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্টের ফ্রেমওয়ার্ক অন্তর্ভুক্তি একইভাবে বলেছে যে, "প্রতিবন্ধিতা একটি জটিল, বহুমাত্রিক এবং গতিশীল ধারণা যা সময়ের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিকশিত হয়েছে। এটা হচ্ছে ব্যক্তির অক্ষমতা বা সক্ষমতার বৈশিষ্টের সাথে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পারস্পারিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল। যা একটি 'সামাজিক মডেল' হিসাবে পরিচিত, যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতা গুলিকে সমাজের মানদন্ডে দেখা হয়"।

ফল স্বরূপ যখন আমরা প্রতিবন্ধীদের উপর পৃথকীকরণ তথ্য সংগ্রহ করব তখন **আমাদের অবশ্যই তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে**, বিশেষ করে তাদের প্রতিবন্ধকতা গুলোর সাথে পরিবেশের সম্পর্ক কিরূপ তা বের করে আনতে হবে ।

ওয়াশিংটন গ্রুপ শর্ট এর সেট করা প্রশ্ন গুলোর মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতার উপর একটি আদর্শ ও উপযোগী তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব (প্রশ্নগুল নিম্নে সংযুক্ত করা হয়েছে)।[47] এই টুলটি আমাদেরকে সমাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে সহয়তা করে। এটি ছয়টি প্রশ্ন দ্বারা গঠিত যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সহজেই জিজ্ঞেস করা যায়। আরো বিস্তারিত ভাবে কার্যক্রম মূল্যায়নের অন্যান্য প্রশ্নাবলীও সহজলভ্য রয়েছে।[48]

যখনই আমরা প্রতিবন্ধিতা পৃথকীকরণ তথ্য সংগ্রহ করব তখন স্থানীয়দের সাথে পরামর্শ করে স্থানীয় বিষয়কে মাথায় রেখে তথ্য সংগ্রহের টুল তৈরি করব। এক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে স্থানীয় এমন সংস্থাগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে এবং যোগাযোগ করতে হবে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারে। **আর যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহের প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।**

যখন তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিবন্ধিতা পৃথকীকরণের বিভিন্ন অংশ নিয়ে কাজ করবেন তখন অবশ্যই বুঝতে হবে যে সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অভিভাবকের দ্বারা অধিক সুরক্ষিত থাকতে পারেন। যার ফলে পরিবার বা অভিভাবকেরা তাদের লুকিয়ে রাখতে পারেন অথবা কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে তারা উপেক্ষিত হতে পারেন। অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এধরণের মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছানো যাবে না সুতরাং, বিশেষ সতর্কতার সাথে তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

> "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বয়স্ক ব্যক্তি যারা 'hard-to-reach'এর তালিকায় আছেন তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে (বিশেষ করে যারা বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না অথবা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে পরিবারের দ্বারা লুকায়িত থাকেন, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, যে শিশুরা পরিবারের দায়িত্ব নেয়ায় স্কুলে যেতে পারে না)। মূল্যায়ন দলের জন্য কমিউনিটি ফোকাল পয়েন্টের মধ্যে প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। যদি সম্ভব হয় তবে মূল্যায়ন দলের সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বয়স্ক নারী ও পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"[xxxvii]

47 UN Statistical Commission "Washington Group" on Disability Statistics, "*The Washington Group Short Set of Questions on Disability*." Accessed 2017

48 More detailed resources on collecting and training on disability data are available from *Minimum Standards for Age and Disability Inclusion in Humanitarian Action* and the World Health Organization (WHO) Model Disability Survey, as well as the additional questionnaires from the Washington Group introduced in Annex 1.

প্রতিবন্ধিতার উপর ওয়াশিংটন গ্রুপ এর প্রশ্নে সম্বলিত সংক্ষিপ্ত সেট

১। আপনার কি চশমা পড়লেও দেখতে অসুবিধা হয়?

ক। না - কোন অসুবিধা নেই
খ। হ্যাঁ - কিছুটা অসুবিধা হয়
গ। হ্যাঁ - অনেক অসুবিধা হয়
ঘ। একদম কিছু করতে পারি না

২। কানে শুনতে সাহায্য করবে এমন সামগ্রী ব্যবহার করেও কী আপনার শুনতে অসুবিধা হয়?

ক। না - কোন অসুবিধা নেই
খ। হ্যাঁ - কিছুটা অসুবিধা হয়
গ। হ্যাঁ - অনেক অসুবিধা হয়
ঘ। একদম শুনতে পারি না

৩। আপনার কি হাঁটতে বা সিঁড়ি তে উঠতে অসুবিধা হয়?

ক। না - কোন অসুবিধা নেই
খ। হ্যাঁ - কিছুটা অসুবিধা হয়
গ। হ্যাঁ - অনেক অসুবিধা হয়
ঘ। একদমই হাঁটতে পারি না

৪। আপনার মনে রাখতে বা মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হয়?

ক। না - কোন অসুবিধা নেই
খ। হ্যাঁ - কিছুটা অসুবিধা হয়
গ। হ্যাঁ - অনেক অসুবিধা হয়
ঘ। একদমই পারি না

৫। আপনার কি নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে (যেমন পোষাক পরিধান বা পরিচ্ছন্নতা রাখতে) অসুবিধা হয়?

ক। না - কোন অসুবিধা নেই
খ। হ্যাঁ - কিছুটা অসুবিধা হয়
গ। হ্যাঁ - অনেক অসুবিধা হয়
ঘ। একদমই করতে পারি না

৬। আপনার স্বাভাবিক (প্রচলিত) ভাষা ব্যবহার করে আপনার কি যোগাযোগ করতে সমস্যা হচ্ছে, যেমন কথা বুঝতে বা বোঝাতে?

ক। না - কোন অসুবিধা নেই
খ। হ্যাঁ - কিছুটা অসুবিধা হয়
গ। হ্যাঁ - অনেক অসুবিধা হয়
ঘ। একদম পারি না

সংযুক্তি ২ঃ নির্বাচন এবং অগ্রাধিকার নির্ণায়ক

অর্থ, সুযোগ-সুবিধা, ঝুঁকি এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহজ প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সকল মানুষের চাহিদা সব সময় পূরণ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, যারা সব চেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভৌগলিক ভাবে এলাকা নির্ধারণের পর ঝুঁকি এবং সক্ষমতার (Vulnerability Capacity) উপর ভিত্তি করে সব চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জেন্ডার এবং বৈচিত্রতার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

নির্বাচন এবং অগ্রাধিকার প্রক্রিয়ায় মানবিক বা জরুরী সেবার উপকার ভোগীদের তালিকাভুক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই চাহিদা ভিত্তিক এবং জেন্ডার এবং বৈচিত্রতা-সংবেদনশীল পদ্ধতি পরিচালনা করতে হবে, পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নির্বাচন এবং অগ্রাধিকার নির্ণায়ক প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে তৈরি হবে। একবার তৈরি হয়ে গেলে মানদন্ডগুলি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে জানিয়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান বা নির্দিষ্ট কোনোও গোষ্ঠীকে বাদ দিতে হলে পরিষ্কার এবং বোঝার উপযোগী করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচন ও অগ্রাধিকার প্রক্রিয়ার মানদন্ড তৈরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিষয় অথবা প্রচলিত রীতিনীতি গুলো যা কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয় বা শোষণ করতে পারে এমন বিষয়গুলো বিবেচনা করা আবশ্যক। ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের একটি কার্যকারী সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে হবে অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি ঝুঁকির সম্মুখীন হন এবং সেই ঝুঁকি মোকাবেলা করার সীমিত ক্ষমতা রাখেন। এই কার্যকারী সংজ্ঞাটি ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করে তৈরি করতে হবে। কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে কিন্তু তা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমন: জাতিগত সংখ্যালঘু, নারী, নারী প্রধান পরিবার, শিশু এবং কিশোর-কিশোরী, শিশু প্রধান পরিবার, বয়স্ক ব্যক্তি, এসজিবিভি সার্ভাইভর, পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তি, যৌন ও জেন্ডার সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা, এইচআইভি /এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিরা, প্রতিবন্ধী পুরুষ ও নারী, দীর্ঘকালীন রোগ বা জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, নিরক্ষর ব্যক্তি , দীর্ঘ সময় ধরে দারিদ্র অবস্থায় থাকা ব্যক্তি, ভূমিহীন ব্যক্তি, অনথিভুক্ত নাগরিক, অভিবাসী, শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, বন্দী, আশ্রয় প্রার্থী এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি ।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য গুলির সংমিশ্রণ রয়েছে তারাই হল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা পরিবার । সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ এর ক্ষেত্রে স্থানীয় রীতিনীতি ও বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হবে।

- বাস্তুচ্যুত, ভৌগলিক অবস্থান, নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অবস্থা, নির্মিত পরিবেশ ও অবকাঠামো গুলিতে প্রবেশাধিকার, তথ্য ও শিক্ষার অধিকার, জীবিকা নির্বাহের জন্য উপাদান এবং আর্থিক উৎস সমূহে প্রবেশাধিকার, পরিষেবা পাওয়ার অধিকার ও সুবিধা এবং সামাজিক সহায়তা পাবার নেটওয়ার্ক সমূহ এবং সুনির্দিষ্ট বিশেষ বৈশিষ্ট্যের গোষ্ঠী, পরিবার বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পাশাপাশি আইনি পরিচয় বা এর ঘাটতির উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি মাত্রা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

- আইএফআরসি নেতৃত্বাধীন শেল্টার ক্লাস্টার দ্বারা টাইফুন "হাইয়ান" চলাকালীন ফিলিপাইনে ব্যবহৃত মডেল থেকে নিম্নলিখিত নির্বাচন এবং অগ্রাধিকারের মানদন্ডটি রূপান্তরিত হয়েছে।

- এই মডেলটি ব্যাপক বিস্তৃত কারণ একাধিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মীদের সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে দুর্যোগে সাড়া প্রদানের জন্য পরিচালিত হয়।

- জরুরি পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল সোসাইটির স্থানীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সাড়া প্রদানের জন্য মানদন্ডটি অবশ্যই সহজ বোধ্য উপায়ে রাখতে হবে।

- এটা প্রস্তাবিত যে, যেসব পরিবার ঝুঁকির মাত্রার সর্বোচ্চ স্কোর এ থাকবে তাদেরকে বিদ্যমান রীতিনীতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিষেবা গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

- দয়া করে মনে রাখবেন, এই মডেলটি খানার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি এমন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে না যারা পরিবারের বাইরে থাকেন এবং তাই মানবিক সহায়তা থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। এটি পরিবারের মধ্যে যারা প্রান্তিক, যারা তাদের অভ্যন্তরীণ-পরিবার পুনর্বিন্যাস থেকে উপকৃত হয় না, তাদের উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হয়নি। এগুলো হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা এবং রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট এর সাড়া প্রদানকারীদের অবশ্যই এই মডেলটির বাইরেও উক্ত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

গৃহস্থালী বৈশিষ্ট্য ("হ্যাঁ" এর ক্ষেত্রে কেবল ৫ ব্যবহার করুন। "৫" ব্যতীত কোন নম্বর গ্রেডিং বা উত্তরগুলি এই ফর্মটিতে অনুসন্ধান এর জন্য ব্যবহৃত হবে না) তারকা চিহ্ন (*) দিয়ে চিহ্নিত সমস্ত বিবৃতি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে কারণ সেগুলি অনেক প্রাসঙ্গিক-নির্দিষ্ট এবং আপেক্ষিক।

পরিবারের ব্যক্তির সংখ্যা পাঁচ (৫) এর বেশি	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবারে একজন প্রবীণ ব্যক্তি *, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী নারী, একজন প্রতিবন্ধী পুরুষবা নারী, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ ব্যক্তি, এতিম, অভিভাবকহীন বা বিচ্ছিন্ন শিশু এবং / অথবা কিশোরী মা (যেমন ১৮ বছরের কম বয়সী) রয়েছে	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবারের প্রধান হ'ল একজন বয়স্ক ব্যক্তি *, একজন মহিলা, একজন শিশু (১৮ বছরের কম বয়সী) অথবা একজন পুরুষ যার সন্তানদের লালন-পালনের জন্য স্ত্রী / সঙ্গী নেই	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবারটি আদিবাসী, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ইত্যাদি	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
অন্যান্য পরিচিত ঝুঁকিসমূহ এই সেকশনে বিষয় ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক ইস্যু গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার মধ্যে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যারা যৌন এবং জেন্ডার ভিত্তিক সংখ্যালঘু হিসাবে চিহ্নিত, পাচারের শিকার হওয়া নারী,মেয়ে, ছেলে এবং পুরুষ এবং নারী এবং শিশু যারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে এগুলি এমন বিষয় নয় যা সাধারণ খানা জরীপ মূল্যায়নে নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং / অথবা তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সুতরাং বিষয় গুলো তখনই প্রাধান্য দেয়া হবে যখন তথ্য গুলো জানা থাকবে; এই তথ্য সমূহ শুধু মাত্র অগ্রাধিকার নির্ণায়ক টুলটি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই অনুসন্ধান করা উচিত নয়।	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
এই সেকশনের জন্য মোট স্কোর		
বর্তমানে পরিবারের কেউ চাকরিতে নিযুক্ত নেই	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে না	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবারের কিছু সম্পদ আছে অথবা উল্লেখযোগ্য সম্পদ নেই *	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবার কোনও মানবিক সহায়তা কার্ড পায় নি *	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
এই সেকশনের জন্য মোট স্কোর		

বিভাগ-ভিত্তিক বিষয় সমূহ (এখানে আশ্রয়ের উপর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে - আবাসন অবস্থা)

পরিবারের কোনও জমি বা নিরাপদ স্বত্বাধিকার নেই	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
স্কুলগামী শিশুদের লেখাপড়ার কোনও সুবিধা নেই	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
আবাসন এর পরিধি খুব ছোট * (যেমন প্রতি লোকের জন্য ৩.৫ বর্গক্ষেত্র স্থান)	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
আবাসনটি বসবাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ*	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
এই সেকশনের জন্য মোট স্কোর		

পরিষেবা গুলিতে অভিগম্যতা

স্বাস্থ্যসেবা / পরিষেবাদি গ্রহণ পরিবারের কম / কোন সুযোগ নেই	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবারের পানির সেবা বা সুবিধা গ্রহণে কম / কোন সুযোগ নেই অথবা পানির গুণমান খারাপ	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবারে স্যানিটেশন সুবিধাগুলি খুব কম / নেই অথবা স্যানিটেশন এর অবস্থা খারাপ	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
পরিবারের বিদ্যুৎ বা জ্বালানী সরবরাহ কম / নেই	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
এই সেকশনের জন্য মোট স্কোর		

মোকাবেলা করার পদ্ধতি / সহনশীলতা রেজিলিয়েন্স

পরিবারের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ / গুণমান কমেছে	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
জরুরি অবস্থার পূর্বে শিশুরা কাজে নিযুক্ত ছিল	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
জরুরি অবস্থায় পরিবারকে সম্পদ বিক্রিয় করতে হয়েছিল		
এই সেকশনের জন্য মোট স্কোর	হ্যাঁ, স্কোর ৫	
সব সেকশনের জন্য মোট স্কোর		

সংযুক্তি ৩: স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অনুশীলনের জন্য সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ[49]

যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের কর্মী, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (IFRC), ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেড ক্রস (ICRC), সকল ন্যাশনাল সোসাইটি এবং সহযোগী ন্যাশনাল সোসাইটি সহ সকল কর্মীদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকারে আদর্শ মেনে চলতে হবে। যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার কিংবা পাচারের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তিদের **সারভাইভার সেন্টার্ড এপ্রোচ এর অন্তর্ভুক্ত** করতে হবে ।

সারভাইভর সেন্টার্ড এপ্রোচ এর চারটি নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সার্ভাইভারের শারীরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
- গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ
- সার্ভাইভারের ইচ্ছা, অধিকার এবং মর্যাদাকে সম্মান করতে হবে
- বৈষম্যহীনতা নিশ্চিতকরণ

একজন **প্রাপ্তবয়স্ক** এসজিবিভি সার্ভাইভারের মানসিক ভাবে আঘাত পাবার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে পারেন, উদ্বেগ ও হতাশাগ্রস্ত থাকতে পারেন অথবা কোন ধরণের আবেগ নাও দেখাতে পারেন। যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, নির্যাতন, পাচার অথবা যেকোনও ধরণের শোষণের শিকার হওয়া একজন সার্ভাইভারের মধ্যে ভয়, অপরাধ বোধ, লজ্জা অথবা ক্রোধ অনুভব করতে পারেন। **স্বাস্থ্যকর্মীকে অবশ্যই পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবেদনশীল এবং সুস্পষ্ট তথ্য দিয়ে তাদের প্রস্তুত** [51] **করতে হবে, পরীক্ষার জন্য অবহিতকরণের মাধ্যমে তাদের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে, এবং সমবেদনাপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক এবং সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে হবে।**

সার্ভাইভারের ইচ্ছা, চাহিদা এবং তার সক্ষমতার প্রতি সম্মান প্রদান করতে হবে

- আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ সার্ভাইভারের ইচ্ছা, চাহিদা এবং সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে হবে।
- কোনও আত্মীয় বা অন্য কোনও ব্যক্তির সম্মতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই।
- সার্ভাইভারকে প্রয়োজনীয় সকল সেবা সামগ্রী এবং তাদের গুণগতমান ও সহায়তা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে হবে যেন তিনি তার পছন্দ অনুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারেন। সার্ভাই-ভার পুরোপুরি তথ্যটি বুঝতে পেরেছে কি'না তা পুনরায় যাচাই করে দেখতে হবে।

49 The content of this guidance note has been adapted from: "Building Survivor-Centered Response Services", UNFPA Pakistan, 2010, and

50 0 "Guidelines for Health Staff Caring for Gender-Based Violence Survivors" from the Global Protection Cluster (GBV Sub-cluster for Turkey and Syria) and the Health Cluster

51 Informed consent: (1) is a two-way process (between the healthcare worker and the survivor); (2) goes beyond providing a form or document for the survivor to read and sign; (3) involves explaining what will happen and answering questions and ensures that survivors are aware of and understand the purpose and content of the medical history, examination and treatment; (4) should continue throughout the medical visit and follow-up.

- সার্ভাইভারকে সকল ধরণের সহায়তা পাবার তথ্য এবং রেফারেল এর তথ্য অবহিত করার পর তাদেরকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে (এমনকি আপনার পছন্দের সাথে তাদের পছন্দ এক নাও হয়)।

- পরামর্শ নয়, তথ্য প্রদান করতে হবে। কখনো দোষারোপ বা বিচার করবেন না।

- সার্ভাইভারের প্রতি আপনার আস্থা প্রকাশ করতে হবে, তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে আপনি প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না বা তাদের দোষারোপ করবেন না এবং তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করুন।

- সার্ভাইভার এর কাছে আপনার ভূমিকা এবং আপনার কাছে কী ধরণের সেবা আছে যা আপনি প্রদান করতে পারবেন এবং কীভাবে তাকে সহায়তা করতে পারবেন সে বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে। আপনার পক্ষে করা সম্ভব নয় এমন বিষয় সমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

- এমন কোনও প্রতিশ্রুতি করা যাবে না যা আপনি রক্ষা করতে পারবেন না। সার্ভাইভারকে উপযুক্ত পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রেফার করতে হবে।

- সার্ভাইভারের স্বতন্ত্র যৌন পরিচয়, সংস্কৃতি, রীতিনীত, পরিবার অথবা অবস্থান নিয়ে উপহাস বা অসম্মান করা যাবে না।

- একজন মনযোগী শ্রোতা হতে হবে এবং বিচারহীন মনোভাব বজায় রাখতে হবে।

- ধৈর্য্য ধারন করুন; সার্ভাইভার যদি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে প্রস্তুত না থাকে তবে তথ্যের জন্য জোর করবেন না। সার্ভাইভারকে শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করুন।

সার্ভাইভার এর শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

- সকল ক্ষেত্রে, তারা যেন অপরাধী অথবা কমিউনিটির অন্যদের দ্বারা পরবর্তী কোন ঝুঁকি বা বিপদের সম্মুখীন না হন তা নিশ্চিত করতে হবে (যেমন, যদি সার্ভাইভার একজন নারী হয়ে থাকেন, তবে কখনোই তাকে তার পরিবারের পুরুষ সদস্যের সাথে কী ঘটেছিলো তা নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন না)।

- যারা সার্ভাইভারকে সাহায্য করছেন তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, যেমন পরিবার, বন্ধু, কমিউনিটিতে সেবা প্রদানকারী বা এসজিবিভি কর্মী এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মী। সার্ভাইভারকে সেবা প্রদানের জন্য সম্ভব্য সকল সেবার রেফারেল সম্পর্কে (নিরাপদ স্থানে সহ) অবহিত থাকতে হবে এবং সব কিছু আপনার তালিকাতে প্রস্তুত রাখুন যেন সহজেই পাওয়া যায়।

- ঘরে প্রবেশাধিকার এর ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোকের সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখুন, বিশেষ করে অনুসন্ধান এর সময়।

- যদি সার্ভাইভার চান তবে নিশ্চিত করুন যে, একজন সমলিঙ্গের প্রশক্ষিত সহায়তা কর্মী বা স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা অনুসন্ধানকালীন তার সাথে উপস্থিত থাকতে হবে । তারা কোনও সুনির্দিষ্ট কাউকে (যেমন, পরিবারের কোনও সদস্য বা বন্ধু) উপস্থিত চান কি'না সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করুন। তাদের কে আলাদা ভাবে একা প্রশ্নগুলো করতে চেষ্টা করুন ।

- যেখানেই সম্ভব গোপন এবং নিরাপদ স্থানে সমলিঙ্গের অনুবাদক দ্বারা সাথে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করুন। নিশ্চিত করুন যে অনুবাদক সার্ভাইভারকে বিচার করবেন না বা পরামর্শ দিবেন না; সকল অনুবাদককে সারভাইভর সেন্টার্ড এপ্রোচ সম্পর্কে সর্বোত্তম ভাবে নির্দেশনা প্রদান করুন।

- প্রয়োজনে পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, মাঠ কর্মকর্তা বা অন্যদের কাছ থেকে সহায়তা চাইতে পারেন।

গোপনীয়তা প্রদানে আশ্বস্ত করুন

- সার্ভাইভারকে আশ্বস্ত করুন যে তারা অভিযোগ আনার সিদ্ধান্ত নিলে অনুসন্ধানের ফলাফলগুলি গোপনীয় রাখা হবে। সার্ভাইভারকে একাধিক সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে তাদের ঘটনাটি পুনরায় অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকুন।

- নিশ্চিত করুন যে, সার্ভাইভার অনুসন্ধানের গতি, সময় এবং উপাদান গুলির সাথে তাল মেলাতে পারছে। তারা অনুসন্ধানের পদক্ষেপগুলোর ক্ষেত্রে যে কোন সময় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন সেটি তাদের কাছে খুলে বলুন।

- উল্লিখিত এসজিবিভি ঘটনা এবং এসজিবিভি সার্ভাইভার সম্পর্কিত তথ্য কখনই অন্যকে জানানো উচিত নয় যদি এতে ব্যক্তির নাম বা অন্যান্য সনাক্তকারী তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। সার্ভাইভার সম্পর্কিত তথ্য লিখিত ভাবে স্পষ্ট সম্মতি চাওয়ার এবং পাওয়ার পর কেবল মাত্র তৃতীয় পক্ষকে অবহিত করা যাবে (যেমন তাদের বাবা-মা, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে)। সমস্ত লিখিত তথ্য অবশ্যই সুরক্ষিত, লক করা ফাইলগুলিতে রাখতে হবে।

- যদি কোন প্রতিবেদন বা পরিসংখ্যান জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হয় তবে সমস্ত সম্ভাব্য সনাক্তকরণ তথ্য সরিয়ে ফেলা উচিত এবং কেবলমাত্র সামগ্রিক নম্বর এবং তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরা উচিত।

- সভাগুলিতে এমন সময় থাকতে পারে যখন নির্দিষ্ট এসজিবিভি কেস উল্লেখ করার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সার্ভাইভারকে সনাক্ত করা যাবে এমন তথ্য যেন প্রকাশিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সেই গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে ছদ্মনাম ব্যবহার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে।

কোন প্রকার বৈষম্য হচ্ছে না সেটি নিশ্চিত করুন

- এসব ঘটনার ক্ষেত্রে লিঙ্গ, অন্যান্য প্রেক্ষাপটের মানুষ, বর্ণ, জাতি বা ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা নির্বিশেষে সকল সার্ভাইভারদের সাথে স্বাধীনভাবে,সম-মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

- সার্ভাইভারের ইতিহাস বা আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে অনুমান করবেন না। সার্ভাই-ভারের পূর্বের যৌন ইতিহাস বা কুমারীত্বের অবস্থা কোন সমস্যা বা বিষয় নয় এবং এটি নিয়ে আলোচনা করবেন না।

- এসজিবিভি সম্পর্কে আপনার নিজের কুসংস্কার এবং মতামত সম্পর্কে সচেতন হন এবং আপনার আচরণের মাধ্যমে সার্ভাইভারকে প্রভাবিত করবেন না।

i Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability (2016), *http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/CEA-GUIDE-2401-High-Resolution-1.pdf*

ii Adapted from Professional Standards for Protection Work: carried out by humanitarian and human rights actors in armed conflict and other situations of violence, Third Edition (2018) *https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights*

iii Australian Red Cross Protection, gender and inclusion guidance notes (2011-2015), *https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/international-aid/international-aid-resource-centre/protection-gender-and-inclusion-guidance-notes*

iv Global Child Protection Working Group (CPWG), Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (2012), *http://cpwg.net/minimum-standards/*

v Guidelines for Health Staff Caring for Survivors of Gender-based Violence, Including Protocol for Clinical Management of Rape (2016) *http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cmr_protocol_final_en.pdf*

vi Groupe URD, HAP International, People in Aid and the Sphere Project, Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (2014). The nine commitments of the Core Humanitarian Standards are: 1. Communities and people affected by crisis receive assistance appropriate and relevant to their needs; 2. Communities and people affected by crisis have access to the humanitarian assistance they need at the right time; 3. Communities and people affected by crisis are not negatively affected and are more prepared, resilient and less at-risk as a result of humanitarian action; 4. Communities and people affected by crisis know their rights and entitlements, have access to information and participate in decisions that affect them; 5. Communities and people affected by crisis have access to safe and responsive mechanisms to handle complaints; 6. Communities and people affected by crisis receive coordinated, complementary assistance; 7. Communities and people affected by crisis can expect delivery of improved assistance as organisations learn from experience and reflection; 8. Communities and people affected by crisis receive the assistance they require from competent and well-managed staff and volunteers; 9. Communities and people affected by crisis can expect that the organisations assisting them are managing resources effectively, efficiently and ethically. *http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf*

vii Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities, ADCAP (2018), *http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-humanitarian-guidelines-launched-for-ageing-and-disability-inclusion/*

viii ICRC and IFRC Community Engagement Guide (2017), *http://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/*

ix IFRC All Under One Roof. Disability-Inclusive Shelter and Settlements in Emergencies (2015) *http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/All-under-one-roof_EN.pdf*

x IFRC Gender and diversity sensitive approach to Vulnerability and Capacity Assessments (Pilot, 2017), *http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/05/guidance-note_gender-and-diversity-sensitive-vca.pdf*

xi IFRC Guidelines for Livelihoods Programming (2010), *http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/document/ifrc-guidelines-for-livelihoods-programming/*

xii IFRC Protection Field Guide *https://drive.google.com/file/d/0B6fSxyfO1YBSajlLX0RSbl9KNjA/view*

xiii INEE Minimum Standards Handbook (2010), *http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_English.pdf*

xiv Inter-Agency Standing Committee (IASC) Gender Handbook in Humanitarian Action (2007), *https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/news/iasc-gender-handbook*

xv Inter-Agency Standing Committee (IASC) Guidelines on Gender-based Violence (2015), *https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf*

xvi Inter-Agency Standing Committee (IASC) Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children. Toolkit (2017) *https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/handbook-web-2017-0322.pdf*

xvii See The Sphere Project and The Humanitarian Charter. The Protection Principles are; 1. Avoid exposing people to further harm as a result of your actions; 2. Ensure people's access to impartial assistance – in proportion to need and without discrimination; 3. Protect people from physical and psychological harm arising from violence and coercion; and 4. Assist people to claim their rights, access available remedies and recover from the effects of abuse. *http://www.sphereproject.org/handbook/*

xviii Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management (MHM) into Humanitarian Response, Inter-agency (2017) *https://reliefweb.int/report/world/toolkit-integrating-menstrual-hygiene-management-mhm-humanitarian-response*

xix Professional Standards for Protection Work: carried out by humanitarian and human rights actors in armed conflict and other situations of violence, Third Edition (2018) *https://www.icrc.org/en/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights*

xx Adapted from UN General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 13 December 2006, A/RES/61/106, available at: *https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html* [accessed 20 September 2018]

xxi UN Secretary-General's Bulletin on protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) (ST/SGB/2003/13) *https://undocs.org/ST/SGB/2003/13*

xxii Ibid

xxiii Adapted from Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Gender Comment 14, 22nd Session U.N. Doc. E/C.12/2000/4, 2000

xxiv Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent and Non-Governmental Organisations in Disaster Relief *http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-english.pdf*

xxv United Nations, Convention on the rights of the child. *https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/CRC.C.GC.13_en.doc.html*

xxvi IFRC Secretariat Policy on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse (2018) *https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/06/IFRC-Secretariat-Policy-on-Prevention-and-Response-to-SEA_final.pdf*

xxvii IFRC Child Protection Policy (2013) *http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2016/12/DOC-14-193_e_v100_child-protection-policy.pdf*

xxviii IFRC Child Protection Action Plan (2015-2020) *http://www.ifrc.org/Global/Publications/principles/IFRC-Child-Protection-Action-Plan_2015-2020.pdf*

xxix For further information about Disaster Law and the IFRC's Disaster Law Programme, please visit *https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/disaster-law/*

xxx What is the scope for addressing menstrual hygiene management in complex humanitarian emergencies? A global review *https://www.developmentbookshelf.com/doi/full/10.3362/1756-3488.2016.024*

xxxi Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management (MHM) into Humanitarian Response *https://reliefweb.int/report/world/toolkit-integrating-menstrual-hygiene-management-mhm-humanitarian-response*

xxxii Website with tools for a safety audit related to WASH activities and checklists *http://violence-wash.lboro.ac.uk/toolkit/*

xxxiii IFRC Rapid tenure assessment Guidelines for post-disaster response planning (2015) *http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/Rapid-Tenure-Assessment-Guidelines_EN.pdf*

xxxiv Building Livelihoods: A Field Manual for Practitioners in Humanitarian Settings by Women's Refugee Commission (2009) *https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/281-building-livelihoods-a-field-manual-for-practitioners-in-humanitarian-settings*

xxxv Adapted from *The Sphere Project Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*, 2011: p. 63. It is important to note that these recommended age groupings from The Sphere Project are for humanitarian contexts, and are informed by, "age-related differences linked to a range of rights, social and cultural issues."

xxxvi UN General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 13 December 2006, A/RES/61/106, available at: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html [accessed 20 September 2018]

xxxvii *ADCAP*, Minimum Standards for Age and Disability Inclusion in Humanitarian Action. 2016. Page 15. *http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/*

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি

মানবতা কোন প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহতদের সাহায্যের উদ্দেশ্য সৃষ্ট আর্ন্তজাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিরোধ ও উপশম করার চেষ্টা করে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং মানুষের সম্মান বজায় রাখা এর উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা এবং সকল জাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

পক্ষপাতহীনতা এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণী বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে কোন বৈষম্য করেনা। কেবল মাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে, এই আন্দোলন মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে এবং সর্বাধিক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্যের অগ্রাধিকার দেয়।

নিরপেক্ষতা সকলের আস্থা অর্জন এর উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন সংঘর্ষ কালে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না বা কোন সময় রাজনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা আদর্শগত মতবিরোধে অংশগ্রহণ করে না।

স্বাধীনতা এই আন্দোলন স্বাধীন। মানবসেবামূলক কাজে সরকারের সহায়ক হিসাবে জাতীয় সোসাইটি নিজ নিজ দেশের আইনের অধীনস্থ থাকলেও, আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজ স্বস্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

স্বেচ্ছামূলক সেবা এটি একটি স্বেচ্ছামূলক ত্রাণ সংগঠন হিসেবে এই আন্দোলন কোন প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করে না।

একতা যে কোন একটি দেশে কেবলমাত্র একটি রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকতে পারে। এটি অবশ্যই সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। দেশের সর্বত্র এর মানব সেবামূলক কর্মকান্ড বিস্তৃত হতে হবে।

সর্বজনীনতা সম-মর্যাদা সম্পন্ন এবং পারস্পরিক সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটি সহ গঠিত বিশ্বব্যাপী আর্ন্তজাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন সার্বজনীন।

পরবর্তী তথ্যের জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুনঃ
ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস
৬৮৪-৬৮৬ রেড ক্রিসেন্ট সড়ক, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

IFRC
Local action. Global reach.
www.ifrc.org